বিল্বমঙ্গল

[ভক্তিমূলক নাটক]

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ
নট্ট কোম্পানীর দলে অভিনীত

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী
১০৫, (নূ: নং ৩৬৮) রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৬

[মূল্য ৩.০০ টাকা।

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত

রাজদ্রোহী

জনতা অপেরার বিজয় কেতন। ঐতিহাসিক নাটক। সম্রাট আলমগীরের কুশাসনের বলি মথুরার দুরন্ত ছেলে গোকুলের বিস্ময়কর কাহিনী। জিজিয়াকরের জ্বালাময় অভিশাপ। পিতার পরিত্যক্ত কুলাঙ্গার গোকুলের হাতে নারী নির্য্যাতনকারী ফৌজদার আবদুলনবীর শোচনীয় মৃত্যুর খবর দিল্লীর প্রাসাদকূটে বাদশার চোখের ঘুম কেড়ে নিলে। বিপুল সেনা নিয়ে ছুটে এল বাদশার দৌহিত্র নাদির খাঁ আর জবরদস্ত্ সেনানী ওয়াজির খাঁ। মথুরার পথে-প্রান্তরে রক্তের প্লাবন বয়ে গেল। আর্ত্তনাদে ভরে গেল মথুরার আকাশ-বায়ু। অসম যুদ্ধের পরিণাম চিরদিন যা হয়, তাই হল। গোকুল হল বন্দী, সঙ্গী সাথীর দল কে কোথায় হারিয়ে ছড়িয়ে গেল। মথুরেশ্বরের মন্দিরে আর বাতি জ্বলল না। কোথায় গেল গোকুলের পিতা-মাতা-পত্নী? কোন জল্লাদ এক একটা করে গোকুলের অঙ্গচ্ছেদ করলে? কোন্ বিস্মৃতির অন্ধকারে তলিয়ে গেল নাদির খাঁ? দাম ৩.০০।

ময়ূর সিংহাসন

অপরাজেয় নাট্যকার শ্রীব্রজেন দের' অপরাজেয় নাট্য নিবেদন। নট্ট কোম্পানীর বিজয়স্তম্ভ। দিল্লীর সম্রাট সাজাহানের জীবনসন্ধ্যার শোক-গাথা, ঔরংজেবের সাম্রাজ্যলিপ্সার বলি, উদার চেতা দারাশিকোর শোচনীয় পরিণাম অশ্রুর আখরে লেখা। জাতির কল্যাণে রাজৈরের রাজকন্যা রহমৎউন্নিসার আত্মবলি, সম্রাট-দুহিতা জাহানারার নিস্ফল আর্ত্তনাদ, সরলপ্রাণ শাহাজাদা মোরাদের জীবনে মেঘরৌদ্রের খেলা, দাদারের রাজপথে নাদিরা বেগমের মর্ম্মস্পর্শী মৃত্যু, সিপারের কান্নাঝরা গান, মেহের আলির অপূর্ব্ব আলেখ্য। ময়ূর সিংহাসন যাত্রা জগতের বিস্ময়কর তাজমহল। দাম ৩.০০ টাকা।

—প্রকাশক—

শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র ধর

কলিকাতা টাউন লাইব্রেরী

৩৬৮নং, (পুরাতন ১০৫) রবীন্দ্র সরণী,

কলিকাতা—৬

—প্রচ্ছদ—

রঞ্জিত দত্ত

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ

ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস

১৯।এ।এইচ২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৬।

যাদের মা ছিল আমার মা, যাদের ঘর ছিল

আমার সাধন-পীঠ, বাইনান গ্রামের সেই

সুজন-কিরণ—হিরণ মুখোপাধ্যায়

ভাইদের হাতে আমার সেরা নাট্যাবদান

তুলে দিলাম।

ইতি—

শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে

—প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক—

নরহন্তা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। নবরঞ্জন অপেরায় অভিনীত। লোমহর্ষক ঐতিহাসিক নাটক। কার হিংস্র আক্রোশে বাংলার বুকে বয়ে গেল রক্তস্রোত? সুদূর কর্ণাট হতে কে এল এই অনাহূত আগন্তুক? কি অভিপ্রায়ে তার এই রক্তপাত? রাজ্যহারা সম্রাট কার মশালের আগুনে দগ্ধ হল? কার চক্রান্তে রাণী হলো নিরাশ্রয়? কে এই বিদগ্ধ প্রহরী? মলয় না ভ্রমর? আদিত্য বর্ম্মার বর্ম্ম ভেদ করে ক ফোঁটা রক্ত পড়েছিল পুষ্কর্ণার বুকে? পুত্রশোকাতুর পিতা কি ফিরে পেয়েছিল তার পুত্রকে? সেকি শুনেছিল তার মুখে পিতৃ-সম্ভাষণ, না বেদনার দগ্ধবুকে বিঁধেছিল আতাতায়ীরঅস্ত্র? মূল্য ৩'০০ টাকা।

কাঁচের দেওয়াল—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। দাম ৩'০০ টাকা।

বাদশা—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। সাম্প্রতিককালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক নাটক। মুঘল সাম্রাজ্যের পতন-কালের একটি সংঘর্ষমূলক অধ্যায়ের নাট্যরূপ। ভারতের সম্রাট ফেরোকসিয়ারের দেশব্যাপী অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন শাহাজাদা আক্-উ-সিয়র্। দেশের সর্ব্বস্তরে তখন যে অবিচার, নির্য্যাতন, শোষণ ও কুশাসনের ঝড় বয়ে যাচ্ছিল, তার প্রতিরোধে বিদ্রোহী-দল বিরোধের বন্যা ডেকে আনলেন। সম্রাটের সশস্ত্র বাহিনী বিদ্রোহ-দমনে প্রেরিত হল, হিন্দুস্থানের ইতিহাস আর একবার রক্তে রঞ্জিত হল—উভয় পক্ষের আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জ্জনে আকাশ-বাতাস কেঁপে উঠল। এই ঝড়ের দাপট ছিন্নভিন্ন করল ফাল্গুনী ও বিন্বের পরিণয় রজনীর মিলন-সঙ্গীত—বরসাদ আলির আবির্ভাবে বিবাহ মণ্ডপ পরিণত হোল রক্তের সমূদ্রে। কালোমানিকের অর্থলিপ্সা নিশ্চিহ্ন হল, বুলবুল চিরদিনের জন্য নিদ্রার অন্ধকারে হারিয়ে গেল। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভুলের ফসল—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। তরুণ অপেরায় অভিনীত। যুগান্তকারী ঐতিহাসিক নাটক। অবাধ মেলামেশার ফলে লোকেশের মিলনে বাগদত্তা রাজকন্যা সাবিত্রী হল সন্তানসম্ভবা। থেমে গেল বিবাহের নহবৎ। লোকেশ করলে অস্বীকার। গর্জ্জন করে উঠল জগদীশরায়ের হাতের পিস্তল। নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলে লোকেশ। রাজকন্যা সাবিত্রী হল নিরাশ্রয়। তারপর? ভিখারিণী রাজকন্যার কোলে এল বিজয়। লোকেশের চক্রান্তে রাজা হল রাজ্যহারা। ভিখারী রাজা রাজকন্যাকে দিলেন আশ্রয়। দস্যু তালাদ রহিম মানুষের ধর্ম্ম ফিরে পেল। বিজয়ের বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নবাব মীরজুমলা দিলেন রাজসনদ। অভিষেককালে ছুটে এল ধ্বংসের বজ্র—রক্ত-স্রোতে ভেসে গেল রাজসিংহাসন। বিজয়ের বাঞ্ছিত হাসির হাসি কোথায় মিলিয়ে গেল? কোন স্রোতে ভেসে গেল সাবিত্রীর সৌভাগ্য। মূল্য ৩'০০ টাকা।

ভূমিকা

অসংখ্য নাট্যানুরাগীর তাগিদের ফলে "বিল্বমঙ্গল" তাড়াহুড়া করিয়া প্রকাশ করা হইল। নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্রের এই নামের চিরনূতন নাটক এখনও রঙ্গজগতের মন জুড়িয়া আছে। যাত্রার আসরে এ কাহিনীর অবতারণা এই প্রথম। গিরিশচন্দ্রের "বিল্বমঙ্গল" যাদের দেখার উপায় নাই, পল্লীর সেই অগণিত দর্শকের কাছে এই বিচিত্র চরিত্র পরিবেশনই ছিল এই নাটক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য। যে যুগে রাজনীতি ছাড়া কেউ কিছু বোঝে না, সেই যুগের দর্শক যে এমন অভূতপূর্ব্ব সমাদরে বিল্বমঙ্গলকে গ্রহণ করিবে, এ আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দেখা গেল, বাংলার মানুষ রাজনীতির পোষাক পরিয়া যতই গলাবাজি করুক, মনটা তার প্রেমভক্তির সুরে বাঁধা।

এ দেশের শ্রেষ্ঠ লোকরঞ্জন প্রতিষ্ঠান নট্ট কোম্পানী যে অপরিসীম নিষ্ঠার সঙ্গে এই নাটক অভিনয় করিয়াছেন, সে জন্য আর একবার তাদের ধন্যবাদ জানাই।

ইতি—

গ্রন্থকার।

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

কাজলদীঘির মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। কাল্পনিক নাটক। এ্যামেচার পার্টির জন্য বিশেষ ভাবে লিখিত। রজনীর নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গর্জ্জে উঠল বন্দুক। রক্তে লাল হলো কাজলদীঘির মাটি। রাজা রাজশেখরের লালসার আগুনে পুড়ে ছাই হলো দরিদ্রের পর্ণকুটীর। ধর্ষিতা বাল্য বিধবা ব্রাহ্মণকন্যা ছায়া পণ্যরূপে বিক্রীত হল কাশীর বিখ্যাত বাঈজী রুক্মিণী-বাঈয়ের কাছে। ভাগ্যের অভিশাপে ছায়া হলো সোনালীবাঈ। বিধবার কোলে এল চাঁদের মত শিশু। তারপর ? প্রলয় গর্জ্জনে ছুটে এল ভাঙনের ঢেউ—তোলপাড় করে তুলল জীবনের তটভূমি। সোনালীবাঈ রূপসায়রের অধীশ্বরী। আর বকুল এক নরপশুর গলায় মালা পরাল—তার দুচোখে নামল অশ্রুর বন্যা। দুঃখের বন্ধুর পথে হারিয়ে গেল অরুণ আর সুরমা। কুচক্রী হরলাল পেল লোভের সাজা—বকুল ঝরে গেল—উদয় গেল অস্তাচলে। রক্তজবায় রজত করলে মাতৃপূজা। দোর্দণ্ডপ্রতাপ রাজা রাজশেখরের হিংসানলে পূর্ণাহুতি দিল কাজল দীঘির মেয়ে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

গরীবের মেয়ে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। অম্বিকা নাট্য কোম্পানীতে অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রামায়ণের জন্মদুঃখিনী সীতার মতই এ যুগের আর একটি সীতার বিস্ময়কর কাহিনী, অপূর্ব্ব ভাষায় রূপায়িত। যাত্রা-জগতের রেকর্ড সৃষ্টিকারী নাটক। সহজে অভিনয় হয়। মূল্য ৩'০০ টাকা।

রাখী ভাই—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। অম্বিকা নাট্য-কোম্পানীর বিজয়-দুন্দুভি। রাণা বিক্রমজিৎ মেরুদণ্ডহীন, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু বাহাদুর শা। নিরুপায় রাণী বাদশা হুমায়ুনকে পাঠিয়ে দিলেন রাখী, অনুরোধ করলেন রাখী-বোনের রাজ্য রক্ষা করতে। এরই মধ্যে কামান গর্জ্জে উঠলো। হাজার হাজার রাজপুতের মাথা রণক্ষেত্রে গড়িয়ে পড়ল। কোথায় হারিয়ে গেল তোর-মান, মূর্খ দেবল, আর কত শত দেশভক্ত রাজপুত। বাদশা যখন শত্রুসৈন্য বিধ্বস্ত করে রাজপ্রাসাদে এলেন, রাখী-বোন তখন মৃত্যুর কবলে। মূল্য ৩'০০ টাকা।

উদয়ের মা বা ধাত্রীপান্না—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে, এম-এ, বি-টি, প্রণীত। জনতা অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। চিতোরের রাণী কর্ণাবতী অগ্নিতে দিলেন আত্মাহুতি—শিশুপুত্র উদয় রইল ধাত্রীর কোলে। দাসীপুত্র বনবীরকে সর্দ্দারেরা যখন রাজপ্রতিনিধির আসনে বসালে,—নিয়তি বক্র হাসি হাসল, চন্দাবৎ সর্দ্দার সিংহের মত গর্জ্জে উঠল। তারপর একদিন উদয়ের মৃত্যুর পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হল। ধাত্রী নিজের ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দিয়ে উদয়কে পাঠিয়ে দিলেন আশা শা'র আশ্রয়ে। কি করলেন আশা শা ? মূল্য ৩'০০ টাকা।

পরিচয়

—পুরুষ—

শিবশঙ্কর	...	...	ভোজপুরের রাজা।
বিল্বমঙ্গল	...	...	ঐ পুত্র।
দুর্য্যোধন	...	...	বিল্বমঙ্গলের ভৃত্য।
মধুমঙ্গল	...	...	রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র।
নাগার্জ্জুন	...	...	পুরোহিত।
খণ্ডগিরি	...	...	ব্রাহ্মণকুলপতি।
রাখাল	...	...	ঐ ভৃত্য।
সনাতন	...	...	ঐ ভাগিনেয়।
মহানন্দ	...	...	বামুন গাঁয়ের প্রজা।
গোবিন্দ দাস	...	...	বৈষ্ণব।
লালু	...	...	গুণ্ডা।
মহানাদ	...	...	বণিক।
বিরূপাক্ষ	...	...	ঐ অনুচর।

—স্ত্রী—

চণ্ডমণি	...	...	খণ্ডগিরির স্ত্রী।
অশ্রু	...	...	ঐ কন্যা।
চিন্তামণি	...	...	সনাতনের স্ত্রী।
অহল্যা	...	...	বণিক পত্নী।

———

প্রসিদ্ধ যাত্রাদলে অভিনীত নূতন নূতন নাটক

দেশের ডাক—শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার দে'র দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটক। নিউ রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত। ক্ষুদ্র মিথিলার সঙ্গে বিশাল বাদশাহী সেনার সংগ্রামের কাহিনী। "দেশের ডাক অতি সাম্প্রতিক কালের একটি বিশিষ্ট ঘটনার স্বচ্ছতম দর্পণ। দৃশ্যে দৃশ্যে উন্মোচিত হয়েছে হানাদারী বর্ব্বরতার স্বরূপ, সঙ্কটকালের পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ মানুষের তীব্র মনোবল, আর দেশাত্মবোধের সার্থক মূল্যায়ন করে নাট্যকার বলেছেন, এই দেশ ও মাটি মায়ের অধিক।... দৃশ্যে দৃশ্যে চমক, ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, আর দেশপ্রেমের গানে ভরপূর। সর্ব্বাধুনিক পালাগান এই 'দেশের ডাক'। মূল্য ৩'০০ টাকা।

নাজমা-হোসেন—শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। ঐতিহাসিক নাটক। "সাঁঝের আসর" ও অম্বিকা নাট্যের বিজয়-নিশান। বাঙ্গালী জাতির নব জাগরণের বিস্ময়কর নাট্যরূপ। হাবসীর অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার মহা-শ্মশানে কোন দরদীর জীয়ন কাঠির স্পর্শে প্রাণের স্পন্দন জেগেছিল? সুবুদ্ধিরায়ের বান্দা এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলমানের প্রাণে বাঁদী নাজমা জ্বেলে দিয়েছিল রঙিন চেরাগ। বাঙ্গলার রাজনীতিক্ষেত্রে মহাবিপ্লবের অধ্যায় সুরু হল। স্রোতের ফুল মদিরা কোন্ ঘাটে কূল পেল? ধর্ম্মত্যাগী সিরাজ আর হাবসী জল্লাদ আফজল কি দিয়ে মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করল? পড়ুন, হাসি-কান্নায় অবগাহন করুন। মূল্য ৩'০০

শেষ অঞ্জলি—ব্রজেন দে'র ঐতিহাসিক নাটক। তরুণ অপেরার যশের হিমালয়। মাড়বারের উপর দিল্লীর আকস্মিক আক্রমণ, মাড়বারপতির বিরুদ্ধে তাঁর পিতৃব্যের ঘরভেদী চক্রান্ত--রাজভক্ত প্রতাপসিংহের দেশের কল্যাণে সর্ব্বস্ব বলিদান! দেশের ডাকে বিবাহ অসম্পূর্ণ রেখে দেশভক্ত দলীপ সিং ঝাঁপ দিল রণসমুদ্রে। পাশা উল্টে গেল। বাদশাহী সেনার উঠল নাভিশ্বাস। বেই-মানের ছুরি তাকে ধরাশায়ী করল। শ্মশানের শয্যায় বিবাহ সম্পূর্ণ হল। দেশের ডাকে বুকের রক্ত ঢেলে শেষ অঞ্জলি দিয়ে গেল দেশের সন্তান। মূল্য ৩'০০।

পথের শেষে—শ্রীগৌরচন্দ্র ভড় প্রণীত। সত্যম্বর অপেরায় অভিনীত। ঐতিহাসিক নাটক। রাজার দুলাল জীবন আর সর্ব্বহারা প্রতিমা প্রকৃতির খেয়ালে বিবাহ বন্ধনে বন্দী। পিতৃপরিত্যক্ত জীবন বউকে নিয়ে শান্তির নীড় বাঁধল যখন নসীবপুরে,—নিয়তি অট্টহাসি হাসল। ভিখারিণী মা'র কোলে রাজবংশধর! রূপলালসার বহ্নিশিখা এল মাকে গ্রাস করতে। তারপর? কোথায় গেল তারা?...প্রতিমা পাগল, জীবন গতজীবন, ফুলের তোড়া শুকিয়ে গেছে। কোথায় গেল মানসীর ফণা, চিত্তরায়ের লাম্পট্য, নিশুম্ভের ছল চাতুরী? পথের বাঁকে না পথের শেষে? মূল্য ৩'০০ টাকা।

বিল্বমঙ্গল

সূচনা।

মন্দিরের অলিন্দ।

রত্নপাণি আসনে উপবিষ্ট : সেবাদাসিগণ আরতি সম্ভার লইয়া দণ্ডায়মানা।

রত্নপাণি। গীতের ঝঙ্কারে, ধূপ ধূনার সুরভিতে, শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদে ঠাকুরকে জাগিয়ে তোল সেবাদাসিগণ।

সেবাদাসিগণের গীতারতি।

গীত।

সেবাদাসিগণ। জাগো জাগো কৃষ্ণ মুরারি!
কংস বিনাশন কুরুকুল শাসন,
গিরিগোবর্দ্ধনধারি!
সাধুজনে বরাভয় দিতে এলে কৃপাময়,
যুগে যুগে অবতরি পাপীরে করিলে ক্ষয়,
অশিবে ভরেছে দেশ,
এস তুমি হৃষীকেশ,
ভৈরবে জেগে ওঠ হে চক্রধারি!

রত্নপাণি। ওঁ কৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ—[আচমন]

ললিতার প্রবেশ।

ললিতা। তাই ত, বড় অসময়ে এলাম। কখন পূজো শেষ হবে?

১মা সেবা। অনেক দেরী হবে।

ললিতা। তাই ত, এ দুর্য্যোগে কোথায় যাব, কার কাছে যাব? কারও দোর যে খোলা নেই।

রত্নপাণি। কে কথা বলছে? [ফিরিয়া] তুমি! ও—আচ্ছা তোমরা এখন যাও।

১মা সেবা। [জনান্তিকে] দেখ্ কি অঘটন ঘটায়।

[সেবাদাসিগণের প্রস্থান।

রত্নপাণি। বসো না, ওই দালানে বসো, এই আসন নাও। [নিজে দাঁড়াইয়া আসন আগাইয়া দিল]

ললিতা। না-না, এ আপনি কি কচ্ছেন? আপনার আসন আপনি আমাকে—

রত্নপাণি। তা হক, তা হক, নারীমাত্রই সম্মানের পাত্রী।

ললিতা। কিন্তু আপনি যে পূজো করতে বসেছেন।

রত্নপাণি। একটু পরে করলেই হবে। ঠাকুরের পূজোর কি সময় অসময় আছে? এক সময় করলেই হল। বিশেষ কাজ পড়লে দু একদিন না করলেও চলে।

ললিতা। বলেন কি?

রত্নপাণি। তারপর একদিন বেশ টেনে পূজো করলেই পুষিয়ে গেল; বুঝলে না কথাটা? তোমার মত একজন মহিলা আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবে, এ ত আর হতে পারে না। তারপর আছ কেমন? বলি হরিরাজ তোমায় খেতে পরতে দিচ্ছে ত?

ললিতা। আজ্ঞে হঁ্যা।

রত্নপাণি। আমার ত বিশ্বাস হয় না। ও ব্যাটা বিশ্ব বকাটে,

কাজ করবে না কর্ম্ম করবে না, খালি পরের মড়া পোড়াবে, মাছ ধরবে, আর যাকে তাকে ধরে ঠ্যাঙ্গাবে।

ললিতা। সে কথা থাক।

রত্নপাণি। থাকবে কেন? হক কথা বলব, তার আবার ভয়টা কিসের? তোমার বাপকে পই পই করে বারণ করেছিলাম, অমন করে মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দেবেন না। আমার ত গৃহ শূন্য, যদি আপনি চেপে ধরেন, তাহলে আমি কি আপনার মেয়েকে ঘরে না এনে পারি?

ললিতা। ও কথা আমার শুনতে নেই ঠাকুর।

রত্নপাণি। ওই করেই ত কপালটি পুড়িয়ে বসে আছ। তোমার বাপ তবু একটু নরম হয়েছিল। তোমাকে ঘাটের পথে কথাটা বললাম, তুমি ফোঁস করে উঠলে। খবর আমি রাখি। তোমরা কি খাও, কি পর, কিচ্ছু আমার অজানা নেই।

ললিতা। আমার কথাটা শুনুন, আমি চলে যাই।

রত্নপাণি। ছিঃ, যাই বলতে আছে? বসো, বসো।

ললিতা। না, বসব না! এই থালাখানা রেখে আমাকে দুটি টাকা দিন, আমি চলে যাই।

রত্নপাণি। দুটো টাকা দেব, তার জন্যে থালা বাঁধা রাখতে হবে? এত পর পর ভাব কেন? ছ্যাঃ। ঘরে আজ কিছু নেই বুঝি?

ললিতা। না।

রত্নপাণি। ও ত জানা কথা। তুমি বলেই অমন স্বামীর ঘর কচ্ছ, আর কেউ হলে অমন বাউণ্ডুলেকে লাথি মেরে চলে আসত।

ললিতা। কেন অবান্তর কথা বলছেন? ঘরে আজ কিছু নেই। গুরুদেব এসেছেন। স্বামীও ঘরে নেই, তাই আমি দুর্য্যোগের মধ্যে

বেরিয়ে এসেছি। আর কোন দোর খোলা না পেয়ে আপনার ঘরেই এলাম।

রত্নপাণি। আসবে বই কি? আমার কাছে আসবে না ত কার কাছে আসবে? আমি কি তোমার পর? তুমি জান না ললিতে, তুমি যখন ছেলেবেলায় আমার বাগানে ফুল তুলতে আসতে, তখন থেকে আমি তোমাকে—

ললিতা। থামুন আপনি। আমার ভুল হয়েছিল আপনার কাছে আসা।

রত্নপাণি। না-না-না, ভুল কেন হবে? তুমি ঠিক জায়গায়ই এসেছ, ঠিক সময়ই এসেছ। দু টাকা কেন, তোমাকে আমি দুশো টাকা দিতে পারি, যদি—

ললিতা। সরে যান। কোথা [illegible] ড়য়ে আছেন আপনি, খেয়াল নেই? আপনার পেছনে কার ওই দীপ্ত চোখদুটো চেয়ে আছে দেখতে পাচ্ছো না?

রত্নপাণি। আরে ও পাথরের চোখ, ওতে কটাক্ষ নেই। ওর জন্যে তুমি ভয় পেও না ললিতে। কাছে এস।

ললিতা। না। টাকার আমার দরকার নেই।

রত্নপাণি। আমার দরকার আছে। [ললিতার হস্ত ধারণ]

হরিরাজের প্রবেশ।

হরিরাজ। ললিতা, ললিতা,—একি? [বজ্রমুষ্টিতে রত্নপাণির হাত ধরিল]

ললিতা। ভাল করে শিক্ষা দিয়ে দাও যেন ভবিষ্যতে আর কখনও পরনারীর দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে না তাকায়।

হরিরাজ। এখানে মরতে এসেছিলে কেন?

ললিতা। ঘরে কিছু নেই। গুরুদেব এসেছেন। তুমিও বাড়ী ছিলে না। তাই থালা বাঁধা দিয়ে দুটো টাকা ধার করতে এসেছিলাম। দুর্য্যোগের মধ্যে কোন দোর খোলা ছিল না। তাই এসেছিলাম এই পাষণ্ডের ঘরে। লোকটা ঠাকুরের পূজো আরম্ভ করেছিল। আমাকে দেখে ওর পূজার্চ্চনা মাথায় উঠল।

হরিরাজ। আর হাতের ফুল ফেলে দিয়ে ভুলে তোমার হাতখানা ধরে ফেললে। কি বৈষ্ণব চূড়ামণি, এতগুলো সেবাদাসী নিয়ে রাসলীলা কচ্ছ, তবু সাধ মিটল না?

রত্নপাণি। কি যা তা বলছ? হাত ছাড়,—লাগে।

হরিরাজ। আমারও ত লাগে প্রভু যখন তুমি আমার স্ত্রীর হাত ধর।

রত্নপাণি। আমি হাত ধরেছি না ও-ই আমার হাত ধরেছে?

ললিতা। কি?

রত্নপাণি। যত আমি পিছিয়ে যাই, ততই জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে। বলে ও বাউণ্ডুলের ঘর আর আমি করব না।

হরিরাজ। খবরদার মিথ্যাবাদি। [ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া পদাঘাত করিল]

রত্নপাণি। কি, তুই আমাকে লাথি মারলি শূয়ার? তোকে আমি ভস্ম করে ফেলব। আমি যদি ত্রিশ বছর রাধামাধবকে পূজো করে থাকি, তাহলে তুই পরজন্মে কামান্ধ নরপশু হয়ে জন্মাবি,—

হরিরাজ। আর তুমি পরজন্মে চোখের উপর দাঁড়িয়ে দেখবে যে তোমার স্ত্রী অপরের অঙ্কশায়িনী! ভণ্ড, প্রবঞ্চক, পশু, বৈষ্ণবচূড়ামণি বলে তোমার বড় মান! তোমার হাতে ত্রিশ বছর পূজো পেয়েও

ঠাকুর তোমার কাঠের পুতুলই রয়ে গেছে। এই কাঠের পুতুল দিয়েই আমি তোমাকে হত্যা করব। [বিগ্রহ দ্বারা মস্তকে আঘাত, রত্নপাণির মাথা ফাটিয়া রক্তস্রোত বহিল]

আনন্দ স্বামীর প্রবেশ।

আনন্দ। এ কি করলে হরিরাজ? নারায়ণের বিগ্রহের গায়ে তার পূজারীর রক্ত মাখিয়ে দিলে! ত্রিশ বছর ঠাকুর যাকে সহ্য করেছেন, তুমি তাকে একদিন সহ্য করতে পারলে না?

হরিরাজ। গুরুদেব!

আনন্দ। যাও, এই কলঙ্কিত বিগ্রহ নদীজলে বিসর্জ্জন দিয়ে এস। ব্রাহ্মণের অভিশাপ বৃথা যাবে না।

হরিরাজ। পরজন্মে আমি কামান্ধ পশু হয়ে জন্ম গ্রহণ করব? কেন? কি আমার অপরাধ?

আনন্দ। বিগ্রহকে তুমি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছ, প্রেমের ঠাকুরকে তুমি পূজারীর রক্তে কলুষিত করেছ। এ অপরাধের শাস্তি তুমি পাবে। ভোগ সম্পূর্ণ হলে প্রেমের ঠাকুর তোমায় কৃপা করবেন।

ললিতা। গুরুদেব, আমারই জন্যে এই অনর্থ হল।

আনন্দ। দুঃখ করো না মা। যাদৃশী ভাবনা যস্য, সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। দুঃখদারিদ্রের কশাঘাত সহ্য করেও স্বামিসেবায় তুমি কার্পণ্য কর নি। এর ফল তুমি অবশ্যই পাবে। রত্নপাণি দীর্ঘদিন তোমায় একান্ত মনে কামনা করেছে। ভগবান তাকেও বঞ্চনা করবেন না। যাও মা, গৃহে যাও; জীবন তোমাদের শেষ হয়ে এসেছে। পরজন্মে জীবন তোমাদের ধন্য হক।

[হরিরাজ ও ললিতার প্রস্থান।

আনন্দ। ওঠ সাধু। তোমারও জীবনের আজই অবসান, এ জন্মের কামনা তোমার পরজন্মে পূর্ণ হবে; এ জন্মের পাপের দণ্ডও পরজন্মে তোমায় ভোগ করতে হবে।

রত্নপাণি। আনন্দ স্বামি, তোমার কথা সত্য হক। ললিতাকে যদি আমি একদিনের জন্যও স্ত্রীরূপে পাই, তারপর সারাজীবন তুষানলে দগ্ধ হতেও আমার দুঃখ নেই। আঃ—ঠাকুর, জীবনের শেষ কামনা পূর্ণ কর।

[আনন্দ স্বামীর সাহায্যে প্রস্থান।

[* নট্ট কোং এই দৃশ্য বাদ দিয়া অভিনয় করে, বাদ দিয়া অভিনয় করিলেও কোন ক্ষতি হয় না।]

—পঁচিশ বছর পরে—

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাগানবাড়ীর সম্মুখ।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। বাবাজীরা সব বাবাজীনীদের নিয়ে শ্রীবৃন্দাবনে যাচ্ছেন,—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী আসছে কি না। একটা বৈষ্ণবীও কি ভাল হতে নেই? বিলকুল অপ্সরা? দূর, দূর, আজ দিনটাই বৃথা গেল।

গীতকণ্ঠে বৈষ্ণবের প্রবেশ।

বৈষ্ণব। **গীত।**

ব্রজের কানু, ব্রজের কানু,
আয় রে ফিরে আয়।
কৃষ্ণবিহীন বৃন্দাবনের
মলিন ছবি প্রাণ কাঁদায়।

বিল্ব। ও হো হো,—

বৈষ্ণব। **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

আর বাজে না মোহন বেণু, চরে না আর গোঠে ধেনু,
গাহে না আর মধুবনে পাপিয়া পিক্ চন্দনায়।

বিল্ব। এও কি সয়?

বৈষ্ণব। **পূর্ব্ব-গীতাংশ।**

কত দধি ননী মাখন পচে গেল ও কৃষ্ণধন,
গোপীগণের অশ্রুধারায় ভেসে গেল শ্রীবৃন্দাবন,
নয়নে আর নিদ্ নাহি রে
অন্ধ আঁখি পথ চাহি রে,
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলে মা তোর কেঁদে বুক ভাসায়,
আয় রে ফিরে আয়।

বিল্ব। [সুরে] আর যাব না ব্রজে রে ভাই,
গোপীদের আর কোন রস নাই,
আধাবুড়ী রাধারাণী ডুবে মরুক যমুনায়।

বৈষ্ণব। এ আপনি কি বলছেন? ছিঃ—

বিল্ব। আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, অত রাগ করলে কি চলে? বৃন্দাবনে যাচ্ছ? জন্মাষ্টমীতে খুব চুটিয়ে কিশোরী-ভজন হবে বুঝি? তা একা যাচ্ছ কেন? তিনি কই?

বৈষ্ণব। তিনি কে?

বিল্ব। তোমার লীলাসঙ্গিনী।

বৈষ্ণব। আমার কেউ লীলাসঙ্গিনী নেই।

বিল্ব। তুমি বৈষ্ণব কুলের কলঙ্ক। শোন বাবাজি,—

বৈষ্ণব। যার তার কথা শোনবার সময় আমার নেই।

বিল্ব। যার তার নয়। আমাকে বোধহয় তুমি চেন না। আমি ভোজপুরের রাজকুমার বিল্বমঙ্গল।

বৈষ্ণব। রাজকুমার আপনি!

বিল্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ বাবাজি। বলি সবার বাড়ীতেই ত তোমাদের আনা গোনা! ভাল জিনিষ সন্ধানে আছে?

বৈষ্ণব। কি জিনিষ?

বিল্ব। মেয়েমানুষ। এই যে, এই রকম। [বৈষ্ণবকে ছবি দেখাইল]

বৈষ্ণব। আপনি বলেন কি রাজকুমার?

বিল্ব। অমনি নেব না। মাইরি বলছি, উচিত মূল্যের চেয়েও বেশী দেব।

বৈষ্ণব। আপনার লজ্জা করে না?

বিল্ব। আজ্ঞে না। লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। জান বাবাজি জান? কাকে যেন চাই, তাকে যেন পাই না। কার অপেক্ষায় যেন আমি বসে আছি, সে যেন ধরা দিচ্ছে না। ওরা সব ধরে ধরে আনে, আমার চোখ ভরে, কিন্তু মন ভরে না। তাকে চেনো? কোন্ ঘরে সে আছে, বলতে পার? কত লোক এই পথ দিয়ে এল, কত লোক চলে গেল, কিন্তু সে ত এল না? আসবে না? স্বপ্ন মিথ্যে হবে? যাও বাবাজি যাও। এই ছবির মানুষটির সন্ধান যদি আমায় দিতে পার, তাহলে তোমায় আর জীবনে ভিক্ষে করতে হবে না।

[পূর্ব্বগীত গাহিতে গাহিতে বৈষ্ণবের প্রস্থান।

বিল্ব। কে তুমি স্বপনচারিণি,—কোথায় তোমার বাস? কি নাম তোমার? একটিবার দেখা দাও, স্পর্শ করব না, শুধু দূর থেকে দেখব। ওগো ছবি, তুমি কথা কও।

মাদলের প্রবেশ।

মাদল। কুমার!

বিল্ব। কি হল? ছুটে এলি যে?

মাদল। মস্ত বড় দাঁও মেরেছি কুমার। নৌকো করে যাচ্ছিল। মিন্সেটাকে ভেলায় তুলে দিয়ে মেয়েটাকে নিয়ে এসেছি।

বিল্ব। কার মেয়ে? কার বউ?

মাদল। মেয়েও নয়, বউও নয়, একেবারে গিন্নী।

বিল্ব। দেখতে কেমন?

মাদল। পরীকে ভেংচি কাটে হুজুর। যেমন রং, তেমনি—ওফ্। তবু ত এখনও ঘোমটা খোলে নি।

বিল্ব। আসতে রাজী হল? মারধর করিস নি ত?

মাদল। মারধর করব কি কুমার? যাঁহাতক টাকার থলে হাতে তুলে দিয়েছি, অমনি ধাঁই করে ছুঁড়ে মারলে রামগোপালের গায়ে। রামগোপাল সেই যে শুল, আর ওঠে কি না সন্দেহ। তারপর বললে, চল্—দেখে আসি তোর মনিবের ঘাড়ে কটা মাথা। এই না বলে মারলে চোঁচা দৌড়। আমরা হাঁপিয়ে পড়লুম, কিন্তু সে হাঁপালে না। এতগুলো লোককে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে ওই আসছে কুমার। আমি বললুম,—ঘোমটাটা খোল, আমরা একটু দেখে নিই, আর ত দেখতে পাব না। অমনি আমার ছড়ি কেড়ে নিয়ে আমাকে—

বিল্ব। প্রহার করেছে?

মাদল। করে নি, তবে আমি শক্ত লোক না হলে করত। আমার অমন ছড়িটা দুখানা হয়ে গেছে কুমার। আগে আমি ওকে ধোলাই দেব, তারপর আপনি।

অবগুণ্ঠিতা চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। চুপ্, কোথায় তোর মনিব? কোথায় সে জানোয়ার?

মাদল। শুনছেন? আপনাকে বলছে জানোয়ার।

বিল্ব। জানোয়ারকে জানোয়ারই ত বলবে।

চিন্তামণি। কে আপনি?

বিল্ব। আমি ভোজপুরের রাজকুমার।

চিন্তামণি। রাজকুমার! এত নীচ এমন পশু একটা দেশের রাজকুমার যে একটা সদ্যোবিবাহিতা নারীকে তার স্বামীর পাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে কতকগুলো কুকুরকে লেলিয়ে দিতে পারে?

মাদল। তবে রে উন্নুনমুখি, তোকে আমি—

বিল্ব। চুপ। আর একবার ওকে অসম্মান করলে আমি তোকে জ্যান্ত কবর দেব। কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা?

চিন্তামণি। বিবাহের পর এই প্রথম স্বামীর ঘরে যাচ্ছিলাম কুমার। কর্ম্মদেবীর ওপারে আমার শ্বশুরবাড়ী। আজ কালরাত্রি, কোন পুরুষকে অষ্ট প্রহর আমার স্পর্শ করতে নেই। একথা শুনেও এই পশুর দল আমাকে হাত ধরে এনে বজরায় তুলেছে।

বিল্ব। তোমার স্বামী বুঝি দুর্গা নাম জপ করতে করতে ঘরে ফিরে গেল? তোমাকে হাত ধরে টেনে রাখতে পারলে না?

চিন্তামণি। আজ আমাকে স্পর্শ করতে নেই।

বিল্ব। তবে আর কি? স্ত্রীকে দস্যুরা ধরে নিয়ে যাক, আর স্বামী "হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু" বলে আর্ত্তনাদ করুক; তাহলেই সুদর্শন চক্র নেমে আসবে দস্যুর শিরশ্ছেদ করতে।

মাদল। হেঃ-হেঃ-হেঃ।

বিল্ব। বেরিয়ে যা বদমায়েসের দল। কে তোদের বলেছিল

অবগুণ্ঠিতা বিয়ের কণেকে ছিনিয়ে আনতে? আমি তোদের সবাইকে গাছের সঙ্গে বেঁধে চাবুক মারব।

মাদল। আজ্ঞে কুমার,—

চিন্তামণি। বেরিয়ে যা।

মাদল। [স্বগত] আটকুঁড়ীর ব্যাটা ধারেও কাটে, ভারেও কাটে। দূর দূর। বড় মানষের চাকরি যে করে, সে শালার ঘরের শালা।

[প্রস্থান।

বিল্ব। তোমার শ্বশুরবাড়ী কর্ম্মদেবীর ওপারে বলছিলে না? স্বামীর নাম ত তুমি নিশ্চয়ই বলবে না। সে কাপুরুষটা গেছে কোথায় ?

চিন্তামণি। কাপুরুষ তিনি নন, আপনি। অভদ্র, ইতর,—ছোট-লোক আপনি।

বিল্ব। তাই সই। এই ছড়িটা নাও, ধরে দু'ঘা মার। না, তাই বা কি করে হবে? তুমি ত আজ পরপুরুষ কে ছোঁবে না। আচ্ছা, তোমাকে যদি আমি লোক দিয়ে ওপারে পৌঁছে দিই, পারবে তুমি শ্বশুরবাড়ী যেতে?

চিন্তামণি। পারব।

বিল্ব। তবে যাও। শ্বশুরবাড়ী গিয়ে সুখে ঘর কর। অপরাধ নিও না। ও শালাদের ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। সত্যি সত্যি আমি কাউকে ধরে আনতেও বলি নি, শুধু সন্ধান দিতে বলেছি। কেন বলেছি, সে তুমি বুঝবে না। তুমি যাও, তুমি যাও।

চিন্তামণি। আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন রাজকুমার। [অবগুণ্ঠন উন্মোচন]

বিল্ব। এ কি! কে, কে তুমি? ছবি! মূর্ত্তি ধরে এসেছ?

চিন্তামণি। কিসের ছবি।

বিল্ব। এই দেখ, এই মুখ আমি স্বপ্নে দেখেছিলাম। নিজের হাতে তাকে রূপ দিয়েছি।

চিন্তামণি। এ যে আমার মুখ।

বিল্ব। দু বছর ধরে এইখানে দাঁড়িয়ে আমি হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা দেখেছি। কিন্তু এ মুখ কখনও দেখি নি।

চিন্তামণি। তাই বুঝি এ মুখের সন্ধানে দেশে দেশে চর পাঠিয়েছ? তোমার কুকীর্ত্তির কথা অনেক শুনেছি, চোখে দেখলাম এই প্রথম। আমি তোমার বুকে ছুরি বিঁধিয়ে দেব।

বিল্ব। ছুঁতে ত পারবে না। তার চেয়ে আজ যাও, আর একদিন জোড়ে এস। তুমি দিও মৃত্যু, আর সে যেন অভিশাপ দিয়ে আমায় সোজা নরকে পাঠিয়ে দেয়। দুর্য্যোধন,—

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কি, বলছ কি তুমি?

বিল্ব। তুই যে চটেই আছিস্।

দুর্য্যোধন। আছি ত আছি, তাতে কার কি? আমি এসব বেলেল্লাপনা ভালবাসি নে। যাচ্ছি আমি রাজা বাহাদুরের কাছে। তোমার রক্ত দেখে তবে আমি ছাড়ব।

বিল্ব। রক্তটা একটু পরেই দেখো। আপাততঃ এই মহিলাকে নদীর ওপারে শ্বশুরবাড়ীতে রেখে এসো।

দুর্য্যোধন। এ চুলোমুখী কে?

বিল্ব। চুলোমুখী নয়, দেখতে ত পাচ্ছ বাবা দুর্য্যোধন।

দুর্যোধন। আমি জানতে চাই—

বিল্ব। ভবিষ্যতে জানলেও চলবে। তারপর যত পার বাক্যযন্ত্রণা দিও। যাও, ঘাটে বজরা বাঁধা আছে। দেখো যেন মহিলাকে নদীতে ঠেলে ফেলে দিও না।

দুর্যোধন। আমি কি গাড়োল না পাগল?

বিল্ব। দুইই।

দুর্যোধন। যা তা বলো না, যা তা বলো না বলে দিচ্ছি। এই,—

চিন্তামণি। চল চল, দেরী করো না।

দুর্যোধন। যাবার সময় শাপ মন্যি দিও না বলে দিচ্ছি। সোমত্ত বয়সে অমন ভুল চুক হয়, তাই বলে মানুষটা খুব খারাপ নয়। ওই মাদল শূয়ার ওর মাথা খারাপ করে দিয়েছে। আমি ওর রক্ত দিয়ে তোমার পা ধুইয়ে দিয়ে আসব। একে তুমি শাপমন্যি দিও না, একে তুমি শাপমন্যি দিও না। এ আমার রাণীমার একটা ছেলে। তুমি ওকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে যাও।

চিন্তামণি। আশীর্ব্বাদ করব? আশীর্ব্বাদ? হ্যাঁ, তা করব বই কি? আগে ঘরে যাই, তারপর ডালা ভরে আশীর্ব্বাদ পাঠিয়ে দেব। আকাশের বজ্রকে মর্ত্তে নামিয়ে আনব। চিন্তামণি নির্ব্বিষ কেঁচো নয়, বিষধর গোখরো সাপ।

[প্রস্থান।

দুর্যোধন। বলি, আক্কেল হল?

বিল্ব। আর একটু বাকি।

দুর্যোধন। এর পরেও যদি তুমি কোন মেয়েছেলের দিকে চোখ তুলে চাইবে, আমি তোমার মাথা ভাঙ্গব। আর ওই ছাই-

পাশগুলো ফের যদি খাও, তাহলে তোমারই একদিন আর আমারই একদিন।

[প্রস্থান।

বিল্ব। যাক যাক, চাই না আমি ছবির মানুষ। আমি শুধু ছবিই দেখব। তবু আর একটা সংসারে আগুন ধরিয়ে দেব না।

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। ও মশাই, পালান পালান।

বিল্ব। আমাকে বলছ?

রাখাল। নয়ত কি ওই গরুটাকে বলছি।

বিল্ব। কি বলছ?

রাখাল। বলছি পালান।

বিল্ব। পালাব কেন?

রাখাল। নইলে আপনার হয়ে গেল।

বিল্ব। তার অর্থ?

রাখাল। [ভ্যাঙ্গাইয়া] তার অর্থ? এমন গুবরে মাথা নিয়ে আপনি আমাদের রাজা হবেন? আমি তা হতে দেব না।

বিল্ব। তুমি লোকটা কে?

রাখাল। আমি রাখাল।

বিল্ব। এখানে এলে কেন?

রাখাল। গরু চরাতে।

বিল্ব। কোথায় গরু?

রাখাল। যদি কিছু মনে না করেন ত বলি, আপনাকেই এবার চরাব মনে করেছি।

বিল্ব। বড়ই আহ্লাদিত হলুম। ওই মদের বোতলটা এগিয়ে দাও দেখি, তারপর ভাল করে তোমাকে চরিয়ে দিচ্ছি।

রাখাল। আপনি মদ খান? এর চেয়ে দলা দলা ছাই খেতে পারেন না?

বিল্ব। পারি, তবে নেশা হয় না।

রাখাল। নেশা চাই আপনার? তাই বুঝি মদ খান, আর মেয়েদের পেছনে পেছনে ঘোরেন?

বিল্ব। আজ্ঞে হ্যাঁ পুঁটিরাম। নেশা ছাড়া আমি থাকতে পারি না।

রাখাল। এর চেয়ে ত আরও বেশী নেশা হয় কৃষ্ণনাম করলে।

বিল্ব। কৃষ্ণের বাপের রক্ত আমাশা হক। দাও বোতলটা।

রাখাল। অমন কাজও করবেন না। পালান, মহারাজ ঘোড়া ছুটিয়ে এইদিকেই আসছে।

বিল্ব। কি, বাবা আসছেন?

রাখাল। তাই ত আমি ছুটে এলুম। এসে পড়লে ছাল ছাড়িয়ে নেবে।

বিল্ব। আমার জন্যে তোমার এত মাথা ব্যথা কেন?

রাখাল। তুমি জান না? তোমার গায়ে রোদের আঁচ লাগলে আমার গায়ে যে বাজের ঘা পড়ে। তুমি যে আমার বন্ধু।

বিল্ব। তাই নাকি? কখন বন্ধুত্ব হল?

রাখাল। আগের জন্মে।

বিল্ব। তাই ত এখনো তোমাকে জ্যান্ত মাটিতে পুতে ফেলতে পারি নি। পালাও বন্ধু পালাও, নইলে এখনি হয় ত ঘ্যাচ করে মাথাটা নামিয়ে দিয়ে বসে থাকব। তাই ত, সত্যই বাবা আসছেন যে?

রাখাল। কৃষ্ণনাম কর,—বেঁচে যাবে।

বিল্ব। কৃষ্ণকে বল আমার নাম করতে, ধন্য হয়ে যাবে।

রাখাল। কথাটা কি জান? গাধা জল খায়, তবে একটু ঘুলিয়ে খায়।

[প্রস্থান।

বিল্ব। তাই ত।

শিবশঙ্করের প্রবেশ।

শিব। বিল্বমঙ্গল,—

বিল্ব। আজ্ঞে,—

শিব। এর অর্থ কি?

বিল্ব। কিসের অর্থ?

শিব। একথা কি সত্য যে সদ্যোবিবাহিত এক দম্পতী নৌকোয় নদী পার হচ্ছিল, তোমার লোকজন নববধূকে জোর করে এই বাগান-বাড়ীতে নিয়ে এসেছে? কথা বলছ না যে? গুণের তোমার অন্ত নেই জানি। কিন্তু আমায় কি এও বিশ্বাস করতে হবে যে রাজা শিবশঙ্করের ছেলে এক বিবাহিতা নারীকে তার স্বামীর পাশ থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে? কি চাও তুমি? আমার দেশত্যাগ চাও, না আত্মহত্যা চাও?

বিল্ব। কোনটাই চাই না বাবা।

শিব। তোমার মত সর্ব্বগুণধর ছেলে যার, মৃত্যু ছাড়া তার আর কি গতি আছে বল। জান কার নববিবাহিতা স্ত্রীকে এনে তুমি এই নরককুণ্ডে তুলে এনেছ? সে বিখ্যাত পণ্ডিত সনাতন গোস্বামীর স্ত্রী।

বিল্ব। সনাতন গোস্বামীর স্ত্রী!

শিব। কোথায় সে?

বিল্ব। চলে গেছে।

শিব। এ কি তুমি সত্যি বলছ?

বিল্ব। মিথ্যা আমি বলি না।

শিব। সনাতন যদি তাকে গ্রহণ না করে?

বিল্ব। করবে না? কিন্তু তার ত কোন দোষ নেই।

শিব। সে কথা যদি সমাজ না বোঝে, রাজা বা রাজকুমারের সাধ্য নেই তাকে বাধ্য করে। একটা নারীর জীবন হয় ত অকালে ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর সে তোমারই জন্যে।

বিল্ব। বাবা,—

শিব। কেন তুমি এখানে বসে আছ? চল,—আমি তোমার বিবাহের আয়োজন কচ্ছি।

বিল্ব। বিবাহ আমি করব না।

শিব। করবে না? এমনি করে দিনের পর দিন আমার উঁচু মাথাটা মাটিতে লুটিয়ে দেবে? তুমি জান না যে শৈশবে তোমার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে আছে?

বিল্ব। তার অন্যত্র বিবাহের ব্যবস্থা করুন।

শিব। তোমার মা যে তাকে বাগদান করেছেন।

বিল্ব। আমি ত করি নি।

শিব। তুমি যাকে বাগদান করবে, শিবশঙ্কর তাকে ঘরে নিয়ে আসবে?

বিল্ব। কাউকে আমি বাগদান করব না।

শিব। করবে না তুমি বিবাহ?

বিল্ব। না।

শিব। আমি তোমাকে কেটে দুখানা করে কর্ম্মদেবীর জলে ভাসিয়ে দেব।

বিল্ব। তাই দিন। তবু বিবাহ আমি করব না।

শিব। কেন?

বিল্ব। সে কথা আপনার শোনবার যোগ্য নয়।

শিব। সব ঘরের দরোজা খোল। আমি দেখব, কোন্ ঘরে কাকে তুমি আটকে রেখেছ। দেখব, কিসের প্রলোভনে তুমি ঘর ছেড়ে এখানে এসে পড়ে আছ। যে অপরাধে প্রজাদের বুকে পাথর চাপা দিয়ে দিনের পর দিন ফেলে রেখেছি, সে অপরাধ ভোজপুরের ভাবী রাজা যদি করে থাকে, আমি তাকে নিজের হাতে খতম করব। খোল দরোজা।

বিল্ব। চাবি আমার কাছে নেই।

শিব। এর অর্থ আমি বুঝি। জীবনে আমি কখনও পরনারীর ছায়া স্পর্শ করি নি। আমার ছেলে হল লম্পট? মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ হয় তুমি আমার ছেলে কি না।

বিল্ব। বাবা,—

শিব। কোথায় সনাতনের স্ত্রী?

বিল্ব। বলব না।

শিব। চাবুক খেলেই বলবে। [পুনঃ পুনঃ কশাঘাত]

বিল্ব। বাবা! [পদধারণ] আমায় বিশ্বাস করুন।

শিব। বিশ্বাস করব? তুমি তোমার মায়ের কুড়িয়ে পাওয়া সন্তান। [পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

[বিল্বমঙ্গল উঠিয়া দাঁড়াইল, একটু ভাবিল, তারপর মদের বোতল আনিয়া নিঃশেষে পান করিল, তারপর বাহির হইয়া গেল।]

দ্বিতীয় দৃশ্য।

সনাতনের গৃহপ্রাঙ্গণ।

সনাতন ও খণ্ডগিরির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। এসব কি শুনছি সনাতন? লোকমুখাৎ শ্রবণ করতে করতে আমার যে কর্ণপটহ বিদীর্ণ হবার উপক্রম? তোমার পার্শ্ব-দেশ থেকে শ্রীমতী বধূমাতাকে বলপূর্ব্বক অপহরণ করে নিয়ে গেল? এ কি প্রকৃত ঘটনা?

সনাতন। হ্যাঁ মাতুল।

খণ্ডগিরি। কোন্ পাষণ্ড এ অপকীর্ত্তি করেছে, অবগত আছ? কি নাম তার?

সনাতন। কুমার বিল্বমঙ্গল।

খণ্ডগিরি। কি বিচিত্র! ঈদৃশ অধঃপতন হয়েছে এক ব্রাহ্মণ-তনয়ের? কিন্তু তুমি কেন তার অনুচরগণের এই অপকীর্ত্তি প্রতিরোধ কর নাই?

সনাতন। আপনিই বলেছিলেন, শাস্ত্রানুসারে কালরাত্রির অষ্ট-প্রহরের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে নেই।

খণ্ডগিরি। সে কথা যথার্থ। কিন্তু অভিশাপ দিতে ত বাধা ছিল না। কেন তুমি অভিশাপ দাও নাই মূঢ়? আমরা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আমাদের অভিশাপে হিমগিরি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত হয়ে যায়, আর নগণ্য এক রাজকুমার কি দগ্ধ হয়ে যেত না?

সনাতন। পরীক্ষা করি নি মাতুল। লম্পটের হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারি নি, উপবীত স্পর্শ করতেও আমার লজ্জা হল; আমি ছুটে গিয়ে মহারাজকে সব কথা জানিয়ে এসেছি।

খণ্ডগিরি। উত্তম কার্য্য করেছ। তুমি কি আশা কর যে মহারাজ তার পুত্রকে এই অপকর্ম্মের নিমিত্ত—ভুল বলা হল, নিমিত্ত নয়,—হেতু; এই অপকর্ম্মের হেতু নিজের আত্মজকে তিনি শাস্তিবিধান করবেন? তুমি বুদ্ধিহীন, তুমি কাপুরুষ।

মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। আপনি ত কাপুরুষ নন। আসুন দেখি আমাদের সঙ্গে। গ্রামের যুবকদের আমি খবর দিয়েছি, তারা লাঠি নিয়ে আসছে। আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে আমরা সেই পাষণ্ডকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেব।

খণ্ডগিরি। তুমি ভ্রান্ত।

মহানন্দ। ভ্রান্ত?

খণ্ডগিরি। যথার্থ। শক্তি-শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ; সুতরাং সম্মিলিত শক্তি অসম্ভব, সম্মিলিতা শক্তি বলতে হবে।

মহানন্দ। তাই বলব মশায়, তাই বলব। এখন আপনি আসুন। কতকাল আমরা এই লম্পটের পাশবিক অত্যাচার সহ্য করব?

খণ্ডগিরি। পাশবিক নয়, 'পাশব অত্যাচার'। পশুর উত্তর ষ্ণ প্রত্যয় হবে, ষ্ণিক প্রত্যয় নয়।

মহানন্দ। রাখুন আপনার ব্যাকারণ।

খণ্ডগিরি। কে এ অর্ব্বাচীন, ব্যাকরণকে বলে ব্যাকারণ? হা হতোস্মি! জাতির ধ্বংস সমাসন্ন।

অবগুণ্ঠিতা চিন্তামণি আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইল।

চিন্তামণি। আমি এসেছি।

সকলে। কে?

চিন্তামণি। আমি চিন্তামণি।

সনাতন। চিন্তামণি!

খণ্ডগিরি। নববধূ!

[সনাতন ও চিন্তামণি পরস্পরের দিকে ছুটিয়া গেল,
খণ্ডগিরি মাঝখানে দাঁড়াইল।]

খণ্ডগিরি। দূরম্ অপসর।

সনাতন। মামা,—

খণ্ডগিরি। স্পর্শ করো না।

চিন্তামণি। কালরাত্রি। [পিছাইয়া গেল]

মহানন্দ। রাখ তোমার কালরাত্রি। ওরে, তোরা উলু দে, শাঁখ বাজা। এই ঢাকি, এই ঢুলি, ব্যাটারা গেল কোথায় সব? বাজনা বাজা, বাজনা বাজা।

খণ্ডগিরি। ক্ষান্ত হও। কোথা হতে আগমন তোমার বধূমাতা?

চিন্তামণি। কুমার বিল্বমঙ্গলের বাগানবাড়ী থেকে।

মহানন্দ। থাক থাক, সে কথা পরে হবে। তুমি ঘরে চল।

খণ্ডগিরি। ক্ষান্ত হও। বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে?

চিন্তামণি। হয়েছে।

খণ্ডগিরি। তবে তুমি তার কাছেই প্রতিগমন কর। এ গৃহে তোমার স্থান হবে না।

সনাতন।
চিন্তামণি। } হবে না?
মহানন্দ।

খণ্ডগিরি। না। কুমার বিল্বমঙ্গলের রীতি প্রকৃতি আমরা সকলেই

অবগত আছি। তুমি যেহেতু তার উদ্যানবাটিকায় প্রবিষ্টা হয়েছিলে, অপিচ তোমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে, অতএব তুমি গ্রহণের অযোগ্যা।

চিন্তামণি। কেন? কি আমার অপরাধ? স্বামীর পাশ থেকে তারা আমায় ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, সে কি আমার দোষ? আমার রক্ষক যাঁরা, তাঁরা আমায় রক্ষা করতে পারেন নি, সে জন্য দণ্ড ভোগ করবেন তাঁরা, না আমি?

মহানন্দ। তুমি নও বৌঠাকরুণ। দণ্ড ভোগ করব আমরা। তোমার মাথায় যে লগুড়াঘাত করবে, তার মাথাটা আমি ছাতু করে ফেলব। সনাতন, চুপ করে দাঁড়িয়ে আছ কেন? হাত ধরে বউকে ঘরে নিয়ে যাও। ভাবছ কি? মুখখানার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ। এই অশ্রুসিক্ত পবিত্র মুখে কি কলঙ্কের পঙ্ক লাগতে পারে? যদি লেগেই থাকে, সে জন্য তুমিই দায়ী, তোমার স্ত্রী নয়।

সনাতন। সত্য। আমার অপরাধে তুমি কেন দণ্ড ভোগ করবে? এস চিন্তামণি,—

খণ্ডগিরি। না। দূরে অবস্থান কর।

সনাতন। মামা,—

খণ্ডগিরি। আমি শুধু মাতুল নই, ব্রাহ্মণ-কুলপতি। আমার বিধান, এ কন্যা পরিত্যাজ্যা।

মহানন্দ। আমরা মানব না তোমার বিধান। তুমি যাবে ত যাও, নইলে আমি তোমায় কুকুর লেলিয়ে দেব।

খণ্ডগিরি। স্তব্ধ হও অর্ব্বাচীন।

মহানন্দ। তুমি স্তব্ধ হও বৃদ্ধ শকুন।

সনাতন। মামা, তুমি নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

খণ্ডগিরি। নিষ্ফল অনুরোধ ; হিমগিরি টলতে পারে, কিন্তু কুলপতি খণ্ডগিরি টলে না। তুমি আমার ভাগিনেয়—পরম স্নেহাস্পদ ; তোমার বধূ আমার কন্যা সমতুল ; ভুল বললাম,—কন্যাসমতুলা। তথাপি বিন্দু-মাত্র করুণা প্রদর্শন আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যেহেতু সমাজ পুত্রকন্যা অপেক্ষাও গরীয়ান, এবং কর্ত্তব্য কঠোর হলেও অবশ্য পালনীয়। এ কন্যা স্পষ্টতঃ লম্পটমর্দ্দিতা, ভ্রষ্টা।

সকলে। ভ্রষ্টা!

চিন্তামণি। আমায় বিশ্বাস করুন, কুমার আমার ছায়াও স্পর্শ করতে পারেন নি। [পদধারণের উপক্রম]

খণ্ডগিরি। দূরম্ অপসর। পদস্পর্শ করো না।

মহানন্দ। উঠে এস বউঠাকরুণ। কেন কুকুর শেয়াল ছুঁয়ে অসময়ে স্নান করবে?

খণ্ডগিরি। এই অর্ব্বাচীনকে আমি ভস্মসাৎ করব।

মহানন্দ। ভস্ম আমি হয়েই গেছি। তুমি এখন বিদেয় হও, বউ ঘরে নিয়ে আমরা ঘটা করি।

খণ্ডগিরি। সাবধান সনাতন। এই নারীকে গ্রহণ করা দূরে থাক, যদি তুমি স্পর্শও কর, আমি তোমাকে জাতিচ্যুত করব। এ নারী ভ্রষ্টা, এ নারী গণিকা।

সকলে। গণিকা!

চিন্তামণি। অদৃষ্টে এও ছিল? মুখ ফিরিয়ে রইলে কেন স্বামি? বল, তোমারও কি এই কথা?

মহানন্দ। সনাতন,—তুমি মানুষ না পশু?

সনাতন। যাও চিন্তামণি, তুমি চলে যাও।

চিন্তামণি। কোথায় যাব বল। তুমি ত জান, পিতৃকুলে আমার কেউ নেই।

সনাতন। তুমি—তুমি বিল্বমঙ্গলের কাছেই চলে যাও। আমাকে ত্যাগ কর চিন্তামণি।

চিন্তামণি। তোমার মামার মত তুমিও কি বিশ্বাস কর যে আমি ভ্রষ্টা?

সনাতন। না।

মহানন্দ। তবু ওকে গ্রহণ করবে না?

সনাতন। আমার দুর্ভাগ্য চিন্তামণি। আমি জানি, এ আমার অন্যায়। তবু আমি নিরুপায়। ভগ্নী বিবাহযোগ্যা, কেউ তাকে নেবে না।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। বিপদের কথাই ত বটে। বিবাহিতা স্ত্রীকে ত্যাগ করা যায়, কিন্তু ভগ্নীর বিবাহ ত বাদ দেওয়া যায় না। ঘটা করে বিবাহ দাও, ঘটা করে বিবাহ দাও। বাজনা বাজবে, বাজি পুড়বে, উলুধ্বনি হবে, শঙ্খনাদ হবে, সব ছাপিয়ে যদি সেই হারিয়ে-যাওয়া পরের মেয়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস ওঠে, তাতে কি যায় আসে?

সনাতন। তুমি কে?

বিল্ব। এই দেশেরই মানুষ। পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম। দেখলাম বেশ তামাসা জমে উঠেছে, তাই দেখতে এলাম। ভগ্নীর বিয়েতে নেমন্তন্নটা যেন পাই দাদা।

সনাতন। যাও যাও, নিজের কাজে যাও।

বিল্ব। বউটা বসে বসে কাঁদছে দেখ। কাঁদলে কি হবে? মহাপুরুষ অন্যায় ত করতে পারবে না। যাও যাও, নদীতে ডুবে মর গে। স্বামী তোমায় নাই বা রক্ষে করলে, তাবলেই কি তুমি যার তার হাতে ধরা দেবে? বলি, বিষ খেয়ে সতী হলে না কেন?

মহানন্দ॥ তোমাকে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। কে তুমি?

বিল্ব। আমিই বিল্বমঙ্গল। আমি মাতাল দুশ্চরিত্র, কিন্তু মিথ্যা-বাদী নই। সনাতন গোস্বামি, তোমার স্ত্রীকে সত্যই আমার অনুচরেরা আমার বাগানবাড়ীতে নিয়ে এসেছিল, কিন্তু আমি তার ছায়াও স্পর্শ করি নি।

সনাতন। মহানন্দ—বেঁচে আছ তোমরা? যদি থাক, এইবার তার প্রমাণ দাও।

বিল্ব। তাই দাও, তাই দাও; তবু আমি দেখি যে তোমাদের পুরুষের রক্ত এখনও জমাট বেঁধে যায় নি। অপরাধ যা করেছি, আমিই করেছি, এর কোন অপরাধ নেই।

মহানন্দ। ওরে, তোরা আয়, পরম শত্রু আজ হাতের মুঠোয় এসে ধরা দিয়েছে।

[যষ্টিদ্বারা বিল্বমঙ্গলকে প্রহার। বিল্বমঙ্গলের কপাল ফাটিয়া রক্ত ঝরিল।]

চিন্তামণি। না-না-না, কুমারের কোন দোষ নেই। আমি জানি, ওগো আমি জানি। ওঃ—এ কি করলে তোমরা?

বিল্ব। ভালই করেছে। আমার কোন অভিযোগ নেই! মেরেছ, আরও মার, তবু ওকে ঘরে তুলে নাও।

সনাতন। না।

বিল্ব। অর্থ দেব, যত চাও; কার্পণ্য করব না।

সনাতন। অর্থে আমার প্রয়োজন নেই।

বিল্ব। আমি তোমাদের ক্রীতদাস হয়ে থাকব।

সনাতন। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, দাস আমার চাই না।

বিল্ব। তোমাদের পায়ের কাঁটা আমি দাঁত দিয়ে তুলে নেব।

সনাতন। তোমার মত লম্পট আমার পদস্পর্শ করার যোগ্য নয়।

বিল্ব। বেশ, আমি চলে যাচ্ছি। স্থানটা অপবিত্র হয়েছে, গোবরজল দিয়ে ধুয়ে দাও। এরপর লম্পট বিল্বমঙ্গলের অত্যাচারে তোমাদের চোখের ঘুম মুখের আহার যদি ঘুচে যায়, মনে করো সে দোষ বিল্বমঙ্গলের নয়, তোমাদের।

[প্রস্থান।

সনাতন। তুমিও যাও চিন্তামণি।

চিন্তামণি। যাচ্ছি। তুমি স্বামী, ইষ্টদেবতা, ইহপরকালের গুরু, তোমার আদেশ কি অমান্য করতে পারি? নরকেও স্থান হবে না। অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিবাহ করেছিলে, তাকে রক্ষা করতে পার নি, সে দোষ তোমার নয়, আমার। নশীথ রাত্রে যদি বুকের মধ্যে কারও কান্না শুনতে পাও, মনে করো, সে কান্না আমার নয়, সীতা সাবিত্রী দয়মন্তীর। তোমার চোখের উপরে তোমার স্ত্রী যদি আর একজনের কণ্ঠলগ্না হয়, মনে করো, সে তোমারই বিধান। যে আদর্শ বধূ হতে পারত, তুমিই তাকে করেছ গণিকা।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে শঙ্খনাদ]

সনাতন। বন্ধ কর্, ওরে অজ্ঞ, বন্ধ কর্ শঙ্খনাদ।

অশ্রুর প্রবেশ।

অশ্রু। কই দাদা, তোমার বউ কই?

সনাতন। চলে গেছে।

অশ্রু। চলে গেছে! [বরণ ডালা পড়িয়া গেল] কেন গেল দাদা?

সনাতন। আমি তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।

অশ্রু। তাড়িয়ে দিয়েছ! তুমি! কেন দাদা, কেন?

সনাতন। কুমার বিল্বমঙ্গলের অনুচরেরা তাকে পথ থেকে ধরে বাগানবাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। সে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

অশ্রু। আর তুমি তাকে গ্রহণ করলে না? কতদূর গেছে দাদা? যাও যাও, ফিরিয়ে আন। দেরী করো না, সর্ব্বনাশ হবে; হয় ত সে নদীতে ডুবে মরবে।

সনাতন। অশ্রু!

অশ্রু। তুমি ত জান, তার পিতৃকুলে কেউ নেই। মামা আর তাকে নেবে না। তোমার ঘর ছাড়া আর তার একমাত্র আশ্রয় নদীর তলায়।

সনাতন। আর একটা আশ্রয় আছে অশ্রু; আমি তাকে বিল্ব-মঙ্গলের কাছে যেতে বলেছি।

অশ্রু। দাদা!—একথা তুমি বলতে পারলে?

সনাতন। কি করব বল। তোমার বাবারই এই বিধান।

অশ্রু। বাবা এসেছিলেন? তিনি বুঝি তাঁর ভাগ্নেকে বললেন যে তোমারই দোষে যে এক মুহূর্ত্তের জন্য পরের ঘরে পা দিয়েছে, তার ধর্ম্ম রসাতলে গেছে,—তাকে গ্রহণ করলে সমাজ তোমাকে

একঘরে করবে? তিনি বললেন, আর তুমি সুবোধ বালকের মত নিজের বউকে পরের ঘরে পাঠিয়ে দিলে? বিয়ের মন্ত্রটা কি তুমি পড়েছিলে, না তোমার মামা পড়েছিল? পরলোকে এই মহাপাপের দণ্ড একা তুমি ভোগ করবে, না তোমার মামা তার অংশ নেবেন?

সনাতন। ভেতরে যাও ভগ্নি।

অশ্রু। না যাব না, তোমার ঘরে আর আমি জল গ্রহণও করব না। চিরদিন তোমরা নারীজাতের উপর এমনি করে অপমানের ছিন্ন পাদুকা নিক্ষেপ করে এসেছ। যত আমরা সহ্য করেছি, ততই তোমরা দুর্ব্বার হয়ে উঠেছ। সোনার হরিণ দেখে তোমরা আমাদের একা ঘরে ফেলে চলে যাবে, সেই সুযোগে রাবণ যদি আমাদের টেনে নিয়ে যায়, সে দোষ কার? কেন তার জন্য আমাদের অগ্নিপরীক্ষা দিতে হবে? প্রজারা যদি বিনাদোষে আমাদের কুৎসা রটনা করে, রাজার বিচারে কেন হবে আমাদের নির্ব্বাসন? নারী বলে কি আমরা মানুষ নই? যুধিষ্ঠির পাশাখেলায় হেরে যাবে, আর দ্রৌপদী হবে দুর্য্যোধনের দাসী?

সনাতন। তোমার সব কথা সত্য দিদি। কিন্তু আমি নিরুপায়।

অশ্রু। কেন নিরুপায়? তুমি ত নারী নও, শক্তিমান্ পুরুষ। করুক তোমাকে একঘরে। স্ত্রীর জন্যে সমাজটাকে ত্যাগ করতে পারবে না? তবে অগ্নি—নারায়ণশিলা সাক্ষী রেখে তার হাত ধরেছিলে কেন? যাও যাও, তাকে ফিরিয়ে আন।

সনাতন। তা হয় না। মামা বলেছেন, সে ভ্রষ্টা।

অশ্রু। গায়ে ধূলো লেগেছে? বিশ্বাস কর তুমি? আমি করি না দাদা। যদি লেগেই থাকে, তুমি তা ঝেড়ে মুছে দিতে পারবে

না? তুমি যে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তোমাকে নিয়ে যে আমাদের বড় অহঙ্কার দাদা। কি করলে তবে এতদিন? শুধুই কি পুঁথি পড়েছ, মানুষের প্রাণের শাস্ত্র পড় নি? বিনা অপরাধে সাধ্বী স্ত্রীকে তুমি পাপের পঙ্কে নামিয়ে দিলে? আর একটা মানুষ, যাকে কুপথ থেকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে আমি বুকের রক্তে পাথরের ঠাকুরকে স্নান করিয়ে দিলাম, তাকে তুমি ফিরে আসতে দিলে না?

সনাতন। বিল্বমঙ্গলের কথা তুমি ভুলে যাও অশ্রু।

অশ্রু। আমি ত পুরুষ নই দাদা, বুদ্ধিহীনা নারী। একটা মন দুজনকে দিতে জানি না।

[প্রস্থান।

সনাতন। সত্যই কি এ অন্যায়? না না, এ ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। নারীর চেয়ে ধর্ম্ম অনেক বড়।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

খণ্ডগিরির বাড়ী।

খণ্ডগিরির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। ব্রাহ্মণি, অয়ি ব্রাহ্মণি,—

চণ্ডমণির প্রবেশ।

চণ্ড। কি বলছ?

খণ্ডগিরি। তোমার কন্যা কি গৃহে প্রত্যাগমন করেছে?

চণ্ড। কেন পিত্তি গরম করবে?

খণ্ডগিরি। তুমি ভ্রান্ত।

চণ্ড। কি বললে?

খণ্ডগিরি। ভুল বলেছি, তুমি ভ্রান্তা।

চণ্ড। খবরদার, যা তা বলো না বলছি। আমি ভ্যারেণ্ডা?

খণ্ডগিরি। আঃ—তুমি অতিশয় অর্ব্বাচীন!

চণ্ড। কি বললে?—"অতিসার হলে বাঁচি না?" যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? কিছু বলি না বলে বড্ড বাড় বেড়েছে?

খণ্ডগিরি। আরে তুষ্ণীম্ভব।

চণ্ড। ভব কি করবে? আমার সোয়ামীকে আমি কেটে দু-খানা করব, তাতে ভবর বাবার কি? বলি তুমি ভেবেছ কি? সনাতনের বউকে তুমি ঘরে তুলতে দাও নি?

খণ্ডগিরি। কি প্রকারে দিতে পারি? সে পরস্পৃষ্টা, লম্পট-বিমর্দ্দিতা ভ্রষ্টা।

চণ্ড। ভেষ্টা তুমি, তোমার বাপ ঠাকুর্দ্দা চৌদ্দপুরুষ ভেষ্টা।

খণ্ডগিরি। ভ্রষ্টা না বলে ভ্রষ্ট বল। পুংলিঙ্গ যে।

চণ্ড। তোমার মৎলবখানাটা কি? কোথায় গেছে সে বউ?

খণ্ডগিরি। আমি তাকে বিল্বমঙ্গল-সকাশে প্রতিগমন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছি।

চণ্ড। তার মানে? দুদিন বাদে যে জামাই হবে, তার ঘরে একটা সোমত্ত মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছ? তোমার মরণ হবে কবে? এত যে শেতলাকে ডাকছি, তবু কি তোমায় চোখে দেখে না? যেখানে যাবে, সেখানেই একটা অঘটন ঘটিয়ে আসবে? একেই রাজার ছেলের মন না মতি, তার উপর অমন একটা

আগুনের গোলা—আঃ, কি যে করি আমি? বাহাত্তুরে মিনসের ঘটে কি এতটুকু বুদ্ধি নেই গা?

খণ্ডগিরি। তুমি আমার প্রতি ঈদৃশী গঞ্জনা বর্ষণ কচ্ছ কেন?

চণ্ড। তুমি কেন সনাতনের ঘর ভেঙ্গে এলে?

খণ্ডগিরি। ঘর ত আমি ভঙ্গ করি নাই, উপরন্তু ভগ্নপ্রায় গৃহ রক্ষা করেছি।

চণ্ড। তোমার পিণ্ডি চটকেছ। বলি, তুমি যে বিল্বমঙ্গলের বাগানবাড়ীতে মেয়েটাকে ঢুকিয়ে দিয়ে এলে, এর পরে সে ছেলে আর ঘরবাসী হবে?

খণ্ডগিরি। বিল্বমঙ্গলের আশা তুমি পরিত্যাগ কর ব্রাহ্মণি। মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন,—বিল্বমঙ্গল তোমার কন্যাকে গ্রহণ করবে না।

চণ্ড। কেন করবে? সে পথে ত তুমিই কাঁটা দিয়ে এসেছ। এত বড় বুকের পাটা তোমার, তুমি গাঁয়ের ছেলেদের দিয়ে রাজ-কুমারের মাথা ফাটিয়ে এসেছ?

খণ্ডগিরি। মৎপ্রতি এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

চণ্ড। পিত্তিহীন! আমার পিত্তি নেই, পিত্তি আছে তোমার?

খণ্ডগিরি। পিত্তি নহে, ভিত্তি। আমি তারস্বরে ঘোষণা কচ্ছি, এ সত্যের অপলাপ।

চণ্ড। প্রলাপ আমি বকছি না তুমি বকছ? কেন তোমার এ মতিচ্ছন্ন হল? এর পর কে তোমার মেয়েকে ঘরে নেবে?

খণ্ডগিরি। আমি উহাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করব।

চণ্ড। তোমার গুষ্টীর আমসত্ব করবে।

খণ্ডগিরি। গোষ্ঠীর কখনও আমসত্ত্ব হতে পারে? তোমার ব্যাকরণ বোধ অত্যন্ত অল্প।

চণ্ড। তোমার ব্যাকারণ নিয়ে তুমি উচ্ছন্ন যাও।

খণ্ডগিরি। ব্যাকারণ কে বললে? ব্যা-ক-র-ণ।

চণ্ড। তোমার পিণ্ডিকরণ মড়িপোড়া মিনসে। তোমাকে যে আমি কি করব, তাই ভেবে উঠতে পাচ্ছি না। মেয়েটার এমন সর্ব্বনাশ তুমি করে এলে? দশ বছর আগে রাণী মেয়েটাকে আশীর্ব্বাদ করে রেখেছেন, আর তুমি মোড়লী করে সব বানচাল করে দিয়ে এলে?

খণ্ডগিরি। প্রিয়ে, তুমি নিরাশ হয়ো না।

চণ্ড। এত বড় সম্বন্ধটা ভেঙ্গে গেল, তবু আমি নৈরাশ হব না?

খণ্ডগিরি। নৈরাশ নয়, নিরাশ। স্থির হয়ে, যা বলছি,—শ্রবণ কর।

চণ্ড। কি ছেরবণ করব।

খণ্ডগিরি। ছেরবণ কে বললে? শ্রবণ কর। মহারাজ অণুকম্পা করে আশ্বাস দিয়েছেন—

চণ্ড। মহারাজের কম্পজ্বরে শ্বাস উঠবে না ত উঠবে কার?

খণ্ডগিরি। যাও যাও, বিদ্যাহীনা নির্ব্বোধা রমণী। রন্ধনশালায় গমন কর।

চণ্ড। তোমার পিণ্ডি আর আমি রাঁধব মনে করেছ? ছাই খাওয়াব তোমাকে।

খণ্ডগিরি। ক্রোধ সংবরণ করে অগ্রে আমার বক্তব্য শ্রবণ কর। মহারাজ আশ্বাস দিয়েছেন, বিল্বমঙ্গল অপেক্ষা যোগ্যতর পাত্রের সহিত তিনি অশ্রুমতীর বিবাহ দেবেন, এবং সমস্ত ব্যয়ভার তিনিই বহন করবেন।

চণ্ড। বাহন ত করবেন,—

খণ্ডগিরি। বাহন নয়, বহন বল। তুমি আমার কর্ণপটহ বিদীর্ণ না করে ক্ষান্ত হবে না।

চণ্ড। তা যেন হল। কিন্তুন্—

খণ্ডগিরি। আবার 'কিন্তুন্'? হে ঈশ্বর, আমাকে রক্ষা কর।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কি হয়েছে বাবা?

খণ্ডগিরি। এই যে কন্যা, তুমি যথাসময়েই আগমন করেছ। শ্রবণ কর। মহারাজ সংবাদ পাঠিয়েছেন যে বিল্বমঙ্গলের সহিত তোমার বিবাহ হবে না।

অশ্রু। হবে না?

খণ্ডগিরি। সে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করেছে।

চণ্ড। করবে না? তুমি হতভাগা মিনসে তার বাগানবাড়ীতে একটা মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়ে এলে?

খণ্ডগিরি। অসত্য উচ্চারণ করো না।

চণ্ড। অসভ্য আমি? তুমি সনাতনের বৌকে ঘরছাড়া কর নি?

অশ্রু। কেন বাবা? কি অপরাধ করেছিল সে? কেন তুমি তাকে ঘরে তুলতে দিলে না? তোমরা তাকে দস্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারলে না, সে কি তার দোষ? এমনি করে কত হাজার হাজার হিন্দু-নরনারীকে ঘরছাড়া করে তোমরা বিধর্ম্মীর আশ্রয়ে ঠেলে দিয়েছ, হিসেব রেখেছ তার? বিদ্যার অহঙ্কারে, শক্তির উন্মাদনায়, পূর্ব্বপুরুষের দেওয়া যজ্ঞসূত্রের দোহাই দিয়ে যা খুশী তাই তোমরা করবে, আর এই অনড় অথর্ব্ব গলিতনখদন্ত সমাজ চিরদিন তাই মেনে নেবে? এর কি কোন প্রতিকার নেই।

খণ্ডগিরি। শাস্ত্রের গুহ্য তত্ত্ব তুমি অনুধাবন করতে পারবে না কন্যা। তোমাকে যা বলছি শ্রবণ কর। বিল্বমঙ্গলের কথা তুমি বিস্মৃত হও।

অশ্রু। বাবা!

খণ্ডগিরি। তার চেয়ে যোগ্যতর পাত্রের সঙ্গে তোমার পরিণয় হবে, তুমি প্রস্তুত হও।

অশ্রু। তোমারও কি এই কথা মা?

চণ্ড। আর উপায় কি বল্।

অশ্রু। কিন্তু তোমরা যে বাগদান করেছ। মহারাণীর দেওয়া এই আশীর্ব্বাদী হার যে আমি গলায় পরেছি বাবা।

খণ্ডগিরি। এ তোমার ভ্রম।

অশ্রু। ভ্রম!

খণ্ডগিরি। ভ্রম বই কি? আশীর্ব্বাদী হার কি করে হতে পারে? তুমি বরং আশীর্ব্বাদক হার বলতে পার।

চণ্ড। আবার ব্যাকারণের কচকচি?

খণ্ডগিরি। আবার তুমি ব্যাকারণ বলছ? আমি তোমাকে অভিশম্পাত করব।

চণ্ড। আমি তোমাকে আস্ত চিবিয়ে খাব। মেয়ে আমার, আমি তাকে দুচারিণী হতে দেব না।

খণ্ডগিরি। বল, যত পার ভুল বল, আমি আর প্রতিবাদ করব না। কিন্তু আমার কন্যাকে আমি বিল্বমঙ্গলের হস্তে সমর্পণ করব না।

অশ্রু। তাহলে আর আমার বিবাহে কাজ নেই বাবা।

খণ্ডগিরি। কি বলছ তুমি কন্যা? অনূঢ়া থাকবে?

অশ্রু। উপায় নেই বাবা। দশ বছর আগে তোমরা আমাকে যার নামে উৎসর্গ করেছ, আজ খেয়ালের বশে তোমরা তাকে বর্জ্জন করতে পার, কিন্তু আমি তা পারি না বাবা। আমি হিন্দুর মেয়ে, একবার যাকে স্বামী বলে মনে মনে গ্রহণ করেছি, তোমাদের কারও কথায় আমি তাকে ত্যাগ করব না।

খণ্ডগিরি। কিন্তু সে নিজেও ত অসম্মতি জানিয়েছে।

অশ্রু। তার ধর্ম্ম তিনি বুঝবেন, আমার ধর্ম্ম আমি জানি।

খণ্ডগিরি। কিন্তু সে লম্পট দুশ্চরিত্র—

অশ্রু। সে জন্য তুমি কম দায়ী নও। যে অপরাধ তুমি করেছ, আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করব। দেবতা কি প্রসন্ন হবেন না? বুকের রক্ত ঢেলে দিলেও কি এ মালিন্য ধৌত হবে না?

চণ্ড। হবে মা, হবে। ভাল করে ঠাকুরকে ডাক, নিশ্চয়ই তিনি মুখ তুলে চাইবেন। তা যদি না হয়, তাহলে ঠাকুরেরই একদিন, কি আমারই একদিন। অভক্তি কচ্ছি নে,—কিন্তু আমার মেয়ের যদি গতি না হয়, খেংরে ঠাকুরের বিষ ঝেড়ে দেব। চিনিয়ে দেব চণ্ডমণি কেমন বাপের বেটী।

[প্রস্থান।

খণ্ডগিরি। গেল গেল, সর্ব্বনাশ হল। ব্রাহ্মণী বোধ হয় সম্মার্জ্জনী নিয়ে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলে। রক্ষ, রক্ষ "হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে।"

[প্রস্থান।

অশ্রু। কখনও তোমায় দেখি নি। তবু মনে হচ্ছে, লোকে তোমায় যা বলে, তুমি তা নও। ধূলো যদি কিছু লেগে থাকে, আমি কি চোখের জলে ধুয়ে দিতে পারব না?

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। পারবে।

অশ্রু। কে? রাখাল? কি বলছিস্ তুই?

রাখাল। বলছি তুমি পারবে।

অশ্রু। কি পারব?

রাখাল। যা তুমি ভাবছ।

অশ্রু। কি ভাবছি হতভাগা?

রাখাল। হেঃ হেঃ।

অশ্রু। দাঁত বার করলি যে? মারব এক চড়। চাকর চাকরের মত থাকবি, মনিবের কথায় তোর দরকার কি? গরুটাকে ঘাস দিয়েছিস্?

রাখাল। বাবাঠাকুর দেবে এখন।

অশ্রু। বাসন মেজেছিস্?

রাখাল। পুরুষ মানুষ বাসন মাজলে ভাল দেখায় না। ওসব তোমরা মেজে নিও।

অশ্রু। তবে তুই করলি কি? জল তুলেছিস্?

রাখাল। ও আমি পারব না।

অশ্রু। পারবি না ত তুই আছিস্ কেন?

রাখাল। তোমার বিয়ে না দেখে যাব কি করে?

অশ্রু। আমার বিয়ে!

রাখাল। আকাশ থেকে পড়লে কেন? বিয়ে তোমার ঠিক হয়ে আছে।

অশ্রু। সেই আশায় পেট ধুয়ে বসে থাক। সে আমায় বিয়ে করবে না।

রাখাল। তার বাবা বিয়ে করবে।

অশ্রু। বেরিয়ে যা অসভ্য।

রাখাল। তবে একটা কথা।

অশ্রু। কি কথা তোর?

রাখাল। কথাটা হচ্ছে, তুমি যার জন্যে পাগল—

অশ্রু। কার জন্যে পাগল আমি পাজী ছেলে?

রাখাল। বি-বি-বিল্বমঙ্গলের জন্যে। তেড়ে আসছ কেন? তাকে বিয়ে না করাই ভাল। সে পাজী, ছোটলোক, লম্পট্।

অশ্রু। রাখাল! খবরদার, তাঁর নিন্দা আমার কাছে করো না। তিনি যাই হন, আমার কাছে দেবতা।

রাখাল। সত্যি? তবে আর ভয় নেই। সে তোমাকে না চাইলেও তুমি তাকে ভুলো না দিদি। ওই যে তোমাদের পাথরের ঠাকুর, ওকে ভাল করে চেপে ধর। দেখবে তোমার চোখের জলে সব ধূলোকাদা গলে জল হয়ে যাবে, পাথরের মধ্যে দেবতার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে।

অশ্রু। কে বলেছে একথা?

রাখাল। ওই যে গো গাছতলায় বসে বাবাজী গাইছিল। আমি তাই শুনে এক ছুটে তোমার কাছে এসেছি। তুমি যাও না, নিজে গিয়ে শুনে এস। তোমার কোন ভয় নেই দিদি। বাবাজী বলছিল,—ঠাকুরের কাছে যে যাকে মনে প্রাণে চায়, সে তাকে ঠিক পায়।

অশ্রু। এ কি সত্য? ঠাকুরকে এক মনে ডাকলে তিনি আমার বাসনা পূরণ করবেন? পাথরে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হবে? পশুর মধ্যে দেবতার আবির্ভাব হবে? কিন্তু কোন্ ভাষায় তাকে ডাকতে হয়, আমি ত জানি না।

গীতকণ্ঠে গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দদাস। **গীত।**

শুধু অশ্রু দেবতার পায়!
হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ বলে মাথা লোটা পা'র ধূলায়।
যে ভাষাতে তরু শাখে গান গেয়ে তায় পাখী ডাকে,
যে ভাষাতে অবোধ শিশু মায়ের কাছে অন্ন চায়,
সেই ভাষাতে ডাক না তারে,
কাজ কি মিছে উপচারে,
আসবে নেমে স্বর্গ মা তোর ভাঙ্গা ঘরের আঙিনায়।

[প্রস্থান।

অশ্রু। মনোবাসনা পূর্ণ কর, হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

শিবশঙ্করের প্রাসাদ।

শিবশঙ্কর ও সনাতনের প্রবেশ।

শিব। কি চাই এখানে?

সনাতন। আজ্ঞে রাজাবাহাদুর,—

শিব। আজ্ঞে থাক। অনাবশ্যক বিনয় আমি ভালবাসি না। পাণ্ডিত্যের অভিমানে নিজের স্ত্রীকে ঘরে নিতে পারলে না, এত বড় উঁচু মাথা যেখানে সেখানে নত হবে কেন?

সনাতন। আপনি দেশের রাজা,—

শিব। রাজার প্রাপ্য খাজনা; তোমার তা বাকি নেই; তোষামোদেরও প্রয়োজন নেই। কি বলতে এসেছ বল। রাণী অসুস্থ, অবান্তর কথা শোনবার আমার সময় নেই।

সনাতন। রাজাবাহাদুর, আমার সর্ব্বনাশ আসন্ন!

শিব। সর্ব্বনাশ এখনও বাকি আছে তোমার? আমি ভেবেছিলাম,—এতদিনে বজ্রাঘাতে তুমি ছাই হয়ে গেছ। শিষ্যবাড়ীর ঘি দুগ্ধ খেয়ে বেড়ে উঠেছ কি না, তারই জোরে এখনও বেঁচে আছ।

সনাতন। আপনি এসব কি বলছেন?

শিব। কি বলতে এসেছ, বলে বিদেয় হও।

সনাতন। রাজাবাহাদুর, আপনি আমাদের পিতামাতা।

শিব। তারপর থেকে বল।

সনাতন। আপনি আমাদের রক্ষা না করলে আমাদের ধ্বংস কেউ রোধ করতে পারবে না।

শিব। সে কথা সবার মুখেই অহরহঃ শুনতে পাই, তোমার মুখে না শুনলেও চলবে।

সনাতন। রাজাবাহাদুর, সত্যই কি আমাকে বাস্তুত্যাগ করে পথে এসে দাঁড়াতে হবে?

শিব। কেন?

সনাতন। আমার উপর হুকুম হয়েছে, তিনদিনের মধ্যে আমাকে বাড়ী ছেড়ে দিতে হবে, নইলে আমাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দেবে।

শিব। কে হুকুম দিয়েছে?

সনাতন। সেই গণিকা।

শিব। কোন্ গণিকা?

সনাতন। তার নাম আমি উচ্চারণ করব না। সে কুমার-বাহাদুরের—

শিব। চিন্তামণির কথা বলছ? তার নাম উচ্চারণ করলে তোমার মহাপাপ হয়, না? তা ত হবেই। নারায়ণ সাক্ষী করে বিবাহ করেছিলে কি না। যারা তোমার স্ত্রীকে তোমার চোখের উপর থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তাদের মাথায় কটা লাঠির ঘা মেরেছিলে?

সনাতন। কি করে মারব রাজাবাহাদুর? তারা আপনার ছেলের অনুচর।

শিব। আমার ছেলে তোমার গলা টিপে ধরলেও তুমি তাকে ক্ষমা করবে, এ কথা ত আমি বলি নি। সে ত শুনেছি তোমার বাড়ীতেও গিয়েছিল। তার মাথাটা কেটে আমার কাছে নিয়ে এলে না কেন? আমি তোমাকে মাথার ওজনে সোনা দিতাম। শিবশঙ্কর রায়কে তোমরা জান না?

সনাতন। জানি বলেই আপনার কাছে এসেছি। আমায় রক্ষা করুন রাজাবাহাদুর।

শিব। কি করে রক্ষা করব? কর্ম্মদেবীর ওপারে বামুনগাঁয়ের অর্দ্ধেক আমার, আর অর্দ্ধেক তার মাতুল সম্পত্তি। বুঝতে পাচ্ছি, সে তার সম্পত্তি সেই বালিকাকে দান করেছে। অদৃষ্টের পরিহাস সনাতন,—তুমি আজ তারই প্রজা, যাকে তুমি কুকুরের মত ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সে যদি তোমায় চাল কেটে তুলে দেয়, রাজা শিবশঙ্কর তোমার সঙ্গে আর্ত্তনাদ করতে পারবে, আর কিছুই

তার করবার নেই। যদি পার, সবাই একজোট হয়ে কুমার বাহাদুরের বাগানবাড়ী ধূলিসাৎ করে দাও, প্রয়োজন হয় সেই কুলাঙ্গারকে কেটে দশখানা করে কর্ম্মদেবীর জলে ভাসিয়ে দাও।

সনাতন। কাকে নিয়ে একজোট হব রাজাবাহাদুর? যারা কুমার-বাহাদুরের মাথা ফাটিয়েছিল,—তাদের ঘরবাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শিব। তোমারও তাই হবে। যদি ভাল চাও, এখনও পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর, স্ত্রীকে আদর করে ঘরে নিয়ে যাও।

সনাতন। আপনি বলেন কি? একটা কুলটাকে নিয়ে আমি ঘর করব?

শিব। কুলটা সে ছিল না, তুমিই তাকে কুলটা সাজিয়েছ। তাকে নিয়ে তুমি ঘর করবে না ত করবে কে?

সনাতন। তারপর সবাই যখন আমাকে ত্যাগ করবে?

শিব। রাজা শিবশঙ্কর তোমাকে বুকে তুলে নেবে।

সনাতন। তা হয় না। আমি মরব, তবু সমাজ ত্যাগ করব না।

[প্রস্থান।

শিব। সমাজ! অথর্ব্ব ক্লীব নিকৃষ্ট সমাজ; শুধু শাসন করতে জানে, সোহাগ করতে শেখে নি।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। কাকা,—

শিব। গিয়েছিলে?

মধু। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিব। এসেছে?

মধু। না।

শিব। তুমি বলেছিলে যে তার মা পীড়িত, শয্যাগত?

মধু। বলেছি বই কি? কি উত্তর দিলে জানেন? বললে,—বাপ মা মরুক, আমার সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। শ্রাদ্ধের সময় খবর দিও, নিমন্ত্রণ খেয়ে আসব।

শিব। এই কথা সে সোজা দাঁড়িয়ে বললে?

মধু। দাঁড়াবার শক্তি কি তার আছে? আমি যখন তাকে দেখলাম, তখন সে বসে বসে মদ খাচ্ছিল।

শিব। তুমি নিজের চোখে দেখলে?

মধু। দেখে বললুম,—রাজা শিবশঙ্করের ছেলে হয়ে তুমি মদ খেয়ে মাতলামি কচ্ছ! বললে,—"বেরো শালা, শিবশঙ্করের মাথায় আমি পয়জার মারি।"

শিব। মধুমঙ্গল!'

মধু। আমি তার পাদুটো জড়িয়ে ধরে বললুম,—অমন কথা বলতে নেই দাদা। পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম্ম। অমনি উত্তর দিলে,—অমন অসভ্য জানোয়ারকে আমি পিতা বলে স্বীকার করি না। পিতা মাতা ভাই আমার কেউ নেই। আমার একমাত্র আপনজন ওই চিন্তামণি। তার কথা শুনে সেই বেশ্যাটা খিল খিল করে হেসে উঠল। আমার ইচ্ছে হল, এক লাথিতে তার বত্রিশটা দাঁত—

শিব। থামো। প্রগলভতার মাত্রা ছাড়িও না। তাহলে সে আসবে না?

মধু। আসবার শক্তিও নেই, ইচ্ছেও নেই। সেই বেশ্যাটা—

শিব। মধুমঙ্গল!

মধু। সেই ভদ্রমহিলা দাদাকে একমুহূর্ত্ত চোখের আড়াল হতে দেয় না। দাদা তার নিজস্ব সম্পত্তি সব তার নামে লিখে দিয়েছে।

শিব। তোমার কি তাতে কষ্ট হচ্ছে?

মধু। তা কেন হবে? শুনলুম সম্পত্তি হাতে পেয়েই সে প্রজাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। সনাতন পণ্ডিতকে মেরে ঠাণ্ডা করে দিয়েছে, লোকটা শুনেছি মরমর।

শিব। তুমি অনেক কথাই শোন, যা সত্য নয়।

মধু। আমি দাদাকে বললুম,—এ সময় যদি তুমি না যাও, মহারাজ তোমায় তাঁর সম্পত্তির কাণাকড়িও দেবেন না। বলে,—যা-যাঃ, তোর মহারাজের সম্পত্তিতে আমি পদাঘাত করি।

শিব। বটে!

মধু। আপনি বলেই অমন অকাল-কুষ্মাণ্ড ছেলের মুখ দেখতে চান।

শিব। কে বলেছে মুখ দেখতে চাই। এ শুধু তার মার অনুরোধ। দেখতে পাচ্ছ না, পুত্রশোকে তার প্রাণ ওষ্ঠাগত? শুধু তারই জন্যে। নইলে এতদিনে আমি সেই কুলাঙ্গারকে তারই বাগান-বাড়ীতে জ্যান্ত কবর দিতাম।

মধু। দেওয়াই উচিত।

শিব। কাজটা বড় সহজ, না?

মধু। যার জন্যে বংশের মান গেল,—

শিব। সত্য মধুমঙ্গল, শিবশঙ্কর রায়ের উঁচু মাথা আর কেউ কোনদিন নোয়াতে পারে নি, নুইয়ে দিলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে তারই একমাত্র পুত্র। কত যত্ন করে লেখাপড়া শিখিয়েছিলাম। কণ্ঠে ছিল তার সরস্বতী। সব নিষ্ফল হয়ে গেল? ভুলে গেল যে সে ব্রাহ্মণ, ভুলে গেল যে সে ভোজপুরের বিখ্যাত রায় বংশের ছেলে?

মধু। তাই না হয় কাশীগয়াবৃন্দাবনে যা। আপনারই চোখের উপর—

শিব। তবু আশা হাত ধরে টানে। মনে হয়, এ দিন থাকবে না, এ মেঘের ঘনঘটা বাতাসে উড়ে যাবে।

মধু। আমি কিন্তু কোন আশা দেখছি না। বামুনের ছেলে যে এমন নরকে যেতে পারে, এর আগে কেউ তা চোখেও দেখে নি। গাঁয়ের লোকেরা কি গালাগালটাই দিচ্ছে! তাকে ত বটেই, আপনাকেও। বলে,—বাপটাই কি কম? এমন ছেলেকে ত্যাজ্য-পুত্র করতে পারে না?

শিব। তাই করব। উপায় নেই। আমার নামের সঙ্গে কেউ যেন আর তার নাম উচ্চারণ করতে না পারে। যাও, রাণীকে বল গে,—পুত্রের আশা সে যেন আর কোনদিন না করে।

মধু। আজ্ঞে, রাণীমাকে বলেছি।

শিব। শুনে কি বললে?

মধু। কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিলেন; তারপর দুজন দাসীকে সঙ্গে নিয়ে পাল্কী চড়ে ছেলেকে আনতে চলে গেলেন।

শিব। বল কি তুমি? যার ওঠবার শক্তি নেই, সে পাল্কী চড়ে চলে গেল, আর তুমি চেয়ে চেয়ে দেখলে? কেন তাকে জোর করে ধরে রাখলে না? আমাকে সংবাদ দিলে না কেন? এত বড় বাড়ীটায় কি আমার এমন আত্মীয় কেউ ছিল না যে তাকে নিরস্ত করে?

মধু। আজ্ঞে আমি তাঁকে ফেরাবার জন্যে—

শিব। তোমাকে আমি কশাঘাত করব। অপদার্থ অকর্ম্মণ্য

বাচাল। যদি ভাল চাও, এই মুহূর্ত্তে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এস।

নাগার্জ্জুনের প্রবেশ।

নাগার্জ্জুন। আরে ও ব্যাটা গিয়ে কি করবে? তুমি নিজে ছুটে যাও। এতক্ষণ আছে কি নেই, জানি নে। আমি তাকে আমার ঘরে শুইয়ে রেখে বৈদ্যকে খবর দিয়েই তোমার কাছে ছুটে এসেছি।

শিব। কি হয়েছে নাগার্জ্জুন?

নাগার্জ্জুন। হয়েছে তোমার মাথা, আর এ ব্যাটার মুণ্ডু। পাল্কী থেকে নেমে বজরায় উঠতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে। আমি সবে ওপার থেকে এসে নেমেছি। দাসী চাকর বরকন্দাজগুলোকে বললুম,—শীগগির আমায় বাড়ীতে নিয়ে চল। নাড়ী দেখলুম, আছে কি নেই, বোঝা গেল না। শীগগির যাও শিবশঙ্কর। বদ্যি ব্যাটা ঠাকুরপূজোয় বসেছে, আমি তাকে নিয়ে এখনি যাচ্ছি।

শিব। আমি যাচ্ছি নাগার্জ্জুন। যদি তার মৃত্যুই হয়, রাজবাড়ীর এই আত্মসর্ব্বস্ব কুপোষ্যগুলোকে আমি কর্ম্মদেবীর জলে ডুবিয়ে মারব।

[প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। হ্যাঁরে, এ ছোঁড়া,—

মধু। কি?

নাগার্জ্জুন। রাণীর কাছে খুব ঘটা করে ছেলের কথা লাগিয়েছিলি বুঝি? ছেলে মদ খেয়ে নর্দ্দামায় গড়াগড়ি যায়, পরের বউকে নিয়ে ঢলাঢলি করে, বাপমার কথা ভুলেও মুখে আনে না,—এসব বলিস নি?

মধু। আমি কেন বলতে যাব? আমার কি দরকার?

নাগার্জ্জুন। তোরই ত দরকার। রাণী বেঁচে থাকতে রাজার ত

সাধ্য নেই ছেলেকে ত্যাগ করে। তাহলেই ত তোর আশায় ছাই পড়ল। সেই জন্যেই কি রাণীকে তুই পাল্কীতে তুলে দিয়েছিলি?

মধু। যা তা বলবেন না বলছি। আমার রাগের শরীর।

নাগার্জ্জুন। রাগের শরীর আমারও। তুই মনে করেছিস, ডুবে ডুবে জল খাবি, আর শিবের বাবাও জানতে পারবে না। তোর বাপকে দশবার ঘোল খাইয়েছিলাম, তোকে বিশবার ঘোল খাওয়াব আমি। তুই ভেবেছিস্ কি? সবাইকে যমের বাড়ী চালান করে দিয়ে রাজ্যিটা দশহাতে ভোগ করবি?

মধু। বাজে কথা বললে ভাল হবে না ঠাকুর।

নাগার্জ্জুন। বাজে কথা? বিল্বমঙ্গল ত এ রকম ছিল না। কে তার হাতে প্রথম মদের বোতল তুলে দিয়েছিল?

মধু। আমি তার কি জানি বুড়ো?

নাগার্জ্জুন। তুই-ই ত জানিস্। সনাতনের বউয়ের খবর তুই হারামজাদাই ত তার সাঙ্গোপাঙ্গদের কাণে তুলে দিয়েছিস্।

মধু। মিছে কথা বলো না ঠাকুর। তুমি, পুরোত পূজো করবে, চালকলা বেঁধে নিয়ে ঘরে যাবে, তোমার অত রাজরাজড়ার খবরে দরকার কি?

নাগার্জ্জুন। আমার দরকার নেই, দরকার আছে তোর? কত বড় রাজবংশের ছেলে রে! যার বিয়ে তার বিয়ে নয়, নেপোয় মারে দই! রাজার ভাই, তার পুষ্যিপুত্তুর। পড়েছিলি নর্দ্দামার ধারে, রাণীমা বুকে করে এনে ছোটমা'র কোলে ফেলে দিলে। তুই আজ তারই সংসারটাকে শ্মশান করতে বসেছিস্ ব্যাটা? বল্, কবে তুই যাবি?

মধু। কোথায় যাব?

নাগার্জ্জুন। যে চুলোয় খুশী, সে চুলোয় যাবি। ভদ্রলোকের ছেলে তুই নস। তুই নির্ঘাত চামারের ছেলে।

মধু। আমি তোমার মাথাটা নামিয়ে দেব।

শিবশঙ্করের প্রবেশ।

শিব। এগিয়ে যাও মধুমঙ্গল, প্রাসাদের পুরনারীদের নিয়ে এগিয়ে যাও। রাণী আসছে,—তাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এস।

মধু। রাণীমা আসছেন?

শিব। জীবিত নয়, মৃত।

নাগার্জ্জুন। রাজা!

মধু। উঃ—রাণীমা গো,—তুমি শেষে এই করলে?

নাগার্জ্জুন। থাক্ বাবা, আর ফোঁস ফোঁস করো না, বুক ফেটে মরে গেলে এ জিনিষ আর মিলবে না।

মধু। [স্বগত] বদমাইস ব্যাটা। [প্রকাশ্যে] মহারাজ,—

শিব। দেরী করো না, যাও।

মধু। যাচ্ছি মহারাজ। হায় হায়, আমাদের সব গেল, সব গেল।

[প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। আমি বিল্বমঙ্গলকে আনতে যাচ্ছি রাজা।

শিব। কেন? সে কুলাঙ্গার এসে কি করবে?

নাগার্জ্জুন। মায়ের মুখাগ্নি করবে।

শিব। না-না, মুখাগ্নি করবে মধুমঙ্গল।

নাগার্জ্জুন। শ্রাদ্ধও সেই করবে, না? আমি আগে মরি, তারপর তোমার নিজের শ্রাদ্ধ যাকে দিয়ে ইচ্ছা করিও। আমি বেঁচে থাকতে রাজবাড়ীতে এ অনিয়ম হতে দেব না।

শিব। তাহলে তোমার পিঠেও আমি চাবুক মারব।

নাগার্জ্জুন। তোমার চাবুক আছে; আমার খড়ম আছে।

শিব। বেরিয়ে যাও।

নাগার্জ্জুন। তুমি বেরিয়ে যাও। তোমার দুর্ব্যবহারেই ছেলেটা এমন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে গেছে। তোমারই জন্যে মা-লক্ষ্মী জ্বলে জ্বলে ছাই হয়ে গেল। আমায় তাতিও না শিবশঙ্কর; তাহলে আমি তোমার বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে বিগ্রহ নিয়ে চলে যাব।

[প্রস্থান।

শিব। একা—আজ আমি সম্পূর্ণ একা। এত বড় প্রাসাদের মধ্যে আমার আপন বলতে আর কেউ নেই, কেউ নেই।

[প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বাগানবাড়ী।

মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। বাড়ীতে কে আছ? কে আছ বাড়ীতে?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ইস্, একেবারে বারান্দায় ঠেলে উঠলে যে? তার চেয়ে রান্না ঘরে গিয়ে বসো না।

মহানন্দ। তুমি কে?

দুর্য্যোধন। আমি দুর্য্যোধন, আমার বাপের নাম ছিল—

মহানন্দ। ধৃতরাষ্ট্র।

দুর্য্যোধন। যা তা বলো না; আমার বাপের নাম ছিল গজানন্দ মিশ্রী।

মহানন্দ। আর আমি হচ্ছি মহানন্দ বিশ্রী; প্রায় একই কথা। ধরে নাও আমিই তিনি।

দুর্য্যোধন। বেশী চালাকি করলে ডাণ্ডা খাবে বলে দিচ্ছি।

মহানন্দ। তুমি ঠাণ্ডা হও বাপধন। মিশ্রীর ব্যাটা তুমি, তোমার মুখে এত ঝাল কেন থাকবে? দুটো রসের কথা কও, একখানা গান গাও।

দুর্য্যোধন। কি, গান গাইব আমি?

মহানন্দ। গান আসে না বুঝি? তাহলে তুমি বসো, আমি গাই।

দুর্য্যোধন। খবরদার; মাথা গুঁড়িয়ে দেব। আমার মন মেজাজ খারাপ, দেখতে পাচ্ছ?

মহানন্দ। কেন বাবা, মন খারাপ হবার ত কথা নয়। বেশ আরামে আছ দেখছি। রাজার ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিব্বি দুজনে গুছিয়ে নিচ্ছ। তিনি কোথায়,—তোমার মনিব—সেই নচ্ছার মাতালটা?

দুর্য্যোধন। মাতাল মাতাল করবে না বলছি। নিজের পয়সায় মদ খায়, তোমার বাবার পয়সায় ত খায় না। রাজার ছেলের অমন হয়।

মহানন্দ। তুমিও প্রসাদ পাও না কি?

দুর্য্যোধন। এই, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমি এ সব বেলেল্লাপনা দুই চক্ষে দেখতে পারি নে। দু বছরের মাইনে আগাম নিয়েছি, নইলে কবে সব লাথি মেরে ফেলে এক দিগে চলে যেতুম। শূয়ারকে আমি কোলে পিঠে করে এত বড় করে তুলেছিলুম। কত শালা ঠাকুর দেবতাকে মানত করলুম, হেই বাবা—ছেলেটাকে ভাল করে দাও, বুক চিরে রক্ত নাও। রক্ত যদি না দিয়েছি ত আমি গজানন্দ মিশ্রীর ব্যাটা নই। কেউ কথা শুনলে? শালারা বসে বসে মজা দেখছে। আমিও তোদের গুষ্ঠীকে গুষ্ঠী নিকেশ করব। যেখানে ঠাকুর কুকুর দেখব, টেনে গাঙের জলে ফেলে দেব।

মহানন্দ। তাই দিও। এখন তোমার মনিবটিকে ডেকে দাও।

দুর্য্যোধন। কোথা থেকে ডাকব? সে এখানে আছে না কি?

রাণীমা মারা গেছে না? পুরুতঠাকুর এসে কাণ ধরে টেনে নিয়ে গেছে। থাক্ এখন দু'হপ্তা। আমি এদিকে এ বেটীর একটা এসপার ওসপার করে ছাড়ব।

মহানন্দ। খুন করবে না কি?

দুর্য্যোধন। খুন করব কেন? সোজা বৃন্দাবনে চালান করে দেব। কত সয় মশায়? অষ্টপ্রহর মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকে, যেন সাতরাজার ধন মানিক পেয়েছে। বলি এমন মুখ কি নেই আর? কিসের এত অহঙ্কার? বেটীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লেখা-পড়া করে দিয়েছে মশাই।

মহানন্দ। আর অমনি সে গ্রামটাকে জ্বালাতে আরম্ভ করেছে। কত লোকের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে, কত লোককে ঠেঙ্গিয়ে গ্রাম থেকে বের করে দিয়েছে। ডাক সে শয়তানীকে।

দুর্য্যোধন। এই, শয়তানী বলবে না বলে দিচ্ছি। বলতে হয়, আমরা বলব, তুমি বলবার কে?

মহানন্দ। শুধু বলব? আমি তাকে খুন করব। তবে আমার নাম মহানন্দ।

দুর্য্যোধন। খুন করতে হয়, আমি করব। তুমি ব্যাটা তড়পাও কিসের জন্যে শুনি? দুর্য্যোধন কিছু জানে না? তোমরাই ত ওকে ঘরে নাও নি, তোমরাই ত ওকে জোর করে এ বাড়ীতে ঠেলে দিয়েছ। নইলে কি আর এমন হয়? হক কথায় কিসের ভয়? আমার বাবাঠাকুরকে আমি চিনি না?

মহানন্দ। নিয়ে আয় ব্যাটা তোর বাবাঠাকুরকে। সেদিন মাথায় লাঠি মেরেছি, আজ মাথাটা কেটে নিয়ে চলে যাব।

দুর্য্যোধন। তুমি লাঠি মেরেছিলে? তবে ত তোমার মাথাটা

আমি ছাতু করে ফেলেছি। দাঁড়াও একটা লাঠি নিয়ে আসছি। ব্যাটা, তুমি ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখ নি? এইবার দেখিয়ে দেব।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। এই, কে আছ বাড়ীতে?

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। কেন? কাকে চাই তোমার?

মহানন্দ। এই যে বউঠাকরুণ,—

চিন্তামণি। ছি-ছি, অমন কথা বলতে আছে? কারও বউ ত আমি নই। কেউ ত কোনদিন অগ্নিসাক্ষী করে আমাকে বিয়ে করে নি। কেউ ত কোনদিন নারায়ণ-শিলা সামনে রেখে আমার হাতে হাত দিয়ে বলে নি,—"আজ থেকে তোমার সব ভার আমি নিলাম; সূর্য্য যদি পশ্চিমে ওঠে, পাহাড় যদি পাখা মেলে উড়ে যায়, তবু জীবন থাকতে তোমাকে আমি ত্যাগ করব না।" কেউ ত আমার সিঁথিতে নিজের হাতে সিঁদুর পরিয়ে দেয় নি। কে বউ-ঠাকরুণ? ও সব স্বপ্নের কথা। গণিকা হয়েই আমি জন্মেছি, গণিকা বৃত্তিই আমার পরিচয়।

মহানন্দ। কিন্তু—

চিন্তামণি। কিন্তু আবার কি? সহানুভূতি জানাতে এসেছ? কেন গো? কিসের সহানুভূতি? দেখছ না, কত গয়না পরেছি? যা পরেছি, তার পাঁচগুণ তুলে রেখেছি। কাঁচকলাখেকো বামুনপণ্ডিত কি আমায় এত সুখে রাখতে পারত? ঠাকুর রাঁধে; ঝী চুল বাঁধে, পা টেপে, আলতা পরিয়ে দেয়, হাই তুললে দশজনে তুড়ি দেয়, আর রাজকুমার কি করে জান? বলতে লজ্জা করে ভাই, বলতে

লজ্জা করে। সারাদিনরাত মুখের পানে চেয়ে থাকে, চোখের পলক পড়ে না। সাগরের তল আছে, কিন্তু এ ভালবাসার সীমা নেই।

মহানন্দ। চুপ কর, আমি এ সব শুনতে চাই না।

চিন্তামণি। কেন? লজ্জা হচ্ছে? তাহলে চোখ মেলে দেখে যাও, কি সুখে আছে চিন্তামণি। ঘরে ঘরে দেয়ালে দেয়ালে এই বেশ্যার ছবি, বাগানে আমারই শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি, বাড়ীটার আমারই নামে নামকরণ হয়েছে চিন্তামণি ভবন। গোটা বামুনগ্রামটাই আজ আমার জায়গীর।

মহানন্দ। তাই কি তুমি গ্রামটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শ্মশান করতে উঠে পড়ে লেগেছ?

চিন্তামণি। এই দেখ, তুমি শুধু শুধু রাগ কচ্ছ কেন? কি হবে ও কুঁড়েঘরগুলো থেকে? ওর মধ্যে আলো নেই, বাতাস নেই, জীবনের স্পন্দন নেই, হাসির রেখাটুকু নেই; আছে শুধু ব্যাকরণ—শাস্ত্রের কচকচি—পাণ্ডিত্যের অভিমান; আর তার উপর প্রভুত্ব কচ্ছে—গলিতনখদন্ত এক বৃদ্ধ সমাজ—নেকড়ে বাঘের মত হিংস্র, মৃত্যুর মত নির্ম্মম, মরুভূমির মত নীরস।

মহানন্দ। তুমি ছাই বুঝেছ।

চিন্তামণি। আর বুঝতে হবে না ঠাকুর। আমি ওই যমপুরী-গুলোকে ধূলোয় মিশিয়ে দিয়ে তার উপর কোঠাবাড়ী গড়ে তুলব। বামুনগাঁয়ে বামুনের ঠাঁই আর হবে না। আমার মত ভাগ্যবতী যারা, তাদের ডেকে এনে আমি একটা নরক তৈরী করব। উঠুক আকাশভেদী আর্ত্তনাদ, নেমে আসুক জনগণের ক্রন্দনে জনার্দ্দন। আমাকে বুঝিয়ে দিয়ে যাক, কি আমার অপরাধ।

মহানন্দ। তার চেয়ে আর একটা কাজ কর। দড়ি কলসী এনে দিচ্ছি, গলায় বেঁধে কর্ম্মদেবীর জলে ডুবে মর।

চিন্তামণি। কেন? আমার এ সুখের রাজ্যপাট ছেড়ে আমি কেন ডুবে মরতে যাব? মরবে তোমরা কাঁচকলাখেকো শাস্ত্রসর্ব্বস্ব জরাজীর্ণ সমাজের ক্রীতদাসের দল! একা এসেছ কেন? সেই মহাপণ্ডিতকে নিয়ে আস নি?

মহানন্দ। তাঁকে ত তুমি দেশছাড়া করেছ।

চিন্তামণি। চলে গেছে? কোথায় গেল?

মহানন্দ। জানি না। এতেও কি তোমার প্রতিশোধ নেওয়া হয় নি? আর কি চাও তুমি?

চিন্তামণি। আমি চাই তোমাদের পণ্ডিতের বংশ নির্ম্মূল করতে।

মহানন্দ। বন্ধ করবে না এ অত্যাচার?

চিন্তামণি। না।

মহানন্দ। এমনি করে আমাদের তুমি গ্রামছাড়া করবে?

চিন্তামণি। সবাইকে নয়। তোমাদের সোমত্ত মেয়েগুলোকে ধরে রাখব। যে সুখের স্রোতে আমি দিবানিশি ভাসছি, সে সুখের সুধাভাণ্ড তাদেরও কণ্ঠায় কণ্ঠায় ঢেলে দেব।

মহানন্দ। তার চেয়ে তুমিই যমালয়ে যাও।

[পিস্তল বাহির করিয়া চিন্তামণির দিকে বাগাইয়া ধরিল, বিল্বমঙ্গল আসিয়া মাঝখানে দাঁড়াইল।]

বিল্ব। ওকে নয়, মারতে হয় আমাকে মার। দোষ যা করেছি, আমিই করেছি, চিন্তামণির কোন অপরাধ নেই। আমার চোখের উপর পৃথিবীর এ অপরূপ বিস্ময় ক্ষণিকের খেয়ালে নিভিয়ে দিও না।

মহানন্দ। বিল্বমঙ্গল, কি করব আমি তোমাকে?

বিল্ব। যা তোমার ইচ্ছা।

মহানন্দ। তোমার জন্যে আমাদের জাত গেছে, মান-মর্য্যাদা ধূলিসাৎ হয়েছে। তোমাকে জ্যান্ত কবর দিলেও আমাদের ক্ষতি-পূরণ হবে না। তবু তোমাকে আমি ক্ষমা করব। তুমি নিজের হাতে এই নারীকে হত্যা কর। ধর। [পিস্তল হাতে তুলিয়া দিল]

বিল্ব। হত্যা করব? চিন্তামণিকে? কোকিলের কণ্ঠে কতটুকু মধু? চাঁদের জ্যোৎস্নায় কতটুকু শোভা? যে চোখ এ সৌন্দর্য্য দেখে নি, সে দৃষ্টিহীন, যে কাণএ ললিত কণ্ঠ শোনে নি, তার সৃষ্টি নিষ্ফল! আমার যে একটা প্রাণ, নিঃশেষে দিয়েও সাধ মেটে না। যদি আমার দশটা প্রাণ থাকত, চিন্তামণির মুখে হাসি ফোটাবার জন্য দশটাই আমি দিতে পারতুম।

মহানন্দ। ধিক তোমাকে গণিকার ক্রীতদাস!

বিল্ব। আধ জনম হাম রূপ নেহারনু
নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুননু
স্মৃতিপটে পরশ না গেল।

মহানন্দ। থাম ভণ্ড, প্রবঞ্চক, লম্পট্।

চিন্তামণি। দেখছ কি? গুলি কর।

বিল্ব। না, না, তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার গলায় পরিতে সুখ।

মহানন্দ। শোন নারি,—

চিন্তামণি। বেরিয়ে যাও।

মহানন্দ। যাচ্ছি। মনে করো না, এ দিন এ ভাবেই যাবে। গাঁয়ের উপর এর পরেও যদি তুমি অত্যাচার কর, তাহলে ব্রহ্মাবিষ্ণু মহেশ্বরও তোমায় রক্ষা করতে পারবে না। [প্রস্থানোদ্যোগ]

বিল্ব। ওহে, শোন শোন।

[মহানন্দ ফিরিল ; বিল্বমঙ্গল তাহার হাতে
পিস্তল তুলিয়া দিল, মহানন্দের প্রস্থান।

চিন্তামণি। তোমার বুকটা কি পাথর দিয়ে গড়া? এই লোকটাই না তোমার মাথায় লাঠি মেরেছিল?

বিল্ব। অস্বাভাবিক কিছু করে নি।

চিন্তামণি। শুনতে পাও নি, তোমার ঘরে দাঁড়িয়ে তোমাকে বলে গেল লম্পট?

বিল্ব। লম্পটকে কেই বা সাধুপুরুষ বলে?

চিন্তামণি। তোমার কি জ্ঞানবুদ্ধি সবই লোপ পেয়েছে?

বিল্ব। তুমিই আমার জ্ঞান, তুমিই আমার বুদ্ধি।

চিন্তামণি। এত বাড়াবাড়ি ভাল নয় কুমার। বাইরে গিয়ে শুনে এস লোকে তোমায় কি বলছে।

বিল্ব। বলছে ব্রাহ্মণ কুলকলঙ্ক, মাতাল, বেশ্যাসক্ত, জাতিদ্রোহী, পাষণ্ড শুধু বলছে না, কেউ কেউ ঢিলও মেরেছে, গায়ে থুৎকারও দিয়েছে। দিক, গোলাপ ফুল তুলতে গেলে কাঁটা ফুটবে না? বিনা সাধনায় কি চিন্তামণি লাভ হয়?

চিন্তামণি। কর, খুব সাধনা কর। শোন, আজ রাত্রে এই মহানন্দের ঘরবাড়ী আমি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলব।

বিল্ব। কত ঘর ত ছাই করেছ, কত গ্রামবাসীকে ত নিরাশ্রয় করে গ্রামছাড়া করেছ। এখনও তোমার রাগ গেল না? যারা আছে, তাদের তুমি বাঁচতে দাও চিন্তামণি।

চিন্তামণি। না, কাউকে আমি বাঁচতে দেব না। আমার কথার প্রতিবাদ করলে আমি এই মুহূর্তে ঘর ছেড়ে চলে যাব।

বিল্ব। না-না-না, তুমি যেও না। তুমি গেলে বাতাস আর বইবে না, সূর্য্য আর আলো দেবে না, পাখী আর পঞ্চমে লহর তুলে গান গাইবে না। তুমি যা ভাল বোঝ করো ; শুধু একটা অনুরোধ— কোন মেয়েকে তুমি দুর্ভাগ্যের পথে ঠেলে দিও না।

চিন্তামণি। বল কি তুমি? তবে যে শুনেছিলাম, নারীর ধর্ম্ম তোমার খেলার বস্তু।

বিল্ব। সে আমার অতীতের কাহিনী। আজ চিন্তামণিকে পেয়ে জগতের সব নারীর চিন্তা আমি ভুলে গেছি।

চিন্তামণি। বেশ করেছ। কিন্তু তুমি হঠাৎ ফিরে এলে কেন?

বিল্ব। দুদিন তোমাকে দেখি নি। আমি পাগল হয়ে পালিয়ে এসেছি। নাগার্জ্জুন ঠাকুর যদি আসে, তাকে বলো ; আমি এখানে নেই। দুর্য্যোধনকে দেউড়ীতে বসিয়ে রাখ, ঠাকুরকে যেন ভেতরে ঢুকতে না দেয়। আমি আর সেখানে যাব না।

চিন্তামণি। যাবে না কি রকম? মায়ের শ্রাদ্ধ করবে না?

বিল্ব। কি হবে শ্রাদ্ধ করে? শ্রাদ্ধের আগেই মা স্বর্গে গেছেন।

চিন্তামণি। তা ত গেছেন। কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধ না করলে তোমার বাবা তোমায় রাজ্য থেকে বঞ্চিত করবেন যে।

বিল্ব। তুমিই ত আমার রাজ্য। আর কোন রাজ্যে আমার প্রয়োজন নেই চিন্তামণি।

গীতকণ্ঠে গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দদাস। **গীত।**

হায়রে পাগল ছেলে!

বিষের বটী খেলি গুলে সুধার বাটি ফেলে!

নামের গুণে যমুনা যার উজান বয়ে যায়,
ফণীর ফণা নত হয়ে চরণে লুটায়,
তারি নামের উগ্র সুরায় সকল নেশার আশা পূরায়,
কৃষ্ণনামে ওঠ্‌ রে মেতে, সব পাবি তার চরণ পেলে।

চিন্তামণি। দাঁড়াও ঠাকুর ভিক্ষে নিয়ে যাও।

[প্রস্থান।

বিল্ব। আবার তুমি কেন এসেছ বাবাজি? বৃন্দাবনে গেলে না?

গোবিন্দ। তোমাকে নিয়ে যাব।

বিল্ব। আমাকে নিয়ে যাবে বৃন্দাবনে? তুমি—এই নেংটিপরা বাবাজী?

গোবিন্দ। হ্যাঁ বিল্বমঙ্গল। প্রভু আমায় স্বপ্ন দিয়েছেন।

বিল্ব। তোমার প্রভুর মাথায় আমি ঝ্যাঁটা মারি।

গোবিন্দ। এ দর্প থাকবে না বিল্বমঙ্গল। তোমাকে আমি বৃন্দাবনের ধূলোয় গড়াগড়ি দেওয়াব, তবে আমার নাম গোবিন্দদাস।

বিল্ব। তুমি একটি প্রকাণ্ড গর্দ্দভ। চিন্তামণি থাকবে বামুনগ্রামে, আর বিল্বমঙ্গল যাবে বৃন্দাবনে?

গোবিন্দ। সেখানেও চিন্তামণি আছে। এ চিন্তামণি মরে পচে গলে মাটিতে মিশে যাবে, সে চিন্তামণির মৃত্যু নেই, সে রূপে ভাটা পড়ে না; শাশ্বত সৌন্দর্য্যের মহাসাগর। [প্রস্থান।

বিল্ব। চিন্তামণির চেয়ে সুন্দর জগতে কেউ আছে?

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু,
তবু হিয়া জুড়ন না গেল।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

খণ্ডগিরির গৃহ।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। ও পণ্ডিত মশায়, ও পণ্ডিত মশায়,—

খণ্ডগিরির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। কে আমাকে আহ্বান কচ্ছে? তুমি? রাজাবাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র? কি সন্দেশ এনেছ বৎস?

মধু। আজ্ঞে, সন্দেশ ত আনি নি। তা সন্দেশের ভাবনা কি? রাণীমার শ্রাদ্ধের সময় যত সন্দেশ খেতে পারেন, খাবেন, কোন অসুবিধে হবে না।

খণ্ডগিরি। তুমি ভ্রান্ত।

মধু। কি রকম?

খণ্ডগিরি। সন্দেশ অর্থ সংবাদ।

মধু। আমিও ত তাই বলছি। সন্দেশের সংবাদ নিয়েই ত এসেছি। তিনদিন পরে মহারাণীর আত্মাশ্রাদ্ধ।

খণ্ডগিরি। আত্মাশ্রাদ্ধ নয়, আদ্যশ্রাদ্ধ বল।

মধু। রাজাবাহাদুরের আদেশে আমি নিজে স্বয়ং আপনাকে নিমন্ত্রণ করতে এসেছি।

খণ্ডগিরি। তুমি 'নিজে'ও বলবে 'স্বয়ং'ও বলবে, একি প্রকার বিবেচনা তোমার? যে কোন একটা বল। নইলে আমার পক্ষে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

মধু। অত অপশ্রদ্ধা কচ্ছেন কেন?

খণ্ডগিরি। অপশ্রদ্ধা?

মধু। তা নয়ত কি? প্রাপ্তির বহর জানেন? প্রত্যেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে পাঁচ জোড়া কাপড়, একখানা রেশমী চাদর, একটি সোনার কলম, একটি সোনার পৈতে আর তিনখানা মোহর দেওয়া হবে।

খণ্ডগিরি। তাই বলে অপ্রশ্রদ্ধা কিরূপে হতে পারে?

মধু। টাকায় সব পারে।

খণ্ডগিরি। কদাচ নয়। পাণিনী মুগ্ধবোধ কলাপ সুপদ্ম—কেউ অপশ্রদ্ধা সমর্থন করবে না।

মধু। না করে ত বয়েই গেল। আপনাকে আর একটা শুভ সংবাদ দিয়ে যাচ্ছি শুনুন। রাজাবাহাদুর অবশ্যই আপনাকে বলেছেন যে দাদা আপনার মেয়েকে বিয়ে করবে না। কারণটাও আপনি অবশ্যই জানেন। কুমার বিল্বমঙ্গল এক নারীর প্রেমে উন্মাদিনী।

খণ্ডগিরি। কি তুমি অসঙ্গত বাক্য উচ্চারণ কর?

মধু। অসঙ্গত বাক্য? বলি নিজে গিয়ে দেখে আসুন না।

খণ্ডগিরি। কি দেখব? ও ত আমি অবগত আছি।

মধু। অবগত আছেন যদি, তবে রাগত হচ্ছেন কেন?

খণ্ডগিরি। হব না? তুমি পুরুষ মানুষকে উন্মাদিনী বলবে? তোমার মুখ দর্শন করতে নেই।

মধু। আরে মশায়, অত ফড় ফড় কচ্ছেন কেন? কথাটা শুনলে এখনি চার পা তুলে নাচবেন। রাজাবাহাদুর ত ছেলেকে একরকম ত্যাগই করেছেন; শুধু হাতে কলমে ত্যাজ্য পুত্তুর করতে বাকি।

খণ্ডগিরি। ত্যাজ্য পুত্র বল।

মধু। তার অর্থ, আমিই এই ভোজপুরের ভাবী রাজা। রাজা-বাহাদুর বলেছেন,—মহারাণী যখন আপনার মেয়েকে বাগদত্ত করে গেছেন,—

খণ্ডগিরি। বাগদান বল,—

মধু। তখন তাকে ঘরে নিতে তিনি বাধ্য। বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে যখন তার বিয়ে হচ্ছে না, তখন আমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে।

খণ্ডগিরি। কিন্তু তুমি যে ব্যাকরণ জান না।

মধু। যা জানি, আপনার কাছে এলে তাও পাখা মেলে উড়ে যায়। তাতে আর হয়েছে কি? ব্যাকরণের সঙ্গে ত আপনার মেয়ের বিয়ে হবে না, হবে আমার সঙ্গে। আপনার মত আছে কিনা তাই বলুন।

খণ্ডগিরি। আমার মত অবশ্যই আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণীর মত হবে কি না, দেবা ন জানান্তি কুতো মনুষ্যাঃ। কিন্তু তুমি ব্যাকরণ—

মধু। শিখে নেব। আপনার কাছেই কপাল ব্যাকরণ না কি বললেন, বেশ ভাল করে শিখে নেব।

খণ্ডগিরি। নিও বাবা, তাই নিও, তবে কপাল ব্যাকরণ নয়, কলাপ ব্যাকরণ। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগত-পতে।

[প্রস্থান।

মধু। ইস্, মেয়ে ত নয়, সাক্ষাৎ পরী। দীঘির ধারে ভিজে কাপড়ে দাঁড়িয়েছিল, দেখে আমার দফা গয়া। এ মেয়েকে বিয়ে করবে ওই মাতাল চরিত্রহীন উচ্ছৃঙ্খল বিল্বমঙ্গল? বুকে ফেটে মরে যাব।

চণ্ডমণির প্রবেশ।

চণ্ড। কে?

মধু। আজ্ঞে, আমাকে চিনতে পাচ্ছেন না? আমি আপনার সন্তান।

চণ্ড। তাই ত স্নেহ উথলে উঠছে। মেয়ে ডাগর হলে অষ্টপ্রহর কত সন্তান আসে, তার সংখ্যা আছে? নাম কি বল।

মধু। আমার নাম মধুমঙ্গল।

চণ্ড। ক্যালা মণ্ডলের ছেলে না কি?

মধু। এ আপনি কি বলছেন? আমি রাজা শিবশঙ্কর বাহাদুরের ভাইপো। আপনার কাছেই আমি এসেছি।

চণ্ড। বড় খুশী হয়েছি তোমাকে দেখে। দেখা ত হল, এইবার এস।

মধু। আসব কি? একটা দরকারী কথা আছে যে।

চণ্ড। কথা ত আগেই শুনেছি; রাজকুমার আমার মেয়েকে বিয়ে করবে না।

মধু। সে ত আগের কথা। পরের কথা শুনলে আপনি আহ্লাদে আটখানা হবেন। আপনার মেয়েও আটখানা হবে।

চণ্ড। দুজনে ষোলখানা হয়ে যাব? কি কথাটা বল ত?

মধু। কথাটা হচ্ছে এই যে বিল্বমঙ্গল আপনার মেয়েকে বিয়ে করে নি বলে আপনি দুঃখিত হবেন না।

চণ্ড। দুঃখিত হব কেন?

মধু। এ বরং ভালই হয়েছে।

চণ্ড। লোকে ত তাই বলছে।

মধু। বলতেই হবে। তবে স্বর্গগতা মহারাণী যখন বাগদান করে গেছেন, তখন ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ মহারাজ তাকে ঘরে নিতে বাধ্য।

চণ্ড। না না, তাঁকে বলো, আমরা কিছু মনে করি নি।

মধু। এ আপনার রাগের কথা।

চণ্ড। রাগ করব কার উপর? ছেলে যখন বিয়ে করবে না, তখন রাজাবাহাদুর কি করবেন?

মধু। না করলে চলবে কেন? বাগদত্তা মেয়েকে আমরা না নিলে আর নেবে কে?

চণ্ড। আর কেউ না নেয়, যমে নেবে।

মধু। যাট্ যাট্, অমন কথা বলতে আছে? মহারাজ বললেন,—দেখ মধুমঙ্গল, রাণী যখন কথা দিয়ে গেছেন, তখন খণ্ডগিরির কন্যা আমাদেরই কুলবধূ। বিল্বমঙ্গল যখন তাকে বিয়ে করবে না, তখন তোমার সঙ্গেই তার বিয়ে হবে।

চণ্ড। তাই না কি? এ ত ভয়ঙ্কর আনন্দের কথা।

মধু। তবু এখনও সবটা বলি নি। শুনলে আপনি—

চণ্ড। চারপা তুলে নাচব।

মধু। মহারাজ বললেন,—বিল্বমঙ্গল যখন এমনি করে বংশের মুখ পুড়িয়েছে, বিশেষতঃ তার মায়ের ইচ্ছা পূরণ করে নি, তখন আমি তাকে ত্যাজ্য পুত্র করব। কুলপতি খণ্ডগিরির কন্যাকে তুমি যদি বিবাহ কর, তাহলে তুমিই হবে এ রাজ্যের উত্তরাধিকারী। আর সে হবে রাণী।

চণ্ড। এমন ভাগ্য কি আমার হবে? তুমি হবে আমার জামাই?

মধু। হয়ে গেছি ধরে নিন। আপনার এ কুঁড়ে ঘর আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব।

চণ্ড। তা ত তুমি দেবেই। কিন্তু এই বুড়ো মানুষটাকে আবার মদ ধরাবে না ত?

মধু। সে কি?

চণ্ড। লোকে বলে বিল্বমঙ্গলের হাতে তুমিই না কি প্রথম মদের বোতল তুলে দিয়েছিলে, আর তুমিই না কি দেশ বিদেশের সোমত্ত মেয়েদের খবর তার কাছে এনে দিতে। বিয়ের পর শ্বশুরকে বাগানবাড়ীতে নিয়ে যাবে না ত?

মধু। এ সব মিথ্যে কথা আপনাকে কে বললে?

চণ্ড। দেশের হিংসুটে লোকগুলো বাড়ী বয়ে এসে বলে যায় বাবা। তারা হয় ত কাণাঘুষো শুনেছে যে তোমার সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে। হিংসেয় পেট ফেটে যাচ্ছে। আরও কি সব বলে জান? বলে তোমার নাকি জাতের ঠিক নেই।

মধু। কে বলেছে এ সব কথা? আমি তাদের গর্দ্দান নেব।

চণ্ড। আগে রাজা হও, তারপর নিও।

মধু। তাহলে মহারাজকে বলি দিনস্থির করতে।

চণ্ড। এখনও দিনস্থির হয় নি?

মধু। আপনার মত হলে ত দিনস্থির হবে।

চণ্ড। আমার আবার মত কি? তোমরা দেশের মালিক; তোমরা যা বলবে, তাই হবে। আগে বলেছ বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে হবে, এখন বলছ—মধুমঙ্গলের সঙ্গে হবে, এর পর একদিন ফ্যালা মণ্ডলকে বর সাজিয়ে নিয়ে আসবে। সবই তোমাদের দয়া! কবে বিয়ে হবে, কে বিয়ে করবে, কজনে বিয়ে

করবে,—পাকা খবরটা দিও বাবা। মেয়ের বাবা মেয়ে ঘাড়ে করে নিয়ে গিয়ে উচ্ছুগ্যু করে আসবে। তবে ওই কথাটি মনে রেখো যাদু, বুড়ো মিন্সের হাতে যেন মদের বোতল তুলে দিও না।

মধু। আবার ও কথা কেন বলছেন? আমি রাজার ভাইপো, আমার একটা মানমর্য্যাদা আছে।

চণ্ড। তাই ত আমি ওদের বলছিলুম,—যার ঘরেই জন্মে থাক্, যার পেটেই হক না, এখন ত রাজার ভাইপো। ওরে ও অশ্রু, এ জায়গাটায় একটু গোবর ছড়া দে ত।

[প্রস্থান।

মধু। মাগী কি যে বললে, কিছুই বোঝা গেল না।

অশ্রুকণার প্রবেশ।

মধু। এই যে তুমি এসেছ। তা বেশ হয়েছে। তোমাকেই তাহলে কথাটা বলি।

অশ্রু। কে আপনি?

মধু। আমাকে চেন না? আমি রাজার ভাইপো।

অশ্রু। কোন্ ভাইপো? যিনি রাজকুমারকে মদ ধরিয়েছেন, আপনি কি সেই মহাপুরুষ?

মধু। আরে দূর, আমি কেন সে হতে গেলাম?

অশ্রু। সে জানোয়ারটাকে একবার দেখতে পেলে কুকুর লেলিয়ে দিতাম।

মধু। এ সব বাজে কথা তোমাদের কে বলেছে?

অশ্রু। কে না বলেছে? আপনি আর রাজাবাহাদুর ছাড়া এ কথা সবাই জানে।

মধু। সব মিথ্যে কথা, বুঝলে অশ্রুকণা?

অশ্রু। আপনি বুঝি সেই জানোয়ারের ভাই?

মধু। আবার 'জানোয়ার'। তোমাদের কথাবার্ত্তা বড় খারাপ। এ সব ব্যাকারণ পড়ার ফল।

অশ্রু। ব্যাকারণ নয়; ব্যাকরণ। আপনারা কি সবাই এমনি মহাপণ্ডিত? সেই জানোয়ারটারও শুনেছি বর্ণজ্ঞান নেই।

মধু। কি তুমি বারবার জানোয়ার জানোয়ার কচ্ছ? আর একবার বললে আমি ভয়ানক অসন্তুষ্ট হব।

অশ্রু। কাকে চান আপনি? বাবা এইমাত্র বেরিয়ে গেছেন।

মধু। আরও আগে গেলে ভাল হত। তাকে আমার কোন প্রয়োজন নেই।

অশ্রু॥ তবে কি মাকে ডাকব?

মধু। মা মরুক।

অশ্রু। আপনিও ত মরতে পারেন।

মধু। আমি মরলে তোমার কি হবে?

অশ্রু। তার অর্থ?

মধু। অর্থটা এখনও বোঝ নি? তাহলে শোন। বিল্বমঙ্গলের সঙ্গে তোমার ত বিয়ে হচ্ছে না। রাজাবাহাদুরের আদেশ, তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে আমার।

অশ্রু। আপনার!

মধু। এতেই চোখ কপালে তুললে কেন? আরও আছে। মহারাজ বলেছেন, তোমার সঙ্গে যদি আমার বিয়ে হয়, তাহলে আমি হব এ রাজ্যের যুবরাজ আর তুমি হবে যুবরাণী।

অশ্রু। তাহলে এবার আপনি আসুন।

মধু। মহারাজকে গিয়ে কি বলব?

অশ্রু। বলবেন, যুবরাণী হওয়া আমার অদৃষ্টে নেই। জ্যোতিষী আমার হাত দেখে বলেছেন, আমি হব বৈষ্ণবী।

মধু। কিন্তু আমি ত বৈষ্ণব হতে পারব না। আমি হব রাজা।

অশ্রু। আপনার সাধনায় সিদ্ধিলাভ হক। রাণীর আপনার অভাব হবে না।

মধু। তা ত হবেই না। মুখের কথা খসালে কত ব্যাটা মেয়ে নিয়ে এসে হাজির হবে। কিন্তু রাণীমা যে তোমাকে বাগদান করে গেছেন।

অশ্রু। শুধু বাগদান নয়, এই কণ্ঠহারও দান করে গেছেন।

মধু। তবে ত তুমি আইনতঃ তার কুলবধূ।

অশ্রু। শুধু কুলবধূ নয়, পুত্রবধূ।

মধু। আরে বাবা, বিল্বমঙ্গল ত তোমায় নেবে না।

অশ্রু। আপনার বাবা ত শুনেছি আপনার মাকে নিয়ে ঘর করেন নি। কই, তিনি ত আর কাউকে বিবাহ করেন নি।

মধু। তুমি তাহলে বিল্বমঙ্গলকেই চাও? সে মাতাল, তা জান?

অশ্রু। তুমিই তাকে মাতাল করেছ।

মধু। শুনেছ, সে একটা পরনারীকে নিয়ে মত্ত?

অশ্রু। শুনেছি। আরও শুনেছি, সে নারীর সন্ধান তুমিই তাকে দিয়েছিলে।

মধু। তোমার যা খুশী মনে কর। মহারাজ তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন, জান?

অশ্রু। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হক।

মধু। জেনে শুনে একটা মাতাল লম্পট পশুকে বিয়ে করার এত সাধ তোমার?

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। ও তুমি বুঝবে না দাদা। এসব হল বড় বংশের ব্যাপার, তুমি এসব কি করে বুঝবে? ভদ্রলোকের মেয়ে একবার যাকে মনে মনে সোয়ামী বলে মেনে নিয়েছে, তাকে ফেলে যার তার গলায় কি মালা দিতে পারে? এ কি তোমাদের মত অজাত কুজাত ভেবেছ?

মধু। কি বললি ছোটলোকের বাচ্ছা?

রাখাল। ছোটলোকের বাচ্ছা তুমি। বেশী বাড়াবাড়ি করলে হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গব।

মধু। আমি তোর মাথাটা উড়িয়ে দেব।

রাখাল। আমি তোমাকে আস্ত গিলে খাব। বেরুবে ত বেরোও, নইলে আমি বাঘাকে তোমার পেছনে লেলিয়ে দেব॥

মধু। আচ্ছা, আজ আমি চলে যাচ্ছি পণ্ডিতের ঝি। আবার আমি আসব। নিয়ে তোমাকে আমি ঠিকই যাব, তবে রাজবাড়ীতে আর নয়, বাগানবাড়ীতে। [প্রস্থান।

অশ্রু। একি সত্য, রাজা তাকে ত্যাজ্যপুত্র করবেন?

রাখাল। করলেই বা, তোমার তাতে কি? তোমাকে ত ঘরে নিচ্ছে না।

অশ্রু। নাই নিক। তাঁর যে বড় কষ্ট হবে।

রাখাল। তা ত হবেই। তবে তার নাকি অনেক মামার সম্পত্তি আছে?

অশ্রু। সে সবই তিনি চিন্তামণিকে দান করেছেন।

রাখাল। মাতালের বুদ্ধিই ওই রকম।

অশ্রু। যা তা বলিস নি বলছি। আমি ভাবছি, রাজা যদি তাঁকে সত্যই ত্যাগ করেন, তাহলে কি হবে?

রাখাল। কি আবার হবে? সেই মেয়েটা তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে।

অশ্রু। তাড়িয়ে দেবে?

রাখাল। দেবে না? যুবরাজ বলেই ত তার খাতির। তুমি দেখো, লোকটা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করবে।

অশ্রু। ভিক্ষে করবে!

রাখাল। করবে না? মিনিদোষে তোমাকে যে নিলে না, তার ভাল হবে? ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে সে দোরে দোরে ঘুরবে, আর সবাই গায়ে ঢিল ছুঁড়বে।

অশ্রু। চুপ্ চুপ্। ঠাকুর, রক্ষা কর ঠাকুর, তাঁকে তুমি সুখী কর। [রাখালের পদতলে পতন]

রাখাল। আরে দূর, তুমি আমার পায়ে পড়ছ কেন?

অশ্রু। তাই ত, আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? ডাকতে যে জানি না। হে কৃষ্ণ, হে রাধামাধব, বুক চিরে তোমায় রক্ত দেব, তাকে সুখী কর।

অশ্রু। **গীত।**

কৃষ্ণ করুণাময়!
ধন্য করিতে সে জীবন লহ আমার জীবন বিনিময়।
চরণে তাহার ফোটে যদি কাঁটা, আমি তুলে নেব দন্তে,
প্রমত্ত কর আমার জীবন তারি মঙ্গল মন্ত্রে;

ধূপের মতন জ্বালিয়া
আপনারে আমি দলিয়া
সুরভিত করি সে মহাজীবন মরণে করিব জয়।

রাখাল। তোমার সে বাবাজি কি গাইছিল, জান দিদি?

অশ্রু। কি?

রাখাল। **গীত।**

ওই শোনা যায় মোহন বেণু, শ্যাম নাহি আর দূরে,
পাগলকরা বোল উঠেছে, চরণের নূপুরে।
জয় দে তোরা, খোল্ রে দুয়ার,
পাপী তাপীর ভয় নাহি আর,
অশ্রুকুসুম যে দিল তার শ্যাম যে বাঁধা পুরে।
দুঃখ নিশি ভোর হয়েছে,
ভোরের পাখী গান ধরেছে,
ভরে গেছে নীল যমুনা আনন্দেরি সুরে।

[প্রস্থান।

অশ্রু। ঠাকুর, দুঃখ দিতে হয় আমাকে দাও। কুমারকে তুমি মানুষ কর, সুমতি দাও; তার জীবন ধন্য কর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

রাজপ্রাসাদের বহির্দেশ।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। ইস, আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল। সমস্ত প্রকৃতি যেন আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় প্রহর গুণছে। বেলাও ত প্রায় শেষ হয়ে এল। চিন্তামণি নিশ্চয়ই আমার আশাপথ চেয়ে বসে আছে। ব্যাটা ভগবানের কি সৃষ্টিছাড়া বিচার! এ দুর্য্যোগটা আজ না হয়ে কাল হলে চলত না? উড়ে যা, ওরে মেঘের দল, আগে আমি চিন্তামণির কাছে ফিরে যাই, তারপর তোরা মহাপ্রলয় নিয়ে আসিস।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। এই ত বেশ উঠে এসেছ। এতক্ষণ ধরে কি অত মন্ত্র তন্ত্র পড়ছিলে?

বিল্ব। কি করব? শ্রীমান নাগার্জ্জুন ছাড়ে না যে।

মধু। না ছাড়লে চলবে কেন? আর অতক্ষণ ধরে মন্ত্র পাঠ করার আছেই বা কি? কথা ত মোটে দুটি,—মা আমার শ্রদ্ধার দান নাও, তোমার স্বর্গলাভ হক। আসল কথা, তুমি যে মাথা মুড়োতে দাও নি, সেইজন্যেই ঠাকুরের রাগ হয়েছে। রাত দুপুর পর্য্যন্ত তোমাকে ভোগাবে।

বিল্ব। মাথাটা মুড়োলেই হত; তুমিই ত বারণ করলে।

মধু। করব না? ন্যাড়া মাথা নিয়ে চিন্তামণির কাছে গেলে সে তোমায় সঙ্গে সঙ্গে বিদেয় করে দিত।

বিল্ব। কি সর্ব্বনাশ! এ যে আমি ভাবতেও পাচ্ছি না।

মধু। পারবে কি করে? অমন রত্ন পৃথিবীতে দুটো জন্মায় না।

বিল্ব। এ তোমারই দান মধুমঙ্গল।

মধু। আমি কে? কেউ নই। সব ভগবানের দয়া।

বিল্ব। ভগবান্ উচ্ছন্ন যাক্।

মধু। আস্তে। পুরুত ব্যাটা শুনতে পেলে মাথায় খড়মের বাড়ি মারবে। টানবে না কি একটু? সকাল থেকে ত পেটে পড়ে নি। [মদের বোতল বাহির করিল]

বিল্ব। আজ না হয় থাক্; মায়ের শ্রাদ্ধের দিন।

মধু। তাতে হয়েছে কি? শরীর সুস্থ না থাকলে কিসের ধর্ম্মকর্ম্ম? নাও, তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেল, খালি পেটে বেশ লাগবে। পুরুত ব্যাটা এলে নর্দ্দামায় ফেলে দেবে। [বিল্বমঙ্গলের হাতে বোতল তুলিয়া দিল; বিল্বমঙ্গল এক নিঃশ্বাসে পান করিয়া বোতল ফেলিয়া দিল]

বিল্ব। ভাই মধুমঙ্গল,—আকাশের অবস্থা ত ভাল মনে হচ্ছে না। মহাপ্রলয় আসছে না কি হে? আমাকে যে ওপারে যেতেই হবে।

মধু। তা ত হবেই। চিন্তামণির জন্যে এক হাঁড়ি রাজভোগ আর এক চাঙাড় লুচি লুকিয়ে রেখেছি।

বিল্ব। সন্দেশ রাখ নি? সে যে আমার সন্দেশ খেতে অত্যন্ত ভালবাসে।

মধু। তা আমি জানি। তুমি কিচ্ছু ভেব না। আমি সব ঘাটে পৌছে দিচ্ছি। তুমি আর দেরী করো না। এর পর এক খানা নৌকোও পাবে না। তাহলে আজ আর যাওয়া হবে না।

বিল্ব। যেতেই হবে আমাকে। দুদিন চিন্তামণিকে দেখি নি, বুকের ভেতরটা হা হা কচ্ছে।

মধু। তা আর করবে না? চিন্তামণি বলে কথা। আমারই ত কেমন কেমন লাগছে।

বিল্ব। এই, মুখ সামলে কথা বলবে। সে তোমার গুরুজন কি না, তাই আগে বল।

মধু। গুরুজন ত ছোট কথা, গুরুতর জন।

বিল্ব। এটা বেশ বলেছ। সে আমার স্ত্রী নয় বটে, কিন্তু আমার নয়নের তারা, বুকের পাঁজর, আমার সাত রাজার ধন মানিক, অর্থাৎ আমার সর্ব্বস্ব।

মধু। লোকে বোঝে না, তাই বলে, খণ্ডগিরির মেয়েকে বিয়ে না করে তুমি মহাপাপ করেছ।

বিল্ব। তা হয় ত করেছি; কারণ মা তাকে বাগদান করেছিল। কিন্তু বিয়ে করে আমি তাকে রাখব কোথায়? তুমি আমার বুকে হাত দিয়ে দেখ, চিন্তামণি ছাড়া তথায় আর কারও জায়গা নেই। তোমাদের কেষ্ট ঠাকুরের বাঁশীতে রাধা রাধা বলত, আর আমার বুকের স্পন্দনে স্পন্দনে বলছে "চিন্তামণি।"

মধু। আহা, কি স্বর্গীয় প্রেম!

বিল্ব। আমি বলি কি,—তুমি পণ্ডিতের মেয়েকে বিয়ে কর।

মধু। পণ্ডিত আমাকে দেবে কেন?

বিল্ব। পণ্ডিতের বাবা দেবে। আমি লিখে দেব যে এ রাজ্য বাবার মরার পর আমার নয়, তোমার।

মধু। সত্যি বলছ?

বিল্ব। মিথ্যে আমি কবে বলেছি রে শূয়ার? তুমি এক

হিসেবে আমার ভাই, আর এক হিসেবে আমার গুরু। তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

মধু। পায়ের ধুলো দাও দাদা। তোমার মত এমন ভাই—

বিল্ব। থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। শিকারী বেরালের গোঁপ দেখলেই চেনা যায়। তুমি ভাবছ, আমি ভারী বোকা। বুঝি সব দাদা, বুঝি সব, তবু বোকা হয়ে থাকি। বোকা না হলে চিন্তামণিকে পাওয়া যায় না। বুঝলে না কথাটা?

মধু। বুঝেছি, তুমি পালাও, নাগার্জ্জুন আসছে। যঃ পলায়তি স জীবতি।

[প্রস্থান।

বিল্ব। তাই ত, মেঘের ঘটা যে ক্রমেই বাড়ছে। সত্যি সত্যি ঝড় আসবে দেখছি। ভগবানের কোন বুদ্ধি নেই।

নাগার্জ্জুনের প্রবেশ।

নাগার্জ্জুন। বলি ব্যাপারখানা কি? পালিয়ে এলি যে? বাকী মন্তরগুলো কে পড়বে রে শূয়ার?

বিল্ব। তুমিই পড় গে যাও।

নাগার্জ্জুন। মাতৃশ্রাদ্ধ কি তোর না আমার?

বিল্ব। ঢের ঢের শ্রাদ্ধ দেখেছি বাবা, এমন বিশ্রী শ্রাদ্ধ আর কখনও দেখি নি। সকাল থেকে কেবলি মন্ত্র পড়ছি আর প্রণাম কচ্ছি। হাজারী ঠাকুর এতক্ষণে তিনটে শ্রাদ্ধ শেষ করে ফেলতে পারত, আর তুমি একটাও পারলে না। অর্থটা কি? মায়ের শ্রাদ্ধের সঙ্গে কি বাবার শ্রাদ্ধটাও আগাম সেরে নিচ্ছ না। কি?

নাগার্জ্জুন। বাপের শ্রাদ্ধ আর তোকে করতে হবে না। তুই

ব্যাটা যা তেলিয়ে উঠেছিস্, রাজা তোকে ত্যাজ্য পুত্র করলেন বলে।

বিল্ব। দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। দেখ ঠাকুর,—তুমি বাবার বন্ধু, কুল পুরুত, তোমার কাছে মিথ্যে বলব না,—নরকে যেতে হবে। একমাত্র চিন্তামণি ছাড়া কারও ত্যাগ বিল্বমঙ্গল গ্রাহ্য করে না।

নাগার্জ্জুন। ব্যাটাকে জুতিয়ে সোজা করব।

বিল্ব। অমন কাজ করো না। ছেঁড়া জুতো যেখানে আছে, সুখে থাক, মারতে গেলে আরও ছিঁড়ে যাবে। দরকার নেই—থাক।

নাগার্জ্জুন। হারামজাদা, এক মুহূর্ত্ত আমি বাইরে গেছি, এর মধ্যে পালিয়ে এসে পেট পূরে মদ গিলেছ? মোধো শুয়ার ডেকে এনেছে বুঝি? রাজাকে বলে ওকে খড়মপেটা করব।

বিল্ব। তা খড়মপেটা করতে পার। বিশেষ ক্ষেতি হবে না।

নাগার্জ্জুন। চলে আয়।

বিল্ব। আমি আর যাব না।

নাগার্জ্জুন। যাবি না? শ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ থাকবে?

বিল্ব। আগামী বছর সম্পূর্ণ করলেই হবে। শ্রাদ্ধ করতে যে এতক্ষণ লাগে, তা জানলে আমি মন্ত্র পড়তে বসতুম না। এ কি ব্যাপার। মায়ের শ্রাদ্ধ করতে গিয়ে নিজেরও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা! আমি তোমার চালাকি বুঝেছি। মস্তক মুণ্ডন করি নি বলে রাগে তুমি শ্রাদ্ধের সঙ্গে শ্যামাপূজোর মন্ত্র পড়িয়ে নিয়েছ।

নাগার্জ্জুন। তোর বাপের মাথা করেছি। আয় বলছি।

বিল্ব। কভি নেহি। ওই আকাশের অবস্থা দেখছ? ঝড় ওঠবার আগেই আমাকে ওপারে যেতে হবে।

নাগার্জ্জুন। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর,—এমন শোকের দিনেও তুমি সেই কুলটার মুখ ধ্যান কচ্ছ? এমন দেবীর গর্ভে তোর মত পাষণ্ড জন্মাল কি করে, আমি তাই ভাবছি।

বিল্ব। আমিও ভাবি ঠাকুর, আমিও ভাবি। বামুনের বংশে জন্ম, পিতা শিব, মা ভবানী, তবু আমি কেন এমন ছন্নছাড়া? ভাবি, আবার ভুলে যাই। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে আলোর রশ্মি ফুটে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। তুমি আমায় মন্ত্র পড়িয়েছ। মুখে আমি মন্ত্র পড়েছি; কিন্তু মনে মনে শুধু চিন্তামণির নাম জপ করেছি।

নাগার্জ্জুন। তুই ব্যাটা সোজা নরকে যাবি।

বিল্ব। নরকেই যখন যাব, তখন আর মন্ত্র পড়ে কাজ নেই। ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, আমি এখন চললুম।

নাগার্জ্জুন। যাস নে, যাস নে বলছি, সর্ব্বনাশ হবে। রাজা শুনতে পেলে তোর মুখ দেখবে না।

বিল্ব। চিন্তামণি ত দেখবে।

নাগার্জ্জুন। রাজ্যপাট সব বেহাত হয়ে যাবে।

বিল্ব। চিন্তামণি থাকলেই আমার সব থাকবে।

[প্রস্থানোদ্যোগ।]

শিবশঙ্করের প্রবেশ।

শিব। দাঁড়াও। কোথায় যাওয়া হচ্ছে?

বিল্ব। আজ্ঞে, ওপারে।

শিব। ওপারে? এদিকের কাজ শেষ হয়েছে?

নাগার্জ্জুন। কোথায় শেষ হয়েছে? আরও খানিকটা বাকী।

শিব। শ্রাদ্ধ অসমাপ্ত রেখে তুমি চলে যাবে?

বিল্ব। আর একদিন শেষ করলেই হবে।

শিব। মাতৃশ্রাদ্ধ অপেক্ষা করবে, তবু তুমি অপেক্ষা করতে পারবে না, কেমন? ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাচ্ছ যে?

নাগার্জ্জুন। মেঘের ঘটা দেখছ না? ঝড়ও আসছে, সন্ধ্যেরও আর দেরী নেই। এখন না গেলে আর যাওয়াই হবে না।

শিব। যাওয়া হবে না; আজ ত নয়ই, জীবনে আর কখনও নয়। আমি কালই তার ব্যবস্থা করব। হয় তাকে খুন করিয়ে কর্ম্মদেবীর জলে ভাসিয়ে দেব; না হয় এমন জায়গায় পাঠিয়ে দেব, যেখানে সারা জীবন চেষ্টা করলেও তুমি তার সন্ধানও পাবে না।

বিল্ব। বাবা!

শিব। পিতামাতা জীবিত থাকতে বিবেকবুদ্ধিহীন পশুর মত অনেক কুকীর্ত্তিই তুমি করেছ। সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে মানুষ যে এত অধঃপাতে যেতে পারে, আমার তা জানা ছিল না, তোমাকে দিয়েই তা দেখলাম। দুঃখের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে তোমারই জন্য তোমার মা আজ ছাই হয়ে গেছে। আমি অত সহজে মরব না। মরবার আগে তোমাকে আমি চাবুকের ঘায়ে সোজা করে রেখে যাব।

নাগার্জ্জুন। তুমি আবার এখানে চাবুকে দেখাতে এলে কেন?

শিব। কোথায় ছিলে তুমি? চোখের মাথা খেয়েছ? হতভাগা কোন্ পথে পালিয়ে এল? দেখতে পাচ্ছ ওর অবস্থা? পা টলছে, কথা জড়িয়ে আসছে। এর নাম মাতৃশ্রাদ্ধ?

নাগার্জ্জুন। বেশী বিজ্ঞতা না দেখিয়ে তুমি তোমার কাজে যাও।

শিব। আমি তখনই তোমাকে বলেছিলাম,—মস্তক মুণ্ডন যে করলে না, তাকে মন্ত্র পড়িও না।

নাগার্জ্জুন। তবে কাকে পড়াব? ওই মোধো শূয়ারকে? সে আমার দ্বারা হবে না। ওই ব্যাটাই যত নষ্টের গোড়া।

শিব। বিল্বমঙ্গল,—

বিল্ব। আজ্ঞে, আমায় মাপ করুন, আমি যাই।

শিব। না-না, অন্তঃপুরে যাও। নদী পার হলে তোমারই একদিন কি আমারই একদিন।

বিল্ব। বাবা, আমি আপনার অধম সন্তান। আমি বোঝাতে পাচ্ছি না, আমার বুকের মধ্যে কি ঝড় বইছে। এ কথা কাউকে বলে বোঝাবার নয়। মেঘ ডাকছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, এর পর নদীতে নৌকো পাওয়া যাবে না। আমাকে যেতেই হবে। পৃথিবী রসাতলে যায় যাক্, ধর্ম্মকর্ম্ম ভবিষ্যতের জন্যে অপেক্ষা করুক। আমাকে যেতে দিন। দোহাই আপনার, আমাকে বাধা দেবেন না। [পিতার পদতলে পতন]

শিব। যেতে হয়, জন্মের মত যাও। [পদাঘাত]

নাগার্জ্জুন। আঃ—রাজা,—

শিব। নির্লজ্জ পশু, অপদার্থ কুলাঙ্গার, আজ থেকে তুমি আমার কেউ নও।

[পদাঘাত করিয়া প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। যাঃ, সব ভেস্তে গেল!

বিল্ব। চিন্তামণি, চিন্তামণি,—

নাগার্জ্জুন। ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়।

বিল্ব। বাবার কি দয়া ঠাকুর, বাবার কি দয়া! তাকে আমার প্রণাম জানিও। চিন্তামণি, আমি যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। ওরে ও বিলে, ফিরে আয়। দূর হারামজাদা।

খণ্ডগিরি ও সনাতনের প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। কই হে নাগার্জ্জুন, বিলম্ব করো না, ঝটিকা সমাগত প্রায়।

নাগার্জ্জুন। ব্যাকরণ ভুল কচ্ছ কেন? সমাগতা বলবে ত?

খণ্ডগিরি। হা গুরুদেব। ঈদৃশী ভ্রান্তি আমার কেন হল? ভাই নাগার্জ্জুন, তুমি এ কথা আর কোন ব্যক্তিকে বলো না যেন। লোকে শুনলে ধিক্কার দেবে।

নাগার্জ্জুন। ধিক্কার ত দিচ্ছে, আর কত দেবে? তুমিই ত সেই মহাপুরুষ, যার কথায় সনাতন স্ত্রী ত্যাগ করেছে?

খণ্ডগিরি। অনধিকার-চর্চ্চা করো না। দাও, বিদায় দাও, প্রবলা ঝটিকা সমাসন্না।

নাগার্জ্জুন। এই নাও। তোমার এক টাকা, আর সনাতনের এক টাকা।

খণ্ডগিরি। এক টাকা! ষোল আনা? চৌষট্টি পয়সা পণ্ডিত-বিদায়?

নাগার্জ্জুন। পণ্ডিত বিদায় নয়, ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা।

সনাতন। পণ্ডিত বিদায় কখন হবে?

নাগার্জ্জুন। হয়ে গেছে।

সনাতন। আমাদের ত ডাকেন নি।

নাগার্জ্জুন। তোমরা ত আর পণ্ডিত নও। তুমিও নও, তোমার এই মাতুলটিও নয়। মূর্খ বিদায় যখন হবে, তখন এসো।

সনাতন। মামা,—

খণ্ডগিরি। এ কি তুমি রহস্য কচ্ছ নাগার্জ্জুন?

নাগার্জ্জুন। তোমার সঙ্গে আবার কি রহস্য করব? তুমি মানুষ না কি?

খণ্ডগিরি। কি? আমি কুলপতি—

নাগার্জ্জুন। তুমি কুলকলঙ্ক, বামুন জাতের মুখ পুড়িয়েছ। মানে মানে বিদেয় হও, নইলে অপমান হয়ে যাবে।

খণ্ডগিরি। অপমান হয়ে, না 'অপমানিত' হয়ে? এই বিদ্যা নিয়ে তুমি পণ্ডিত বিদায়ের ভার নিয়েছ? শ্রীধর চূড়ামণির বিদায় পঞ্চ মুদ্রা, মুরলী মিশ্রের অষ্টমুদ্রা, আর—আমার ঘরে নাস্তি? আমি তোমাকে অভিশাপ দেব, তুমি নির্ব্বংশ হও।

নাগার্জ্জুন। বংশের মধ্যে আছে এক ঝাড় বাঁশ। ও যায় যাক্।

খণ্ডগিরি। তুমি উচ্ছন্ন যাও। এই তোমার দক্ষিণা। [টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন ; প্রস্থানোদ্যোগ, প্রত্যাবর্ত্তন]

নাগার্জ্জুন। আবার কি হল? ফিরলে যে?

খণ্ডগিরি। উচ্ছন্ন যাও নয়, উচ্ছন্ন হও।

[প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। এই উন্মাদের কথায় তুমি বউটাকে ত্যাগ করলে?

সনাতন। সবই আমার অদৃষ্ট। পিতা মরবার সময় বলে গিয়েছিলেন,—সর্ব্বদা মাতুলের নির্দ্দেশ মেনে চলো।

নাগার্জ্জুন। পিতার কথাটাই তোমার বেদবাক্য হল, আর অগ্নি-সাক্ষী করে সে মেয়েটাকে যে কথা দিয়েছিলে, তার দাম কিছুই নয়? তুমি পণ্ডিত না মহামূর্খ?

সনাতন। আপনি ঠিকই বলেছেন। পণ্ডিত বিদায় আমার প্রাপ্য নয়।

নাগার্জ্জুন। দিয়েছে ত ঘরছাড়া করে? এখন আছ কোথায়?

সনাতন। কোনদিন গাছতলায়, কোনদিন শিষ্যের বাড়ী।

নাগার্জ্জুন। ঘর বাঁধবে না?

সনাতন। সামর্থ্য নেই।

নাগার্জ্জুন। আমি তোমায় অর্থ দেব। সারাজীবনে যা কিছু আমি সঞ্চয় করেছি, সব তোমায় দেব সনাতন। তুমি ঘরও বাঁধতে পারবে, উঞ্ছবৃত্তিও তোমাকে আর করতে হবে না।

সনাতন। বলেন কি? আমি আপনার কে?

নাগার্জ্জুন। শত্রু। মহাশত্রু তুমি আমার। এই বিল্বমঙ্গল মায়ের দুধ ততটা খায় নি, যত খেয়েছে আমার ব্রাহ্মণীর দুধ। সে আমার সন্তান। তুমি তার সর্ব্বনাশ করেছ, তুমি আর ওই মোধো। মোধোকে আমি সশরীরে স্বর্গে পাঠাব, কিন্তু তোমাকে আমি ক্ষমা করতে পারি, আমার সর্ব্বস্ব তোমাকে দান করতেও পারি, কিন্তু এক সর্ত্তে।

সনাতন। কি সর্ত্ত?

নাগার্জ্জুন। যা করেছ, করেছ; এবার তোমার স্ত্রীকে তুমি ঘরে নিয়ে যাবে।

সনাতন। কুলটাকে নিয়ে ঘর করব?

নাগার্জ্জুন। বাপের সুপুত্তুর হয়ে করবে। তোমারই জন্যে সে

কুলটা। আমি তাকে দেখেছি। সে সতী সাবিত্রীর সগোত্র; তুমিই তার মাথায় কলঙ্কের পসরা তুলে দিয়েছ। তোমার দুর্বুদ্ধিতে যে বিষ উঠেছে, তার অর্দ্ধেক তোমাকেই পান করতে হবে। বল, কবে নেবে তাকে?

সনাতন। যেদিন মামার অনুমতি হবে।

নাগার্জ্জুন। তাহলে তোমাকে আমি আস্ত গিলে খাব। তোমার জন্যে বিল্বমঙ্গল মরবে কেন? তুমি মর, তোমার ওই বদ্ধ পাগল মামাটা মরুক, আরও তোমার যে যেখানে আছে, সব মুখে রক্ত উঠে মরুক।

সনাতন। এ আপনার অভিশাপ নয়, আশীর্ব্বাদ।

[প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। তাই ত, সত্যি ঝড় উঠল?

রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। ও ঠাকুর, ও ঠাকুর, শীগগির এস। রাজকুমার ঝপাং করে নদীর জলে ঝাঁপ দিলে।

নাগার্জ্জুন। সে কি!

রাখাল। আর সে কি? পারে যাবার নৌকো নেই। "মাঝি" "মাঝি" বলে চেঁচিয়ে খুন। কোন্ মাঝী এ জল ঝড়ের মধ্যে নাও বাইবে? গাঙ ত নয়, সমুদ্দুর।

নাগার্জ্জুন। তারপর? তারপর?

রাখাল। তারপর সে কি ব্যাপার গো! বললে বিশ্বেস করবে না। একটা মড়া ভেসে যাচ্ছিল। দেখেই বললে,—ওই ত কাঠের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছে। বলতে বলতেই ঝপাং!

নাগার্জ্জুন। সর্ব্বনাশ! হারামজাদা মরবে যে। তুই ব্যাটাচ্ছেলে আগে ছুটে আসতে পারলি না?

রাখাল। আগেই ত এলুম।

নাগার্জ্জুন। [ভ্যাঙাইয়া] আগেই ত এলুম।

রাখাল। ভাল খবরটা দিলুম, আর আপনি বাঁদরের মত ভ্যাংচাচ্ছেন?

নাগার্জ্জুন। তোকে আমি খুন করব, তারপর নিজে খুন হব।

রাখাল। আমাকে খুন করবেন, তা না হয় হল। কিন্তু নিজে খুন হবেন কেন? রাজকুমার আপনার কে?

নাগার্জ্জুন। কে আবার? আমার শত্রু।

রাখাল। শত্রুর জন্যে আবার কেউ কাঁদে না কি?

নাগার্জ্জুন। কাঁদছি ব্যাটা উন্নুনমুখো?

রাখাল। কাঁদছ না ব্যাটা ফোকলামুখো? আমি মহারাজকে গিয়ে বলছি যে বাহাত্তুরে বুড়ো রাজকুমারের জন্যে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে।

নাগার্জ্জুন। তোর গুষ্ঠীর মাথা কচ্ছে। খবরদার বলবি নি বলছি। তাহলে তোরই একদিন, কি আমারই একদিন।

রাখাল। তা আপনি ভালই করেছ। ওই সঙ্গে একবার কেষ্ট ঠাকুরকে ডেকে বল,—হে ঠাকুর, রক্ষে কর। দেখবে, সব বিপদ কেটে গেছে। [প্রস্থান।

নাগার্জ্জুন। ব্যাটা কে গো? নামটা ত জানা হল না। সাধুরা বলে, শিশুর মুখে নারায়ণ থাকে। থাক কি না থাক, চোখ কাণ বুজে একবার বলেই ফেলি—হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর, হে কৃষ্ণ, রক্ষা কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

বামুনগ্রাম—বাগানবাড়ীর বহির্ভাগ।

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। ও দুর্য্যোধন, ও দুর্য্যোধন,—

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কি বলছ কি? ভোরবেলা ডাক পাড়ছ কিসের জন্যে? গোয়াল থেকে গরু বাছুর বার করতে হবে না?

চিন্তামণি। বার কর গে।

দুর্য্যোধন। গোলাপ গাছে জল দিতে হবে না?

চিন্তামণি। হবে বাবা, হবে, এখন যাও।

দুর্য্যোধন। যাও যাও কচ্ছ কিসের জন্যে শুনি? তুমি বলবে যাও, বাবাঠাকুর বলবে যাও। দুর্য্যোধন কি বানের জলে ভেসে এসেছে?

চিন্তামণি। ভুল হয়েছে বাবা দুর্য্যোধন।

দুর্য্যোধন। একশোবার ভুল হয়েছে; সে ত আমিও বলছি।

চিন্তামণি। তোমাকে না ডেকে যদি ভূতি দাসীকে ডাকতুম, অনেক ভাল হত।

দুর্য্যোধন। কি? দুর্য্যোধনের কাজ ভূতি দাসী করবে? যা তা বলো না বলে দিচ্ছি। আমার মন মেজাজ খারাপ।

চিন্তামণি। কবে যে তোমার মনমেজাজ ভাল ছিল, তা জানি না।

দুর্য্যোধন। তোমার আর কি? খাও দাও, আর বাঁশী বাজাও। ভাবনায় আমার সারারাত ঘুম হয় নি, তা জান?

চিন্তামণি। জানি বই কি? শেষরাত্রে কত ডাকাডাকি করলুম, এত ডাকাডাকিতে কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙ্গত, কিন্তু তোমার ঘুম ভাঙ্গল না।

দুর্য্যোধন। যা খুশী বলো না। বাবাঠাকুর বলে গেছে কাল বিকেলে ফিরে আসবে। সারারাত জল ঝড় হয়েছে খবর রাখ? ওই জলঝড়ের মধ্যে যদি নদীতে নৌকো ছেড়ে থাকে, তাহলে আর কি সে ফিরে আসবে ভেবেছ?

চিন্তামণি। ফিরে এসেছে।

দুর্য্যোধন। তা আসবে না? সারারাত আমি মা-কালীকে পাঁঠা মানত করেছি।

চিন্তামণি। সেই জন্যেই শেষরাত্রে জলঝড়ে আধমরা হয়েও ফিরে এসেছে।

দুর্য্যোধন। কই, আমাকে ডাকে নি ত। দরোজা খুললে কে?

চিন্তামণি। কেউ খোলে নি।

দুর্য্যোধন। তবে ঢুকল কি করে?

চিন্তামণি। ওই পাঁচীলের দিকে চেয়ে দেখ।

দুর্য্যোধন। হাই বাপ, এ যে মস্ত বড় সাপ।

চিন্তামণি। সাপটা পাঁচীলের ওপারে গর্ত্তে মুখ দিয়েছিল। তোমার বাবাঠাকুর ভাবলে,—আমি তার জন্যে একটা কাছি ঝুলিয়ে রেখেছি। এই ভেবে সাপের লেজ ধরে পাঁচীল টপকে উঠোনে গিয়ে পড়ল। সাপটা মরে গেল, তবু গর্ত্তের ভেতর থেকে মুখ বের করলে না।

দুর্য্যোধন। হে মা মনসা, রাগ করো না মা, কালো গাইয়ের দুধ দেব, মর্ত্তমান কলা দেব। বাবাঠাকুরকে ক্ষ্যামা কর মা। আরে বাপরে বাপ, এমন কথা ভূ ভারতে কেউ শুনেছে? সাপ হল কাছি, বাঘ হবে মাছি, আমরা তবে কাকে নিয়ে আছি?

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। কি হয়েছে দুর্য্যোধন?

দুর্য্যোধন। পেন্নাম কর, শীগগির পেন্নাম কর।

বিল্ব। কাকে?

দুর্য্যোধন। মা মনসাকে। আরে বাপরে বাপ, কাছি হল সাপ, এ কি যেমন তেমন পাপ!

বিল্ব। কি বলছিস্ তুই?

দুর্য্যোধন। বলব কি আর মাথা? তুমি একটা যা তা!

চিন্তামণি। তোমার গায়ে এ পচা গন্ধ কিসের?

দুর্য্যোধন। শুধু গন্ধ? গাময় পোকা দেখছ না?

চিন্তামণি। ও মা, তাই ত, এতক্ষণ লক্ষ্য করি নি ত। এত পোকা!

বিল্ব। পোকা!

চিন্তামণি। ওয়াক্। কোথায় কি ঘেটে এসেছ বল। আমার মাথা খেতে কোথা থেকে পোকা সংগ্রহ করে আনলে? সরে যাও, সরে যাও, ঘেন্নায় মরে যাব।

বিল্ব। ঘৃণা চিন্তামণি?

দুর্য্যোধন। কি তুমি যা তা বল? হেট্ পোকার পো। [জামা হইতে পোকা ঝাড়িয়া ফেলিতে লাগিল] হ্যাঁ গা, ও বাবাঠাকুর,

করেছিলে কি নেশা ভাঙ? কি করে তুমি পেরুলে গাঙ? গাঙ ত নয়, সমুদ্দুর।—জল ঝড়ে কে বাইলে নাও,—কও ত শুনি, মাথা খাও।

বিল্ব। নদীতে নৌকো ছিল না। একটা কাঠের গুঁড়ি ভেসে যাচ্ছিল, তাই ধরে পেরিয়ে এলাম।

চিন্তামণি। কোথায় সে কাঠের গুঁড়ি?

বিল্ব। নদীর ধারে তুলে রেখেছি, যদি আর কারও কাজে লাগে।

চিন্তামণি। দুর্যোধন, কাঠের গুঁড়িটা দেখে এস ত বাবা।

দুর্যোধন। গুঁড়ি আবার দেখব কি? গুঁড়ির মধ্যে আছে কি?

চিন্তামণি। পোকা আছে কি না দেখে এস।

দুর্যোধন। হায় রে পোড়াকপাল, শালুক চিনেছে গোপাল। মরণ ত মোর হয় না, এ জ্বালা আর সয় না। হ্যাঁ দে শোন বা-ঠাকুর, বাঁচতে চাও ত পালাও দূর। এ আমার ভাল ঠেকছে না। চাদ্দিকে যেন কি রকম থম থম করছে। কে যেন আনাচে কানাচে উঁকি মারছে। ঝম্ ঝম্ করে কার যেন মল বাজছে গো। হালুম করে পূরবে পেটে, রক্ত খাবে চেটে চেটে। মানুষ নয় এ সোজা ডান, খতম করবে তাজা প্রাণ। হে মা মনসা, হে মা কালি, বুক চিরে দিই রক্ত ঢালি; বা-ঠাকুরে ক্ষ্যামা কর্, খাবি ত ওই ডাইনীরে ধর্।

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। একদৃষ্টে মুখের দিকে চেয়ে আছ যে? হল কি তোমার?

বিল্ব। আমাকে তোমার ঘৃণা হচ্ছে চিন্তামণি? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে,—"আধ জনম হাম রূপ নেহারনু, নয়ন না তিরপিত ভেল।" দুটো দিন তোমায় দেখি নি, মনে হচ্ছে যেন কত যুগ তোমার দর্শন পাই নি। এ পারে তুমি, ও পারে আমি, মাঝখানে কর্ম্মনাশা কর্ম্মদেবী সহস্র বাহু বিস্তার করে আমায় বাধা দিয়েছিল। আমি সে বাধা মানি নি, প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর মূর্ত্তি আমি গ্রাহ্য করি নি। শাস্ত্রের অনুশাসনে আমি ভ্রূক্ষেপ করি নি চিন্তামণি। তোমাকে দেখবার জন্যে আমি মাতৃশ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ রেখে চলে এসেছি।

চিন্তামণি। মাতৃশ্রাদ্ধ অসম্পূর্ণ রেখে কুলটার মুখ দেখতে এসেছ! মা—সংসারে যার তুলনা নেই, তার চেয়ে একটা গণিকা তোমার কাছে বড় হল?

বিল্ব। গণিকা!

চিন্তামণি। আমার যে মা নেই। নিঃস্ব রিক্ত নিরাশ্রয় হয়েও মা যদি আমার বেঁচে থাকত, তাহলে জীবনের ঘাটে ঘাটে এমনি করে স্রোতের তৃণের মত আমি ভেসে বেড়াতুম না। সেই মা, —তোমারই জন্যে যে অকালে প্রাণ দিলে, তার নামে একটু শ্রদ্ধার অঞ্জলি দেবে, তাও তুমি শেষ করে এলে না?

বিল্ব। শ্রদ্ধার অঞ্জলি চিন্তামণি? পুরোহিত আমায় মন্ত্রপাঠ করিয়েছে মায়ের উদ্দেশে, কিন্তু আমি শুধু চিন্তা করেছি তোমাকে। যখন দেখলাম, আকাশ মেঘে মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেল, তখন মনে হল, আর দেরী হলে আজও চিন্তামণিকে দেখতে পাব না। শ্রাদ্ধ অসমাপ্ত রইল, পুরোহিত নিষেধ করলে, পিতা বার বার পদাঘাত করলেন,—তবু আমি পাগল হয়ে ছুটে এলাম নদীর ঘাটে। নৌকো ছিল না, কাঠের গুঁড়ি আশ্রয় করে মরণদোলায় দুলতে দুলতে

তোমার কাছে এসেছি চিন্তামণি। সেই তুমি আমায় ঘৃণা কর?

চিন্তামণি। দোর বন্ধ ছিল, কি করে তুমি বাড়ীতে ঢুকলে?

বিল্ব। বলেছি ত, তুমি যে পাঁচীলের উপর দিয়ে কাছি ঝুলিয়ে রেখেছিলে, তাই বয়ে আমি উঠেছি।

চিন্তামণি। আমি তোমার জন্যে কাছি ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, একি তুমি সত্যি বিশ্বাস কর?

বিল্ব। কেন করব না চিন্তামণি? তোমার অদর্শনে আমি যেমন ব্যাকুল হয়েছিলাম, তুমিও নিশ্চয়ই ততখানি ব্যাকুল হয়েছিলে।

চিন্তামণি। জানি না কুমার কি দিয়ে তোমার প্রাণটা গড়া। জানি না কি অপরূপ মাধুর্য্য আছে এই গণিকার মুখে। কত রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে দেখেছি, বিনিদ্র চোখ দুটি মেলে তুমি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছ। গ্রীষ্মের রাত্রে নিজে না ঘুমিয়ে তুমি বসে বসে আমায় বাতাস করেছ। তুমি জান না, তোমার এ ভাল-বাসার প্রতিদান আমি সামান্যই দিয়েছি।

বিল্ব। এ তুমি কি বলছ?

চিন্তামণি। দেখবে, কোন্ কাছিটা আমি ফেলে রেখেছিলাম? ওই দেখ।

বিল্ব। এ কি! এ যে প্রকাণ্ড সাপ!

চিন্তামণি। চোখে যখন আসক্তির নেশা লাগে, তখন ওই সাপই কাছি হয়ে যায়। হায় ব্রাহ্মণ, তুচ্ছ একটা গণিকার জন্যে তুমি যমকে আলিঙ্গন করেছিলে? তুমি কি মানুষ?

বিল্ব। মানুষ কি মাতৃশ্রাদ্ধ অসমাপ্ত রেখে নারীর মুখ দেখতে

ছুটে আসে? মানুষ কি মৃত্যু নিশ্চিত জেনে উত্তাল তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে? মানুষ কি নারীর জন্য একটা রাজ্য পায়ে ঠেলে চলে আসে? মানুষ আমি নই চিন্তামণি। তোমারই জন্যে আমি মানুষের পরিচয় মুছে ফেলেছি। সেই তুমি আমায় ঘৃণা কর চিন্তামণি?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। ও ডাইনী মাসি, ও ডাইনী মাসি, কি দেখলুম এ গাঙের ঘাটে, বলতে আমার বুকটা ফাটে। হায় রে এ কি সর্ব্বনাশ, এ যে দেখছি পচা লাশ!

চিন্তামণি। সে কি!

দুর্য্যোধন। এই নাও সে লাশের পোকা, মিলিয়ে নাও যাবে ধোঁকা। এই দেখ। বাবাঠাকুর, তুমি শেষকালে এমনি পাগল হলে? দুঃখের কথা কারে কই, মরণ হয় না, কত সই?

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। সত্যি তুমি গলিত শব আঁকড়ে ধরে নদী পার হয়ে এলে? দুর্গন্ধও নাকে গেল না?

বিল্ব। আমি তোমার কথা ভাবছিলাম।

চিন্তামণি। শবটা কি চোখেও দেখতে পেলে না?

বিল্ব। আমি মনশ্চক্ষে তোমাকেই দেখছিলাম।

চিন্তামণি। সাপের গায়ে হাত দিয়েও কি টের পেলে না যে এ দাড়ি নয়, একটা জীবন্ত প্রাণী?

বিল্ব। কতক্ষণে তোমাকে দেখব, এ ছাড়া আর কিছু ভাববার আমার শক্তি ছিল না।

চিন্তামণি। হায় ব্রাহ্মণ, এতখানি ভালবাসা যদি একটা গণি-

কাকে না দিয়ে নারায়ণকে দিতে, তাহলে জীবন তোমার কৃতার্থ হয়ে যেত, নারায়ণ তোমার মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিতেন।

বিল্ব। কি কহিলে চিন্তামণি?
নারায়ণ ধরা দিত
করতলে মোর হেন প্রেম
তার পায়ে করিলে অর্পণ?
চিন্তামণি,—

চিন্তামণি। সরে যাও নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ।
সমাজের ঘৃণ্য জীব বারাঙ্গনা আমি,
আমারও ঘৃণা হয় স্পর্শিতে তোমারে।

বিল্ব। তোমারও ঘৃণা হয় স্পর্শিতে আমারে?
এ কি তব সত্য বাণী, কিম্বা পরিহাস?

চিন্তামণি। পরিহাস? বেশ্যাদাস লম্পট ব্রাহ্মণ,
মাতৃশ্রাদ্ধ অসমাপ্ত রাখি
আসিয়াছ বেশ্যারে করিতে আলিঙ্গন;
পাশব প্রবৃত্তি তব,
লোকালয় নহে তব স্থান। পশু তুমি,
পশুসনে কর গিয়া বাস।
দূর হও কুলের পাংশুল।

বিল্ব। সত্য আমি কুলের পাংশুল।
জনমিয়া ব্রাহ্মণের কুলে
ব্রাহ্মণের সদাচার দিছি বিসর্জ্জন।
শাস্ত্রবেদ পরিহরি
সুরাপাত্র ধরিয়াছি করে,

পরনারী পদসেবা করিয়াছি সার।
আমারি কারণে দুঃসহ দহনে দহি
মাতা গেছে পরলোকে,
পিতারও এসেছে বুঝি অন্তিম ঘনায়ে।
কেন? কেন? কার তরে
জীবনের সরবস্ব দিনু বিসর্জ্জন?

চিন্তামণি। ঘৃণ্য এক বারনারী তরে।

বিল্ব। সেও আজ ঘৃণা করে মোরে!

চিন্তামণি। সংসারের এই ত নিয়ম।

বিল্ব। কি কুৎসিত! রক্তমাংস মলমূত্র
ক্লেদের আধার এই
কামিনী সম্মুখে মোর!
কোথায় সৌন্দর্য্য! কোথায় সে
কমনীয় মুখ! সর্ব্বস্ব তেয়াগি যারে
এতদিন করিয়াছি পূজা,
এই কি সে ভুবনমোহিনী।
করাল কুটিল জিহ্বা
মুখে মধু অন্তরে গরল,
ওই কেশপাশ সহস্র কামিনীসম
ফণা তুলি আমারে দংশিতে চায়!
এরি তরে শবেরে করিনু আলিঙ্গন,
ভুজঙ্গেরে রজ্জু ভাবি ধরিলাম করে?

চিন্তামণি। কুমার!

বিল্ব। এই কি সংসার!

শূন্যগর্ভ স্বার্থপর মিথ্যার আগার!
মাতা গেছে পরপারে,
পিতা মোরে করিয়াছে ত্যাগ।
কে আছে আপন জন?
কার তরে বহিব জীবন তবে?

গীতকণ্ঠে গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দদাস। **গীত।**

ফুলবাগিচায় ফুল ফোটে যার অর্ঘ্য হতে পায়,
গাইছে পাখী, বইছে সমীর, তটিনী ছুটে যায়,
আপন হতে সেই ত আপন,
পিতামাতা বন্ধু স্বজন,
স্মরণ ক'রে তারি চরণ বদ্ধ কারা ছেড়ে আয়!
তোরি তরে সে যে পাগল,
আয় ভেঙ্গে আয় মোহের আগল,
বাঁশীর সুরে ডাকছে যে রে প্রেমের ঠাকুর উভরায়।

বিল্ব। কি কহিলে সাধু?
প্রেমের ঠাকুর মোরে করিছে আহ্বান?
ঠিক, ঠিক, অন্তরের অন্তস্তল হতে
আনন্দের বান ডেকে আসে।
কার এ অভয়বাণী
মেঘমন্দ্রে বিধ্বনিত বিশ্বচরাচরে?
ওরে ভয় নাই, ভয় নাই,
পাপীরেও দিতে আলিঙ্গন
আছে একজন এই বিশ্বচরাচরে।

কোথা তুমি, কত দূরে,
কোথা পথ, কোন্‌দিকে পথ?

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। এ যে সত্যি চলে গেল। এ কি করলে ঠাকুর? আমি এখন কি নিয়ে থাকব?

গোবিন্দদাস। **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

শ্রীকৃষ্ণ নাম কর মা সার,
কৃষ্ণ বিনে কে আছে আর?
ডুবে থাক দিবানিশি কৃষ্ণনামের মদিরায়।

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। দুর্য্যোধন, ওরে দুর্য্যোধন, পালিয়ে গেল, ধর ধর।

[প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

মন্দির।

রাধামাধবের বিগ্রহের সম্মুখে অশ্রুমতী
গীতারতি করিতেছিল।

অশ্রুমতী। **গীত।**

যশোদা-নন্দন বৃন্দাবন-ধন কেশব নটবর-শ্যাম,
মোহনমুরলীধর গোপীগণমনোহর শ্রীরাধানয়ন অভিরাম!
[মন্দির দ্বারে শিবশঙ্কর আসিয়া দাঁড়াইলেন।]
কণ্ঠে নাহিক ভাষা, নাহি ভক্তি ভালবাসা, জানি না পূজার উপচার,
অসহ দুঃখে হিয়া যায় প্রিয় বিদরিয়া, জলে আঁখি ভাসে অনিবার,
অশ্রু-অঞ্জলি নাও, কৃপাকণা মোরে দাও, পতিতপাবন তব নাম,
কর তার শুভ হরি সুপথে চালন করি, শ্রীচরণে প্রাণ স'পিলাম।

শিব। মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হক মা।

অশ্রু। কে? রাজাবাহাদুর! আপনি আমাদের কুটিরে!

শিব। রাণী ত একবার এসেছিল। সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে আমিও একবার দেখে গেলাম কি কৌস্তভ রত্ন আছে এই কুটিরে,—যার জন্যে রাণী পাগল হয়ে উঠেছিল। পূজো তোমার শেষ হয়েছে মা?

অশ্রু। পূজো ত আমি জানি না, আমি শুধু গান গাই। জানি না এ গান তার কাছে পৌঁছয় কি না।

শিব। পৌঁছয় বই কি মা? তিনি যে ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন। রাণীর বড় আশা ছিল, তোমাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে তোমার হাতে ঠাকুরসেবার ভার সঁপে দিয়ে দিবানিশি তোমার গান শুনবে। মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙ্গে।

অশ্রু। মহারাজ,—

শিব। কিছু মনে করো না মা, ঘরে এসে তোমার পূজোর ব্যাঘাত করলাম। বাইরেই দাঁড়িয়েছিলাম, একটি ছেলে আমাকে ডেকে নিয়ে এল।

অশ্রু। মহারাজ, আপনার যোগ্য আসন আমাদের ঘরে নেই।

শিব। আসন থাক। আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম।

অশ্রু। বাবা ত এখন ঘরে নেই।

শিব। তাঁর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। আমি আবার বেশী ব্যাকরণ জানি না।

অশ্রু। বেশ, তাহলে মাকে ডেকে দিই।

শিব। তাই ডাক।

অশ্রু। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, মা এখনি আসবেন।

[প্রস্থান।

শিব। আর কত দুঃখ দেবে ঠাকুর? কোন্ জন্মে কার ভরাডুবি করেছিলাম, এখনও কি তার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হয় নি?

চণ্ডমণির প্রবেশ।

চণ্ড। গরীবের ঘরে কি জন্তে এসেছেন রাজাবাহাদুর?

শিব। দেখতে এলাম দেবি, এই জীর্ণ পুরাতন কুটীরে কি রত্ন লুকিয়ে আছে, যাকে ঘরে নেবার জন্তে মহারাণী পাগল হয়ে উঠেছিল।

চণ্ড। কি দেখলেন রাজাবাহাদুর?

শিব। দেখলাম, এ শুধু রত্ন নয়, পরশ পাথর। রাণী ঠিকই চিনেছিল। দুর্ভাগ্য আমার যে এমন মহার্ঘ মণি আমার রাজভাণ্ডারে স্থান পেলে না। জান ভগ্নি? মহারাণী তার উচ্ছৃঙ্খল পুত্রের জন্যে ততটা কাতর হয় নি, যত কাতর হয়েছিল তোমার কন্যাকে ঘরে নিতে পারে নি বলে। ভেবেছিলাম, পুত্রকে দিয়ে যখন তার সাধ পূর্ণ হল না, তখন ভ্রাতুষ্পুত্রকে দিয়েই তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করব। শুনলাম, তোমরা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছ।

চণ্ড। হ্যাঁ করেছি। আমি ত শুধু প্রত্যাখ্যানই করেছি, আমার মেয়ে তাকে কুকুরের মত তাড়িয়ে দিয়েছে। অন্যায় হয়েছে রাজা-বাহাদুর? আপনি কি আমাদের দণ্ড দিতে এসেছেন? বেশ, ইচ্ছে হয় ঘরখানা পুড়িয়ে দিয়ে যান, না হয় চাবুক নিয়ে আসুন, মায়েঝীয়ে পিঠ পেতে দিচ্ছি।

শিব। পিঠ পেতে দেবে!

চণ্ড। তা দিতে হবে বই কি? আপনি দেশের রাজা, ইচ্ছে হলে আমাদের মাথাও কেটে নিতে পারেন। এতদিন যে নেন নি, এই আমাদের সৌভাগ্য। কিন্তু আপনি যদি মনে করে থাকেন যে জোর করে আমার মেয়েকে যার তার গলায় ঝুলিয়ে দেবেন, তাহলে আপনি চণ্ডী বামনীকে চেনেন না।

শিব। এ তুমি কি বলছ দেবি? প্রার্থীর অধিকার প্রার্থনা করার, দাতার অধিকার দেওয়া না দেওয়ার। এর মধ্যে জোরের প্রশ্ন নেই।

চণ্ড। মহারাজ!

শিব। স্বর্গগতা মহারাণীর প্রতিশ্রুতির দায়ে রাজপরিবার তোমা-দের কাছে আবদ্ধ। তাই আমি এ প্রস্তাব করে পাঠিয়েছিলাম।

তোমাদের যখন সম্মতি নেই, তখন এ প্রসঙ্গ তুলে আর লাভ নেই। আমি তোমাদের কাছে সে জন্যে আসি নি।

চণ্ড। মহারাজের জয় হক। কি কথা আপনার বলুন।

শিব। কথা তেমন কিছু নয়। আমি তীর্থ ভ্রমণে যাব স্থির করেছি। মানুষের জীবন পদ্মপত্রের জল, কখন পড়ে যাবে, কেউ জানে না। যাবার আগে যার কাছে যা ঋণ আছে, সব পরিশোধ করে যেতে চাই।

চণ্ড। আমাদের কাছে ত রাজাবাহাদুরের কোন ঋণ নেই।

শিব। আছে ভগ্নি। তোমরা আমাকে মুক্তি দিলেও ভগবান আমায় মুক্তি দেবেন না। মহারাণী যাকে বাগদান করে গেছেন, সহজে কেউ তাকে বিবাহ করতে চাইবে না। আমি তার ব্যবস্থা করে যাব, কারণ ধর্ম্মতঃ এ অনর্থের জন্য আমরাই দায়ী। সম্ভ্রান্ত সচ্চরিত্র পাত্রের সঙ্গে তার বিবাহ দিও। বিবাহের যৌতুক হিসেবে কমলগড়ের তালুক আমি তার নামে দানপত্র করে দিলাম। এই নাও।

চণ্ড। আমি আর নিয়ে কি করব? ও সব দলিল ফলিল আমি ভাল বুঝি না। কে জানে, আপনি কি দিয়ে কি বুঝিয়ে দিয়ে যাবেন। মেয়ে নিজে এসে বুঝে পড়ে নিক।

শিব। বেশ, মেয়েকে ডাক, দলিলটা তার হাতেই দিয়ে যাই। এই গহনাগুলো তুমি দেখে নাও।

চণ্ড। কিসের গহনা রাজাবাহাদুর?

শিব। মহারাণী তার পুত্রবধূর জন্যে গড়িয়ে রেখে গেছে।

চণ্ড। বেশ ত, পুত্রবধূ এসেই পরবে।

শিব। আর তা হয় না। পরনারী নিয়ে যে মত্ত, তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে কোন মেয়ের সর্ব্বনাশ আমি করব না।

চণ্ড। মহারাজের দয়ার অন্ত নেই।

শিব। নাও, গহনার পেটিকা তুলে রেখে এস। এর মধ্যে এক লাখ টাকার গহনা আছে।

চণ্ড। এক লাখ! সে ক' কুড়ি?

শিব। কুড়ি কি বলছ? ক' হাজার বল।

চণ্ড। হাজারের কথা কাণেই শুনেছি, চোখে কখনও দেখি নি। কুড়ি নিয়েই আমাদের কারবার। আমি তাও গুণতে জানি না; মেয়ে কেবলি আমার ভুল ধরে। মেয়ে ত নয়, খাণ্ডারণী; যাকে বুকনী দেবে, তার ফেঁসো বার করে ছাড়বে। আপনার ভালই হয়েছে রাজাবাহাদুর, হতভাগী আপনার ঘরে গেলে গাছ কোমর বেঁধে নিজে রান্না করত, ঠাকুরঘর ঝাড় দিত, আর বাড়ীর সবাইকে কেষ্টভজা করে তুলত। আপনার মান সম্মান ভুঁয়ে লুটিয়ে দিত।

শিব। তুমি হাসছ না কাঁদছ, বুঝতে পাচ্ছি না।

চণ্ড। দেখ দেখি, কাঁদব কেন? ঘুঁটে কুড়ুণীর মেয়ে কি রাজরাণী হয়? হলেও তার মাথা বিগড়ে যায়,—আপনার ভাইপোর যেমন হয়েছে। কিন্তু আপনি ঘনঘন আকাশ দেখছেন কেন?

শিব। দেখছি ফুটো চালের ভেতর দিয়ে আকাশের কতখানি দেখা যায়। এত বড় পণ্ডিত, সমাজের কুলপতি, তার চালে খড় জোটে না?

চণ্ড। কি করে জুটবে বলুন? যেখানে যাবে, সেখানেই ব্যাকরণের ঝগড়া লাগিয়ে দেবে। কেউ যদি কিছু দান করে অশুদ্ধ ভাষা বলে, সব মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আসবে। শিষ্যরা বকুনির ভয়ে আসে না। একজন পায়ে পঞ্চাশ টাকা প্রণামী রেখে টাকা না বলে ট্যাকা বলেছিল। টাকা ত ছুঁড়ে ফেললেই, তার

উপর লোকটাকে খড়ম নিয়ে তেড়ে মারতে গেল। চালে খড় দেব কি রাজাবাহাদুর? ভাঁড়ে প্রায়ই মা ভবানী বসে থাকেন।

শিব। তাই ত,—

চণ্ড। নিন গহনার পুঁটলি।

শিব। এও কি তোমার মেয়ের হাতে দিতে হবে?

চণ্ড। না মহারাজ, ও আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান।

শিব। নেবে না?

চণ্ড। নিয়ে রাখব কোথায়? চোরে চুরি করে নেবে, না হয় ডাকাতে গলা কেটে লুটে নিয়ে যাবে। দেখছেন ত, দরোজায় কপাট নেই। রাত্রে ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে থাকি, কিছু নেই বলে চোর ডাকাত কখনও উঁকি মারে নি। নিয়ে যান রাজাবাহাদুর। ও পুঁটলিটার দিকে যত চাইছি, তত আমার চোখ জ্বালা কচ্ছে।

শিব। আমি তোমাদের এ ঘর ভেঙ্গে অট্টালিকা গড়িয়ে দেব।

চণ্ড। আরও ত কত খড়ের ঘরে আষাঢ়ের জল গড়িয়ে পড়ে, কত লোকের মাথা গোঁজবার ঠাঁই নেই। তাদের জন্যে অট্টালিকা গড়িয়ে দিন। এ বামুন পণ্ডিতের ঘর, এর চালে খড় থাকে না, এর বেড়া ছ্যাচা বাঁশের না হলে মানায় না, এ তীর্থের মাটি শান বাঁধানো হলে শিষ্যদের মাথা ঠুকে কপাল ভেঙ্গে যাবে। বুঝলেন না কথাটা?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কিসের কথা মা?

চণ্ড। এই দুঃখের কথা বলছি মা। এমন ঘরে পড়েছিলাম, একখানা গয়না গায়ে উঠল না।

অশ্রু। গয়না পরতে তোমার ভাল লাগে?

চণ্ড। অবাক করলি অশ্রু। গয়না আবার ভাল লাগে না কার?

অশ্রু। কই আমার ত ভাল লাগে না।

চণ্ড। শুনছেন রাজাবাহাদুর? বাপটা যেমন পাগল, মেয়েটাও তেমনি। এরা আমাকে শুদ্ধ পাগল করে ছাড়লে।

শিব। অশ্রুমতি,—

অশ্রু। আদেশ করুন মহারাজ।

শিব। আমি তীর্থে যাচ্ছি। কবে ফিরব, ঠিক নেই। ফিরব কি না, তাই বা কে জানে? আমাদের জন্যে তোমার যে নিদারুণ ক্ষতি হয়েছে,—কিছুতেই তার পূরণ হবার নয়। যাতে তোমার সহজে বিবাহ হয়, সে জন্য কিছু ভূসম্পত্তি আমি তোমায় দান করে যাচ্ছি। বিবাহের যৌতুক বলে এই দানপত্র তুমি গ্রহণ কর মা।

অশ্রু। [দানপত্র লইয়া পড়িয়া দেখিল] কমলগড়ের তিনখানা বাড়ী, আর এক হাজার বিঘা জমি! শুনছ মা?

চণ্ড। শুনব আবার কি? বাপের বয়সে দশ কাঠা জমি চোপে দেখেছিস্? তোর নাচ পাচ্ছে না?

অশ্রু। না, কান্না পাচ্ছে।

চণ্ড। তা বেশী আনন্দ হলে কান্না পায় বই কি?

অশ্রু। আনন্দের কি সীমা আছে মা? দানপত্র ফিরিয়ে নিন রাজাবাহাদুর। এর চেয়ে অনেক বেশী মূল্যবান্ আপনার পায়ের ধূলো আমি মাথায় তুলে নিলাম। [দানপত্র রাজার পায়ে রাখিয়া পদধূলি তুলিয়া মাথায় দিল]

শিব। তাই নাও মা, আশীর্ব্বাদই নাও। পুত্রের জন্য পিতার যতখানি স্নেহ থাকতে পারে, সব তোমাকে উজোড় করে দিয়ে যাচ্ছি। মনোবাঞ্ছা তোমার পূর্ণ হক।

খণ্ডগিরির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। কে? রাজাবাহাদুর? উত্তম হয়েছে। আমি এইমাত্র একটি সুসংবাদ শ্রবণ করলাম। আপনি কি অবগত আছেন?

শিব। না।

খণ্ডগিরি। তবে শ্রবণ করুন। গতকল্য প্রত্যুষে—

অশ্রু। প্রত্যুষে বলে থামলে কেন?

খণ্ডগিরি। মনে হচ্ছে, গতকল্য প্রত্যুষে না বলে গত প্রত্যুষে বললেও চলত।

চণ্ড। আসল কথাটা বল।

খণ্ডগিরি। গত প্রত্যুষে উদয়াচলে সূর্য্যদেব যখন—

চণ্ড। উঠি উঠি কচ্ছে—

খণ্ডগিরি। গুরুচণ্ডালি দোষ হচ্ছে। সূর্য্যদেব যখন উদীয়মান তখন—

চণ্ড। তখন তোমার গুষ্ঠীর মাথা ফেটে চৌচাকলা হয়ে গেল।

অশ্রু। তুমি চুপ কর না মা।

চণ্ড। বুড়ো মিনসের আক্কেলটা দেখ্‌না। রাজাবাহাদুরকে উদয়াচলে তুলে আর নাবাচ্ছে না। কেবলি ব্যাকরণের জট ছাড়াচ্ছে। যাও যাও, নিজের কাজে যাও। তোমার সব মিথ্যে।

খণ্ডগিরি। মিথ্যা? খণ্ডগিরি মিথ্যাবাদী?

অশ্রু। না বাবা না। কি হয়েছে বল।

খণ্ডগিরি। বলছি ত। বিল্বমঙ্গল দেশত্যাগ করেছে।

সকলে। দেশত্যাগ করেছে!!!

খণ্ডগিরি। সেই নারী তাকে নাকি বলেছিল,--একটা কুলটার পায়ে তুমি যতখানি প্রেম নিবেদন করেছ, ততখানি প্রেম ভগবানকে দিলে দুদিনেই তার সাক্ষাৎ পেতে। এই কথা শ্রবণ করে সে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে প্রস্থান করেছে।

শিব। সুসংবাদ দিয়েছ পণ্ডিত। বল কি মহৎ পুরস্কার চাও তুমি।

খণ্ডগিরি। এই পুরস্কার চাই যে আপনি অশুদ্ধ ভাষা বলবেন না।

শিব। আর কিছু চাই না তোমার? টাকা পয়সা, জমি, মাসিক বৃত্তি?

খণ্ডগিরি। সে ওই অশ্রু জানে। কি চাই মা আমাদের?

অশ্রু। কিছু না বাবা। আমরা ত সুখেই আছি।

খণ্ডগিরি। তা ত বটেই। না রাজাবাহাদুর, আমাদের কোন অভাব নেই। তবে যদি আপনি ক্ষুণ্ণ হন, তাহলে আমার মুগ্ধ-বোধ ব্যাকরণখানা কীটদষ্ট হয়েছে, একখানা মুগ্ধবোধ আমাকে দান করবেন।

শিব। তাই হবে পণ্ডিত। পায়ের ধূলো দাও। কি বিচিত্র এ সংসার! যাকে যা ভাবি, সে তা নয়!

[প্রস্থান।

চণ্ড। যেমন পাগল বাপ, তেমনি পাগল মেয়ে। অতগুলো জমি জায়গা দানপত্র করে হাতে তুলে দিলে, কিছুতেই নিলে না? আর এই হতচ্ছাড়া মিন্‌সে,—রাজা দুহাত ভরে দিতে চাইলে, আর উনি চাইলেন কি না মুত্রবোধ ব্যাকরণ।

খণ্ডগিরি। অশ্রু। তোমার জননীকে মুগ্ধবোধ বলতে বল; নতুবা আজ মহাপ্রলয় হবে।

অশ্রু। হ্যাঁ মা, আমি যে দেখলুম, মহারাজ তোমায় গহনার পুঁটলি দিলেন, তুমি তা ফিরিয়ে দিলে। তাহলে পাগল শুধু আমরা নই, তুমিও?

চণ্ড। অবাক করলি মা। ওই পেতলের গয়না রাখব আমি! এক রত্তি সোনা থাকলেও কি আমি ফিরিয়ে দিই? তেমন বোকা চণ্ডী বামনী নয়।

[প্রস্থান।

খণ্ডগিরি। মা,—

অশ্রু। বাবা,—

খণ্ডগিরি। প্রাপ্যের অধিক যে চায়, তার নাম তস্কর। যার যা প্রাপ্য, সে ঠিক তা পায়, কেউ রোধ করতে পারে না। তুইও পাবি মা। মধুমঙ্গলকে বিবাহ না করে তুই ভালই করেছিস্। সে আদৌ ব্যাকরণ জানে না। আমি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি, তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।

[অশ্রু তাহার পদধূলি লইল]

অশ্রু। চল বাবা, স্নান করতে চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

বাগানবাড়ী।

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। কই, ফিরে এল না ত? সাতদিন সাতরাত্রি কেটে গেল, তবু ঘরমুখো হল না? এত অভিমান? আচ্ছা, আমিও চিন্তামণি। একবার এলে হয়। নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ব। কিন্তু বুকটা এমন হাহাকার কচ্ছে কেন? আমি ত বেশ্যা, একজন গেছে, আর একজনকে নিয়ে ঘর করব। উঃ, ভাবতেও গায়ে কাঁটা দেয়! তবে কি করব? করবটা কি তবে, তাই বল। এক কথায় যে ফেলে চলে গেল, তার জন্যে সারা জীবন পা ছড়িয়ে কাঁদতে হবে? সে আমি পারব না। কেন? কেন? সে আমার কে?

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। শত্রুর, শত্রুর।

চিন্তামণি। না, শত্রু ঠিক নয়। সে ত আমার কোন অনিষ্ট করতে চায় নি। আমাকে ধরে এনেছিল তার অনুচরেরা। সে তাদের খুন করতে বাকি রেখেছে। আমার জন্যে সে অপমানিত হয়েছে, মার খেয়েছে, তিনদিন আমার ছায়াও মাড়ায় নি, তবু আমি তাকে শত্রু বলব? ধর্ম্মে সইবে তাহলে?

দুর্য্যোধন। তুমি ঠিকই বলেছ ডাইনী মাসি। মানুষটা খারাপ ছেল না।

চিন্তামণি। না, গঙ্গাজলে ধোয়া ছিল! আমার হাড় মাংস জ্বালিয়ে খেয়ে গেল। আমি তাকে অভিশাপ দেব।

দুর্য্যোধন। আরে বাপরে বাপ, তুমি দিতে চাও অভিশাপ? সে মানুষটা তার সব তোমার পায়ে ঢেলে দিয়ে গেল, আর তুমি তাকে শাপমন্যি দেবে? দাও যত পার, সে আর ফিরবে না।

চিন্তামণি। দেখ আনাচে কানাচে কোথায় লুকিয়ে আছে।

দুর্য্যোধন। সে গুড়ে বালি মাসি, সে ব্যাটার সিংহরাশি। যা ধরবে গোঁ, ফেরাবার নেই জো।

চিন্তামণি। কোথাও পেলে না?

দুর্য্যোধন। কোথায় পাব ডাইনি মাসি, সে গেছে গয়া কাশী।

চিন্তামণি। গেছে মরুক গে—দুর্গা দুর্গা—বেশ্যার অভিশাপ ফলে না। তা তুমি দুঃখ করো না।

দুর্য্যোধন। আমি করব দুঃখ? এত কি আমি মুখ্যু? এমন একটা মানুষ—লোকে তাকে যা তা বলে গাল দিত, রাস্তায় বেরুলে ঢিল মারত, বাপ তাকে দুচোখে দেখতে পারত না। এ কি মোর পরাণে সয়, আজ আর নেই লজ্জা ভয়। তুমিই ত কেঁদে ভাসিয়ে দিলে!

চিন্তামণি। দুঃখে নয় দুর্য্যোধন, রাগে। শেষকালে আমার উপর দোষ চাপিয়ে চলে গেল? আমি তাকে কি এমন শক্ত কথা বলেছি, তুমি বল। বলেছি ত এই যে এ ভালবাসা ভগবানকে দিলে তুমি উদ্ধার হয়ে যেতে। এ কি খারাপ কথা? অ্যাঁ?

দুর্য্যোধন। না–না, খুব ভালো।

চিন্তামণি। ভালো আমি বলছি না। তবু এ কথায় কেউ ঘর

ছেড়ে চলে যায়? বোধহয় বেশী দূর যায় নি, কি বল? আমার মনে হয় আড়ি পেতে সব শুনছে।

দুর্য্যোধন। না ডাইনি মাসি। অনেক দূর পর্য্যন্ত আমি তার পায়ের দাগ দেখেছি। ভিন গাঁয়ের চাষীরা বললে, বিলে ঠাকুর,—"হা কেষ্ট হা কেষ্ট" করতে করতে অনেক দূরে চলে গেছে।

চিন্তামণি। তুমি আর থেকে কি করবে দুর্য্যোধন? যার জন্যে ছিলে, সে ত চলে গেল। আমাকে ত তুমি দেখতেই পার না। মাইনে পত্র বুঝে নিয়ে বাড়ী চলে যাও।

দুর্য্যোধন। তা ত যাবই। তবে কি না, এ ভাদ্রমাস, ওই হয়েছে গলার ফাঁস। তা ছাড়া তুমি যে বড় গোলমাল করে ফেললে। বলি অত হাহাকার করবার আছে কি?

চিন্তামণি। হাহাকার কচ্ছি কে বললে?

দুর্য্যোধন। কদিন খাও নি, ক রাত ঘুমোও নি? চোখের জল মুছে ফেল ডাইনি মাসি। এস দুজনে কামনা করি; দয়া করুক তাকে হরি।

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। না-না, এ শূন্য ঘরে আর আমি থাকতে পারব না। আমি যাব; যেদিকে দুচোখ যায়, আমিও চলে যাব।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। কেন যাবে চিন্তামণি? আপদ বিদেয় হয়েছে, ভালই ত হয়েছে।

চিন্তামণি। সেই কথাই ত বলছি।

মধু। বলতেই হবে। বাড়ীঘর জমি জায়গা যা তার নিজস্ব

ছিল, সব নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছ ত? খুব ভাল কাজ করেছ। মরুক গে হতভাগা যেখানে খুশী। তুমি আরাম করে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে সব ভোগ কর।

চিন্তামণি। কি করে ভোগ করব? সবাই কি বলছে জানেন? বলে যার সম্পত্তি, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছ, ধর্ম্মে সইবে না; একটা কাণাকড়িও ভোগে আসবে না।

মধু। ও সব কথায় কাণ দাও কেন তুমি? কে তোমায় কি বলেছে, আমাকে জানিও, আমি তার মাথাটা কেটে এনে তোমার পায়ে যদি ফেলে না দিই ত আমি বামুনের ছেলে নই।

চিন্তামণি। কিন্তু আমার বড় ভয় হচ্ছে।

মধু। কেন গো, ভয় কি?

চিন্তামণি। আমাকে একা বাড়ীতে পেয়ে যদি কেউ খুন করে রেখে যায়?

মধু। একা থাকবে কেন? আমিও না হয় মাঝে মাঝে এসে থাকব। দরকার হয়, বরাবরই থাকতে পারি।

চিন্তামণি। দেখুন দেখি, আপনি এমন একজন আপনার লোক, অনেকবার আপনাকে আমার জানালার ধারে দেখেছি, অথচ একবারও পরিচয় পাই নি। যদি কিছু মনে না করেন, আপনার পরিচয় দিয়ে বাধিত করুন।

মধু। আমার নাম ভাই মধুমঙ্গল।

চিন্তামণি। ও হরি, আপনি কুমার বিল্বমঙ্গলের ভাই!

মধু। ভাই না হাতী! ও শূয়ারকে ভাই বলে পরিচয় দিতেও আমার মাথা নুয়ে পড়ে।

চিন্তামণি। তা ত পড়বেই। আপনি ত ভালর জন্যেই তার

হাতে মদের বোতল তুলে দিয়েছিলেন, তার মঙ্গলের জন্যেই তাকে মেয়েদের খবর জুগিয়ে দিয়েছিলেন। সে যে এমন অধঃপাতে যাবে, তা কি আপনি জানতেন?

মধু। যাক্ যাক্, উচ্ছন্ন যাক।

চিন্তামণি। কিন্তু লোকটা গেল কোথায়?

মধু। যমের বাড়ী যাক্ না। সে গেছে বলেই ত তোমাকে আমি পেলাম।

চিন্তামণি। পেয়ে গেছেন?

মধু। আরও একটা সুখবর আছে। রাজাবাহাদুর তীর্থে যাচ্ছেন। বিল্বমঙ্গল ত আজও গেছে, কালও গেছে। এর পর ভোজপুরের রাজা আমি।

চিন্তামণি। কিন্তু রাজাবাহাদুর যখন ফিরে আসবেন?

মধু। না-ও ত আসতে পারেন। তুমি এখন এখানেই থাক,—আমি আগে পাকাপাকি হয়ে বসি, তারপর তোমাকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে—

চিন্তামণি। রাণী করে দেবেন। আপনার স্ত্রী নেই বুঝি?

মধু। স্ত্রী ধর তুমিই।

চিন্তামণি। তাহলে এতদিন আমি আপনার বড় ভাইয়ের স্ত্রী ছিলুম? তবে ত বড় গোলমাল হয়ে গেল।

মধু। কি রকম?

চিন্তামণি। শাস্ত্রে না কি বলেছে, বড় ভায়ের স্ত্রী মায়ের মত। তাহলে আগে আপনার সেই গর্ভধারিণী মাকে এনে রাণী করুন, তারপর করবেন আমাকে।

মধু। কি বললি বেশ্যা?

চিন্তামণি। তোমাকে যে পেটে ধরেছিল, সে কোন্ সতী শিরোমণি? আমার মামার বাড়ীতে সে বিধবা ধান ভানত। মামী তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কোথায় তোমাকে সে ফেলে এসেছিল জান? বৃন্দাবনে—গোবিন্দদাস বাবাজির আশ্রমের দরোজায়। মামীর কাছে আমি সব শুনেছি। দেখবে তোমার সে মাকে?

মধু। হারামজাদি, তোকে আমি—[চাবুক বাহির করিল]

সহসা শিবশঙ্কর আসিয়া পিছন হইতে চাবুক কাড়িয়া লইলেন।

চিন্তামণি।
মধু। } মহারাজ!

শিব। তোমাকে না বলেছিলাম সনাতনকে সংবাদ দিতে? দিয়েছ সংবাদ? এখানে আসতে বলেছ?

মধু। বলেছি।

শিব। তুমি এখানে এসেছ কেন?

মধু। আজ্ঞে এই নারীকে আমি খুন করব। দাদার নিজস্ব সম্পত্তি সব গ্রাস করে এই নারী তাকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

শিব। বেশ করেছে।

মধু। আপনার মাথাটা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে এই গণিকা।

শিব। সে কথা আমি বুঝব। তোমার বোঝবার দরকার নেই।

মধু। আজ্ঞে—

শিব। আজ্ঞে থাক। আমি এইখান থেকেই তীর্থে চলে যাব। যতদিন না ফিরি, নাগার্জ্জুনের পরামর্শ মত চলবে। আর যার তার

পিঠে যদি চাবুক চালাও, তাহলে আমি এসে সে চাবুক তোমার পিঠেও চালাব। যাও—

মধু। মহারাজের জয় হক।

[প্রস্থান।

শিব। [পত্র বাহির করিয়া] এই পত্র তোমার?

চিন্তামণি। হ্যাঁ রাজাবাহাদুর।

শিব। তুমি আমার দর্শন চেয়েছিলে?

চিন্তামণি। হ্যাঁ। কিন্তু আপনাকে এখানে আসতে অনুরোধ করি নি; আমিই আপনার কাছে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিলাম।

শিব। সে সময় আমার নেই। তীর্থযাত্রার পথে এক মুহূর্তের জন্য তোমার কথা শুনতে এসেছি।

চিন্তামণি। কিন্তু আপনার যোগ্য কোন পবিত্র আসন এ ঘরে ত নেই।

শিব। আসন থাক। বল, কি বলতে চাও তুমি?

চিন্তামণি। মহারাজ, কুমার বাহাদুর এই বামুন গ্রামের সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দান করে গেছেন।

শিব। জানি।

চিন্তামণি। যদি অনুমতি হয়, আমি সে সম্পত্তি রাজ সরকারে দান করতে চাই।

শিব। কি বলছ তুমি? এত বড় সম্পত্তি দান করবে? তারপর কি করবে তুমি?

চিন্তামণি। এই বাড়ীটা ভেঙ্গে চুরে ধূলিসাৎ করে তার সমস্ত কলঙ্কের চিহ্ন ধুয়ে মুছে দিয়ে এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাব।

শিব। তারপর গিয়ে আর একজনের সর্ব্বনাশ করবে।

চিন্তামণি। মহারাজ, আপনি পিতৃতুল্য, আপনার কাছে মিছে কথা বলব না, বাগাড়ম্বর করাও আমার সাজে না। সমাজের অহেতুক অত্যাচার আমাকে এই পথে টেনে এসেছে। এর জন্যে আমিও দায়ী নই, কুমার বাহাদুরও নন। লোকে আমাকে যে বিশেষণই দিন, আমি জানি, আমি বারবিলাসিনী নই। যারা রূপের ব্যবসা করে, এক ডাল ভেঙ্গে আর এক ডাল আশ্রয় করে, তাদের দলে আমি নই মহারাজ। আমার দুর্ভাগ্য আমাকে যার আশ্রয়ে নিক্ষেপ করেছে, আমি তাকেই শুধু জানি, আর কাউকে জানি না।

শিব। আবার তুমি তাকে এ নরকপঙ্কে টেনে আনতে চাও, কেমন?

চিন্তামণি। না। যত দুঃখই আমার হক, রক্ত মাংসে গড়া এই চিন্তামণি যাকে আসল চিন্তামণির সন্ধানে ঘর ছাড়া করেছে, আর তার পথে সে কাঁটা ছড়িয়ে দেবে না। আপনি আমাকে মুক্তি দিন।

শিব। না। কোথাও যাবে না তুমি। সনাতন এলে তার সঙ্গে তুমি তার ঘরে যাবে।

চিন্তামণি। বলেন কি? নববধূ যার ঘরে ঠাঁই পেলে না, কুল-টাকে তিনি ঘরে নেবেন?

শিব। কুলপতির নির্দ্দেশে সে তোমাকে ত্যাগ করেছে, আজ তার নির্দ্দেশেই সে তোমাকে গ্রহণ করবে।

চিন্তামণি। বুঝলুম, কুলপতির নির্দ্দেশ আপনিই চোখ রাঙিয়ে আদায় করবেন।

শিব। তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয় বোঝ। স্বামীর ঘরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হও।

চিন্তামণি। স্বামীর ঘরেই আমি দাঁড়িয়ে আছি; আর কারও ঘরে গিয়ে আমি আর একবার কুলটা হতে পারব না।

শিব। বালিকা!

চিন্তামণি। আমি কি বাজারের পণ্য রাজাবাহাদুর যে একবার আমাকে চড়াদামে বেচে দেবে, আবার সস্তা দামে কিনে নেবে? সে মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করবেন, তাঁর মা-বোনেরও কি এমনি কেনাবেচা হয়েছিল? নারায়ণ সাক্ষী করে আমাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন, মাতুলের কথায় নারায়ণকে উড়িয়ে দিয়েছিলেন; আবার একদিন চাড়ুলের কথায় মাতুলকেও উড়িয়ে দিতে পারেন। আরও বলবেন, আমার উপর তাঁরই অধিকার ছিল। তিনি আমাকে যার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাকেই আমি জানি, দেবরাজ ইন্দ্র নেমে এলেও আমি তার দিকে ফিরেও চাইব না।

শিব। সনাতনের ঘরে যাবে না তুমি?

চিন্তামণি। না। ওই পণ্ডিতমূর্খ অস্পৃশ্য চণ্ডালের যদি অর্থাভাব হয়, সে আমার নর্দ্দামা পরিষ্কার করতে পারে; আমি তাকে আশাতীত পারিশ্রমিক দেব, কিন্তু আমার ছায়াও স্পর্শ করতে দেব না।

শিব। তার অর্থ, বিল্বমঙ্গলকে তুমি মৃত্যু না হলে ত্যাগ করবে না।

চিন্তামণি। আমি ত আপনাকে সব দান করে চলে যেতে চাই।

শিব। যার তার দান শিবশঙ্কর নেয় না।

চিন্তামণি। তাহলে আমি নিরুপায়। চিন্তামণিও যার তার উপদেশ গ্রাহ্য করে না।

শিব। আচ্ছা, তীর্থ থেকে ফিরে আসি, তারপর তোমাকে গলায় কলসী বেঁধে কর্ম্মদেবীর জলে ডুবিয়ে মারব।

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে বাঁশী বাজিল]

চিন্তামণি। একি! কে বাঁশীর সুরে ডাকছে? কে তুমি? কে তুমি? কোথায় যেতে বলছ? না না, আমি যাব না। সে যদি ফিরে আসে, আবার অভিমান করে চলে যাবে। উঃ, পেছন থেকে কে কশাঘাত কচ্ছে? কে আমায় হাত ধরে টানছে? গেলে তাকে দেখতে পাব? আমি তাকে স্পর্শ করব না, শুধু একটিবার দেখব। কিন্তু এই বাড়ীঘর ঐশ্বর্য্য সম্পদ কাকে দিয়ে যাব? ঠিক হয়েছে; দানের উপযুক্ত পাত্র একজন আছে। সব তার হাতে তুলে দিয়ে যাব। বিল্বমঙ্গল, তোমার ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছি। যে ঘরে তুমি নেই, সে ঘর অরণ্য, সে ঘর অন্ধকার!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

নেপথ্যে বাঁশী বাজিতেছিল।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। কোথা হতে বাজাও বাঁশরী ?
কোন্ যমুনার তীরে
কদম্বের ডালে বসি ধরেছ মধুর তান ?
কাছে এস যশোদা দুলাল,
রাঙা পায়ে কর মোর অঙ্গ পরশন।
পাতকে তাপিত দেহ অগ্নিসম জ্বলে,
মাথায় বিশ্বের ভার,
চলিতে চরণ নাহি চলে।
হে মাধব, অকিঞ্চনে কর হে করুণা।
দেখা দাও, পদরজঃ দেহ মোর শিরে।
তেয়াগিয়া গৃহপরিজন
তোমা তরে হয়েছি উদাসী,
কালোশশি, নাম তব পতিতপাবন,
পতিতেরে করো না বঞ্চনা।

গীতকণ্ঠে রাখাল বালকগণের প্রবেশ।

রাখাল বালকগণ। **গীত।**

ভাঙের নেশায় মহাদেব বউ দিয়েছে ডালি,
জগৎ ঢুঁড়ে যারে তারে পাড়ছে শুধু গালি।

কেন খেলে এত ভাঙ,
বুক ভাসায়ে বইছে গাঙ,
দেবতারা সব পিছে পিছে দিচ্ছে হাততালি!
ভাবছ কেন ও পিনাকি, বউ গেলে কেউ কাঁদে নাকি?
ভাগ্যবানের বউ মরে, গরু মরে যার কপাল খালি।

বিল্ব। এই ত দিয়েছে দেখা কৃষ্ণসখাগণ;
গোঠে ধেনু চরাইতে কোথা গেল
শ্যামনটবর? বাজে বাঁশী এই কাছে, এই দূরে।
কোথা মোর বংশিধর,
কোন্ বৃক্ষতলে বসি বাজাইছে বেণু?
বল হে শ্রীদাম, বল বসুদাম,
হে সুবল, বল কোথা কৃষ্ণ প্রাণধন।

[কাহারও হাতে ধরিলেন, কাহাকেও আলিঙ্গন করিলেন, কাহারও পায়ে ধরিলেন।]

১ম বালক। এই এই, সরে আয়, পাগলা কামড়াবে।

২য় বালক। তবে রে পাগলা। মর মর; মর গে যা।

[বালকগণ বিল্বমঙ্গলকে যষ্টি প্রহার করিয়া চলিয়া গেল; বিল্বমঙ্গলের মাথা ফাটিয়া রক্ত ঝরিল।]

বিল্ব। হা কৃষ্ণ, হা শ্যামরায়,
কত দূরে বসি তুমি বাজাইছ বাঁশী?
দেখা যদি না দিবে কেশব,
বাঁশরীর স্বরে কেন মোরে
আনিলে ডাকিয়া? এই কাছে, এই দূরে,
কোথা হতে কোথা চলে যাও?

আচ্ছন্ন নয়ন মোর, বুঝিতে না পারি,
কখন কিরূপে তুমি এসেছিলে কালা।
ওই নীল মেঘপুঞ্জে তুমিই কি
রয়েছ মিশিয়া? ওই তরুপত্রে
ওই তড়াগের কাক চক্ষু জলে
তুমিই কি বংশিধারী রয়েছ গোপন?
কাছে এস মুরলী-বদন,
অবসন্ন দেহ মোর, চলিতে পারি না আর।
[অবসাদে লুটাইয়া পড়িলেন]

বিরূপাক্ষ ও অহল্যার প্রবেশ।

অহল্যা। দেখ্ বিরূপাক্ষ, খুঁজে দেখ, নিশ্চয়ই কোন ব্রাহ্মণ অনাহারে মরণাপন্ন হয়ে পড়ে আছে।

বিরূপাক্ষ। ঘরে চল, ঘরে চল। এক প্রহর ধরে খুঁজে খুঁজে বামুনের টিকি দেখতে পেলুম না, এখনও তুমি বলছ খুঁজে দেখ। আমি বলছি এখানে কেউ নেই।

অহল্যা। কেউ নেই যদি, তবে শ্যামচাঁদ আমাকে স্বপ্ন দিলেন কেন? আমি যে স্পষ্ট শুনতে পেলুম, শ্যামচাঁদ বলছেন, পাহাড়ের ধারে এক বামুন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে মরতে বসেছে। আমার ভোগ আজ তাকে দিয়ে আয়। তিনি কি মিছে কথা বলেছেন?

বিরূপাক্ষ। শ্যামচাঁদ আবার কবে মিছে কথা বলেছেন? অমন সত্যবাদী লোক আর আছে?

অহল্যা। তবে?

বিরূপাক্ষ। তবে আবার কি? ক্ষুধার্ত্ত বামুন ত? এ আর তুমি বুঝলে না? আমার কথা বলেছেন।

অহল্যা। তোর কথা বলবেন কি?

বিরূপাক্ষ। কেন? চাকর বাকর বলে কি আমি বামুন নই না কি? আর ক্ষিধেয় ত আমার অষ্ট প্রহর প্রাণ বেরিয়ে যায়। তুমি ভোগের থালাটা আমার হাতে দাও। আমারও প্রাণ রক্ষে হক, তোমারও খোঁজার শেষ হক।

অহল্যা। বাজে কথা বলিস না বিরূপাক্ষ।

বিরূপাক্ষ। বাজে কথা নয় মা। আমি দিব্বি গেলে বলছি, এখানে কেউ নেই। থাকলেও সে বামুন নয়। বামুন হলেও সে ক্ষুধার্ত্ত নয়, ক্ষুধার্ত্ত হলেও মরণাপন্ন কিছুতেই নয়। কাজেই তুমি বাড়ী চল, দেরী হলে সদাগর মশাই রাগ করবেন। তোমাকে ত গোটা দুই ধমক দিয়ে ছেড়ে দেবেন। কিন্তু আমার গায়ের চামড়া— [পতিত বিল্বমঙ্গলের উপর পড়িয়া গেল]—ওরে বাবা, একি!

অহল্যা। দেখলি নাস্তিক? শ্যামচাঁদের কথা কখনও মিথ্যে হয়?

বিরূপাক্ষ। আমিও ত তাই বলছি। গলায় পৈতে দেখছি।

অহল্যা। দেখ্ দেখ্, বেঁচে আছে কি না, দেখ্।

বিরূপাক্ষ। বেঁচে না থেকে যাবে কোথায়? ইস্, কপাল ফেটে রক্ত পড়ছে যে গো। কি রকম ধুঁকছে দেখ। ওঠ না হে, ও ঠাকুর,—

বিল্ব। জল!

বিরূপাক্ষ। শুধু জল কি হে? আজ তোমার পোয়াবারো। বাপের বয়সে ত এমন ভোগ খাও নি। চোখ বুজে একদলা করে

ভোগ মারো, আর এক ঢোক করে জল খাও। দাও মা, দাও। আমি জল নিয়ে আসছি। [প্রস্থান।

অহল্যা। দেবতার প্রসাদ গ্রহণ কর ঠাকুর।

[বিল্বমঙ্গলের মুখে আহার্য্য তুলিয়া দিলেন, বিল্বমঙ্গল তাহা ভোজন করিয়া চাঙ্গা হইয়া উঠিলেন।]

বিল্ব। একি সুধা দিলে মোর মুখে?
হেন ভোগ্য কোনদিন করি নি ভোজন।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিমেষে হয়েছে দূর।
কে তুমি ললনা?
করিতে ছলনা নারীরূপে এলে কি গো
প্রাণকৃষ্ণ মোর?

অহল্যা। ছাড় ঠাকুর, ছাড়।

বিল্ব। ছাড়িব না, বহুক্লেশে পেয়েছি তোমায়।
বক্ষের মাঝারে বক্ষোনিধি
রাখিব লুকায়ে।
[বণিকপত্নীকে জড়াইয়া ধরিলেন]

অহল্যা। ও ঠাকুর, ও ক্ষ্যাপা বামুন, সরে যাও; মহাপ্রলয় হবে। আমি কৃষ্ণ নই, আমি বণিকের স্ত্রী।

মহাবলের প্রবেশ।

মহাবল। এ কি! পাষণ্ড, ভণ্ড, প্রবঞ্চক,—[বিল্বমঙ্গলকে দূরে সরাইয়া দিল] পাগল সেজে নষ্টামি করতে এসেছ? মুখখানা বড় সুন্দর দেখেছ বুঝি? [পাদুকা প্রহার]

বিল্ব। উঃ—

মহাবল। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা? জান না এ মহাবল বণিকের স্ত্রী? [প্রহার]

অহল্যা। ওগো, কচ্ছ কি তুমি? এ যে ব্রাহ্মণ।

মহাবল। না চণ্ডাল। [পুনঃ প্রহার] কামান্ধ পশু।

[বিল্বমঙ্গল বণিকপত্নীর পিছনে লুকাইল]

অহল্যা। না-না, এ পাগল, বদ্ধ পাগল।

মহাবল। পাগল বই কি? প্রেমরসে পাগল হয়েছে। এখনি আমি আরাম করে দিচ্ছি। বিরূপাক্ষ কোথায় গেল? এ সব কি? থালাভরা ভোগ দেখছি। এর অর্থ কি?

অহল্যা। তুমি জান না, এ নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। শ্যামচাঁদ স্বপ্ন দিয়েছেন, পাহাড়ের ধারে এক বামুন ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ে আছে। আমার প্রসাদ তাকে দিয়ে আয়।

মহাবল। আর তুমি অমনি সোণার থালায় প্রসাদ এনে মহাপুরুষের মুখে তুলে দিতে এসেছ! কতদিন ধরে এ প্রেমের খেলা চলছে?

অহল্যা। ছি-ছি, এ কি বলছ তুমি? তোমার পায়ে পড়ি অমন কথা আর উচ্চারণ করো না।

মহাবল। চুপ কলঙ্কিনি। [পদাঘাত]

অহল্যা। উঃ—

বিল্ব। কি করিলে শ্রেষ্ঠী মহাভাগ?
কারে কহ কলঙ্কিনী?
হতে পারি অপরাধী আমি তব পায়,
ভ্রমবশে ঘটিল প্রমাদ।
যত পার আমারে প্রহার কর।
বনিতারে দিও না গঞ্জনা।

মহাবল। বিরূপাক্ষ!

বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

বিরূপাক্ষ। এই যে জল এনেছি। খাবি নাকি খা ব্যাটা পাগল।

মহাবল। [জলপাত্র ফেলিয়া দিল] পাগল? কে পাগল? ব্যাটা কামান্ধ পশু। আর এই বিষধরী নারী, আমি এই নারীকে গলায় কলসী বেঁধে নদীতে নিক্ষেপ করব। আর এই ভিখিরীটাকে কি করব বুঝতে পাচ্ছি না। যা, পশুটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যা। যে চোখদুটো দিয়ে এই প্রবঞ্চক নারীর রূপসুধা পান করে, সেই চোখদুটোতে লৌহশলাকা বিঁধিয়ে দে।

বিল্ব। তাই কর সাধু। যে চোখ একদিন গণিকার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল, যে চোখ বাঁকাশ্যাম বংশিধরকে দেখতে পেলে না, সে চোখ অন্ধ হয়ে যাক্। আমি তাই চাই, আমি তাই চাই। কিন্তু দোহাই তোমার সাধু, হে কৃষ্ণ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হক।

মহাবল। আবার কৃষ্ণ! মার ব্যাটাকে, পিলে ফাটিয়ে দে।

বিরূপাক্ষ। সে আপনি বললেও ফাটাব, না বললেও ফাটাব। বল্, আর কৃষ্ণনাম মুখে আনবি না।

বিল্ব। কৃষ্ণ বিনা গতি নেই। আমি মরব, তবু কৃষ্ণনাম ত্যাগ করব না।

মহাবল। তবে রে ভণ্ড।

বিরূপাক্ষ। মেরে আমসত্ত্ব করব শূয়ার।

[উভয়ের বিল্বমঙ্গলকে প্রহার]

অহল্যা। ওরে বিরূপাক্ষ, ক্ষান্ত হ। ওগো, সর্ব্বনাশ করো না। মহাপ্রলয় হবে, আকাশ ভেঙ্গে মাথায় পড়বে।

মহাবল। পড়ুক। দরদ উথলে উঠেছে!

বিরূপাক্ষ। উঠবে না? যার সঙ্গে যার—

মহাবল। চোপরাও বদমায়েস।

বিল্ব। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

বিরূপাক্ষ। চলে আয়, তোর লুচ্চামি বার কচ্ছি।

[বিল্বমঙ্গলকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

অহল্যা। ফিরিয়ে আন, ফিরিয়ে আন। ওগো, তুমি কি উন্মাদ হয়েছ? আমাকে তুমি চেন না?

মহাবল। নারীকে যে চেনে, সে তার মাতৃগর্ভে আছে। তোকে আজ তামাক-কাটা করব।

অহল্যা। আমাকে যদি অবিশ্বাস হয়, যে কোন শাস্তি দাও, আমি কথাটিও কইব না। কিন্তু এই ব্রাহ্মণকে অকারণ দণ্ড দিও না। আজ তুমি বুঝতে পাচ্ছ না, কাল বুঝবে, কি মহাপাপ তুমি কচ্ছ। তখন প্রতিকারের আর কোন উপায় থাকবে না।

মহাবল। না থাকে, নাই থাকবে। তোকে আগে যমের দক্ষিণ দোর দেখিয়ে আনি, তারপর আমার যা হবার হবে। তুমি ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখ নি।

অহল্যা। ঘুঘুও দেখি নি, ফাঁদও দেখি নি, চিরদিন শুধু তোমাকে দেখেছি।

মহাবল। আচ্ছা, আর একটু ভাল করে দেখাচ্ছি, চল।

[পত্নীর হাত ধরিয়া প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

খণ্ডগিরির গৃহপ্রাঙ্গণ।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। আগুন, আগুন,—বাবা, মা, বেরিয়ে এস, আগুন! ওগো, কে আছ, রক্ষা কর। সর্ব্বনাশ, এখনি চাল ভেঙ্গে পড়বে। ও দাদা, এখনও ঘুমিয়ে আছ তুমি? ওঠ ওঠ, সব পুড়ে গেল!

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। কি হয়েছে বোন? একি! আগুন! কি সর্ব্বনাশ! মামা-মামী কোন্ ঘরে?

অশ্রু। এই ত এই ঘরে। ডাক দাদা, চীৎকার করে ডাক।

সনাতন। মামা, বেরিয়ে এস, বাড়ীতে আগুন লেগেছে। মামীমা, ও মামীমা,—ওঠ, জাগ, সর্ব্বনাশ হল!

খণ্ডগিরি ও চণ্ডমণির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। এ কি লেলিহান অগ্নিশিখা! ভোঃ বৈশ্বানর, ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও, ঈদৃশ প্রলয়ঙ্কররূপ সংবরণ কর। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা,—

অশ্রু। মন্ত্রে হবে না বাবা। জল চাই, জল। আমি পাড়ার লোকদের ডাকছি, তুমি জলপাত্র যা আছে, বের কর দাদা।

সনাতন। তাই যাও, দেরী করো না। সরে এস মামা। ভাবছ কি? এ তোমাদের কারও দোষ নয়, এ মানুষের সৃষ্ট বিপর্য্যয়। আগে আগুন নিভে যাক্, তারপর দেখব কেমন সে শয়তান। [প্রস্থান।

অশ্রু। আমি যাই মা, পড়শীদের ডাকি।

চণ্ড। এত রাত্রে অন্ধকারে বাইরে যেতে হবে না অশ্রু।

অশ্রু। কোথায় অন্ধকার? চালের আগুনে রাস্তাঘাট আলো হয়ে গেছে। তুমি ভেবো না মা, আমি যাব আর আসব।

[প্রস্থান।

চণ্ড। ওগো, তুমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? যেমন করে হক, বিগ্রহ বার করে নিয়ে এস।

খণ্ডগিরি। বিগ্রহ থাক।

চণ্ড। বিগ্রহ থাক্? পুড়ে যাবে যে। তুমি বামুন না কি? যাও যাও, শীগগির যাও। ঠাকুরঘরে এখনও আগুন লাগেনি। আমি দেখছি যদি বাসনপত্র কিছু বার করতে পারি। হাঁ করে রইলে কেন?

খণ্ডগিরি। হাঁ করবারই ত কথা। আমার ব্যাকরণ সমূহ যে সব শয়নকক্ষে। হায় হায়, বৈশ্বানরের এ কি নিষ্ঠুর লীলা! পুঁথিগুলো দগ্ধ হলে সব যে বাজারে পাওয়া যাবে না। আমি যাব।

চণ্ড। কোথায় যাবে? দেখছ না এখনি চাল ভেঙ্গে পড়বে। তার চেয়ে বিগ্রহ নিয়ে এস।

খণ্ডগিরি। বিগ্রহ উচ্ছন্ন যাক্।

চণ্ড। তুমি উচ্ছন্ন যাও।

খণ্ডগিরি। বিগ্রহ গেলে বিগ্রহ পাওয়া যাবে, কিন্তু অনঙ্গস্বামীর টীকা পুড়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।

চণ্ড। তোমার অনঙ্গস্বামীর মুখে আগুন।

খণ্ডগিরি। রসনা সংযত কর ব্রাহ্মণি।

চণ্ড। মড়িপোড়া বামনা কিছুতেই কথা শুনবে না গা? বিগ্রহের চেয়ে ব্যাকরণ বড় হল?

খণ্ডগিরি। গেল গেল, অনঙ্গস্বামীর উপর মহারোলে বজ্রপাত হল। হে বৈশ্বানর, হে সর্ব্বভুক হুতাশন, তুমি আমাকে দগ্ধ কর, অনঙ্গস্বামীকে রক্ষা কর। [প্রস্থানোদ্যোগ]

চণ্ড। যেও না, যেও না; ওগো, চাল ভেঙ্গে পডল বলে। নির্ঘাৎ দগ্ধে মরবে।

খণ্ডগিরি। হতেই পারে না।

চণ্ড। কি হতে পারে না?

খণ্ডগিরি। 'দগ্ধে মরা'। বলতে হবে, 'দগ্ধ হয়ে মরবে।'

[প্রস্থান।

চণ্ড। গেল, গেল; ও সনাতন, ও সনাতন,—আর এই মেয়েটারই বা সাড়াশব্দ পাচ্ছি না কেন? হতভাগীকে বারণ করলুম, তবু বেরিয়ে গেল? ওরে অশ্রু, ওরে লক্ষ্মীছাড়া বুড়ো মিনসে—হতচ্ছাড়া বামনা, মরে তুই ব্যাকরণের ভূত হবি। ও সনাতন, ও সনাতন,—

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। কিছুই ত পেলুম না মামীমা, কোথায় রেখেছ সব?

চণ্ড। আমার পোড়াকপালের উপর রেখেছি। সব শোবার ঘরে। মেয়েটাকে তুমি ঝুঁটি ধরে টেনে নিয়ে এস। হতভাগী সেই যে পাড়া জাগাতে গেল, এখনও ফিরল না। কেউ মুখে কাপড় বেঁধে নিয়ে গেল না ত সনাতন?

সনাতন। কি বলছ মামীমা, আমি দেখছি।

চণ্ড। তা ত দেখবে বাবা। কিন্তু এদিকে বুড়ো মিনসে পুঁথি আনতে গেল যে।

সনাতন। কোথায় পুঁথি?

চণ্ড। শোবার ঘরে।

সনাতন। সর্ব্বনাশ! চাল ভেঙ্গে পড়েছে যে।

চণ্ড। পড়লে আমি কি করব? আমার কথা কি শুনলে? বলে, অনঙ্গের সোয়ামী না কে এক মুখপোড়া, তার টিকি পুড়ে গেলে আর টিকি পাওয়া যাবে না।

সনাতন। অনঙ্গ স্বামীর টীকা? তার জন্যে প্রাণটা দিতে হবে? তোমরা কি সবাই পাগল হয়েছ?

চণ্ড। আমাকে ছুঁয়ো না বলছি। আমি কি বলেছি টিকে আনতে? টিকে বাজারে পাওয়া যায় না, এমন কথা সাতজন্মেও শুনি নি। বুড়ো মিনসে মরবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে।

সনাতন। তুমি নিজেও ত পাগল হয়ে উঠেছ দেখছি।

চণ্ড। পাগল হয়েছি তোমার ওই অলপপেয়ে মামাটার জন্যে? সারাজীবন আমার ত হাড়মাস জ্বালিয়ে খেয়েছে,—সে না হয় আমাকে সাত পাকে বেঁধে দয়া করেছে। কিন্তু তোমার জীবনটাকেও নষ্ট করে দেয় নি?

সনাতন। যাক্ যাক্, সে কথা যাক্ মামীমা। আমি মামাকে দেখছি।

চণ্ড। না বাবা না; বুড়োর না হয় ভীমরতি হয়েছে, তোমার ত ভীমরতি হয় নি। ও অনঙ্গের সোয়ামীর টিকে ছাই হয়ে যাক্। বাবা সনাতন, তুমি ঠাকুরঘর থেকে বিগ্রহ বার করে নিয়ে এস।

সনাতন। কিন্তু অভ্র যে এখনও—

চণ্ড। অভ্র মরুক।

সনাতন। মামাও ত দেখছি—

চণ্ড। মামা উচ্ছন্ন যাক। যাও বাবা, যাও!

সনাতন। যাচ্ছি মামীমা, তুমি স্থির হও।

[প্রস্থান।

চণ্ড। অশ্রু, ওরে অশ্রু, তোরা মরবি কবে? কবে আমি গঙ্গাস্নান করে শীতল হব? বুড়ো মড়া কি করলে দেখ ত? আমিই বা কাছাটা টেনে ধরলুম না কেন? চোর গেলে কি বুদ্ধি বাড়ে? আমি বিষ খাব না গলায় দড়ি দেব? বাপবেটীতে আমায় পাগল করে ছাড়লে গা! ছোটলোকের ব্যাটা রাখাল সেই যে বাড়ী গেছে, আজও ফিরল না। মরুক, সব মরুক।

[প্রস্থান।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। একি! কারা ওই কালো কালো মানুষ? এ অগ্নিদাহ কি তবে ওদেরই কাজ? কেন, কেন? আমরা ত ওদের কোন ক্ষতি করি নি। কোথায় গেল সব? পাড়ার লোক সবাই কি পালিয়ে গেছে? এরাই বা কোথায় গেল? বাবা, মা, দাদা,—

লালু গুণ্ডার প্রবেশ।

লালু। আপনিই ত পণ্ডিতের মেয়ে? শীগগির আসুন, শীগগির আসুন।

অশ্রু। কোথায়?

লালু। বাইরে ওই পুকুরের ধারে আপনার মা পড়ে আছেন, আর আপনার বাবা কেবলি কপালে করাঘাত কচ্ছেন। এতক্ষণ আছে কি নেই।

অশ্রু। বল কি? তাঁরা ত এইখানেই ছিলেন।

লালু। আপনাকে খুঁজতে যাঁহাতক বাড়ীর বাইরে পা দিয়েছেন, অমনি একটা জ্বলন্ত কাঠ এসে ঠাকরুণের মাথায় পড়ল। ঠাকুর-মশাই মরতে মরতে বেঁচে গেছেন। আগুন দেখে আমি বালতি নিয়ে ছুটে আসছিলাম, কত্তাঠাকুর আমায় বললেন,—"হে বাবা,—দোহাই বাবা, আমার মেয়েকে ডেকে দাও।" যদি মাকে দেখতে চান, এখনি চলুন।

অশ্রু। কিন্তু তুমি—আপনি কে?

লালু। অবাক করলে দিদিঠাকরুণ। আমি তোমাদের পড়শী হারাধন গোঁসাইয়ের ভাগ্নে। যাবে ত এস, তোমাকে পুকুরধারে রেখে আমাকে আগুন নেভাতে চেষ্টা করতে হবে ত? ইস, সব পুড়ে গেল। দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

অশ্রু। আমি যাব না।

লালু। তোমার বাবা যাবে। [অশ্রুর হস্ত ধারণ]

অশ্রু। বাবা, বাবা,—

লালু। ধুত্তোর বাবার নিকুচি করেছে। চলে আয়।

[অশ্রুকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

অশ্রু। [নেপথ্যে] বাবা, মা, দাদা,—

চণ্ডমণির প্রবেশ।

চণ্ড। খুব চেঁচিয়ে মর্। বুড়ো মিন্‌সেকে ডাক। ওমা, কোথায় মেয়েটা? সেও কি আগুনের ঘরে ঢুকল না কি? আমাকে এরা পাগল না করে ছাড়বে না। কি করবো আমি? কার মাথাটা চিবিয়ে খাব?

দগ্ধদেহে পোড়া পুঁথি লইয়া খণ্ডগিরির প্রবেশ।

খণ্ডগিরি। সব পুড়ে গেল ব্রাহ্মণি, সব পুড়ে গেল।

চণ্ড। একি! ওগো, এ তুমি কি সর্ব্বনাশ করলে?

খণ্ডগিরি। মুগ্ধবোধ, পাণিনি, সুপদ্ম, সংক্ষিপ্তসার সব পাওয়া যাবে, কিন্তু অনঙ্গস্বামীর অর্দ্ধেক টীকা আর পাওয়া যাবে না।

চণ্ড। কি বলছ তুমি? বসো, বসো।

খণ্ডগিরি। না, বসলে আর উঠতে পারব না। কেন অগ্নি-দেবের এ আক্রোশ? কেন বিধাতা আমার প্রতি বিরূপ? কি অপরাধ করেছি দেব?

চণ্ড। আমি জানি, ওগো আমি জানি। চিন্তামণিকে তুমি অকারণ স্বামীর ঘর করতে দাও নি। সনাতনের কোন আপত্তি ছিল না, শুধু তোমার কাছে সে শিক্ষা পেয়েছে বলেই তোমার অবাধ্য হতে পারে নি। দুটো জীবন তুমি অকালে নষ্ট করেছ। এ তারই প্রতিফল!

খণ্ডগিরি। সনাতনকে ডাক, সনাতনকে ডাক। অশ্রু কোথায়, অশ্রু?

চণ্ড। কোথাও তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কি যে হল, কিছুই জানি না। মরুক, সব মরুক। বসো বসো।

খণ্ডগিরি। আঃ,—সব গেল! আমার পাপে সব গেল!

বিগ্রহ লইয়া সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। বিগ্রহ এনেছি মামীমা,—একি? মামা,—

খণ্ডগিরি। সনাতন, আমার আর সময় নেই; এই অর্দ্ধদগ্ধ পুঁথি-

গুলো সব গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিও। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে তোমার জীবনটাকে ব্যর্থ করেছি। আজ যাবার সময় মনে হচ্ছে,—মানুষের জন্যই শাস্ত্র, শাস্ত্রের জন্য মানুষ নয়। সত্যযুগে যে বিধি চলত, আজ সে বিধি চলে না।

সনাতন। আজ ও কথা থাক মামা।

চণ্ড। না-না, তুমি বল, সনাতনকে তোমার শেষ কথা বলে যাও।

খণ্ডগিরি। তোমার গুরুদক্ষিণা শোধ হয়েছে। তুমি ঋণমুক্ত। চিন্তামণিকে তুমি গ্রহণ করো। যত পাপ তুমি করেছ, সব আমার, তুমি সুখী হও।

সনাতন। আগুন নিভে গেল মামা।

চণ্ড। নিভবে, ও আমি জানি। আগুন ও নয়, চিন্তামণির অভিশাপ!

খণ্ডগিরি। ঠাকুরঘরে চল, আমার শেষ প্রার্থনা জানিয়ে যাই।

[সনাতন ও চণ্ডমণির সাহায্যে প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

প্রমোদ-কক্ষ।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। শাস্ত্রেই বলেছে, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। আজ বিরাগী হয়ে চলে গেছে, কাল আবার অনুরাগী হয়ে ফিরে আসতে পারে। অতএব তাকে যমালয়ে যেতেই হবে।

গোবিন্দদাসের প্রবেশ।

গোবিন্দ। সে গুড়ে বালি।

মধু। তুমি বাবাজি আবার এখানে যে? কি বলছ তুমি?

গোবিন্দ। বলছি, তুমি যা ভাবছ, তা হবে না।

মধু। তার অর্থ?

গোবিন্দদাস। **গীত।**

নামের সুধা পান করে যে হল মৃত্যুঞ্জয়,
অস্ত্রাঘাতে রোগে শোকে আর কি রে তার ভয়?
যত পারিস আগুন জ্বালা, আঘাত যে তার কণ্ঠমালা
তোর আগুনে পুড়বি নিজে, যথা ধর্ম্ম তথা জয়।
নামাও ফণা কালফণি, ধ্যান কর সে চিন্তামণি,
পদ্মপাতার জলের মত জীবন মরণ-শঙ্কা-ময়!

মধু। তুমি বাবাজি এখানে মোড়লী করতে এলে কেন? আমি বিল্বমঙ্গল নই যে তোমার প্রলাপ বসে বসে শুনব। আমি যুবরাজ মধুমঙ্গল,—মানুষের মাথা নিতে আমার হাত একটুও কাঁপে না।

গোবিন্দ। বাবা, মাথা নিতে সবাই পারে, মাথা যে দিতে পারে, তাকেই বলে মানুষ। সাবধান মধুমঙ্গল, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে যে চলে গেছে, তার পেছনে আর ছুটোছুটি করো না, তাহলে তোমার শ্যামও যাবে, কুলও যাবে।

মধু। তুমি ব্যাটা আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। আবার যদি কখনও তোমাকে এখানে দেখতে পাই, তাহলে তোমারই একদিন, কি আমারই একদিন। [অর্দ্ধচন্দ্র দান]

গোবিন্দ। সুখে থাক বাবা, নারায়ণ তোমায় ক্ষমা করুন।

[প্রস্থান।

মধু। বাবাজির পো জানলে কি করে?

লালুর প্রবেশ।

মধু। তুই ব্যাটাই যাকে তাকে বলে বেড়িয়েছিস্।

লালু। কি বলে বেড়িয়েছি?

মধু। এই বিল্বমঙ্গলকে খুন করার কথা।

লালু। আমি ত আর তোমার মত গাড়োল নই যে এ সব গুহ্যের কথা বাইরের লোককে বলব?

মধু। মুখ সামলে কথা বলবি ব্যাটা। আমি যুবরাজ, তা জানিস্?

লালু। খুব জানি। জানতে আমার কিছু বাকি নেই। বেশী বাড়াবাড়ি আর যার কাছে করতে পার করো, মোদ্দা আমার কাছে নবাবী করো না, সাফ বলে দিলুম। নাও, এখন ট্যাকা ছাড়।

মধু। আবার টাকা? দুবারে পাঁচ হাজার টাকা নিয়েছিস্ না?

লালু। যেমন নিয়েছি, তেমনি কাজও ত করেছি।

মধু। সে কথা আর বলতে? এখনও তুই বিল্বমঙ্গলের মাথাটা নিয়ে আসতে পারলি না শূয়ার?

লালু। কি করে নিয়ে আসব? বাগে ত পেয়েছিলুম; ইচ্ছে করলেই মাথাটা ধড় থেকে নাবিয়ে দিতে পারতুম। ছোরাও ত তুলেছিলুম। পারলুম কই?

মধু। কেন পারলি না?

লালু। কি করে পারব? চেয়ে দেখলুম লোকটা আন্ধা।

মধু। কি রকম?

লালু। রকম আর কি? চোখ আছে, দিষ্টি নেই। কে এক ব্যাটা বেণে তার দুচোখের তারায় ছুঁচ ফুটিয়ে দিয়েছে।

মধু। বেশ করেছে।

লালু। তোমার আর বলতে আটকাচ্ছে কিসে?

মধু। তো ব্যাটার মাথা নিতে আটকালো কিসে?

লালু। আন্ধা লোকের মাথা নেব?

মধু। সে ত আরও স্নবিধে।

লালু। তা ত বুঝলুম; কিন্তন্ লোকে যদি শোনে, লালু গুণ্ডা একটা আন্ধা ভিখিরীর গলা কেটেছে, তাহলে আর আমাকে সমাজে কল্কে দেবে? গায়ে থুথু দেবে না? গুণ্ডা সমাজে কি আর আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারব?

মধু। মর গে যা তুই সমাজ নিয়ে। আমি নটবরকে দিয়ে কাজ করাব।

লালু। কি, আমার কাজ করবে নটবর, না লেটো?

মধু। তুই ত অকম্মার ধাড়ি। কবে মেয়েটাকে দেখিয়ে দিয়েছি, আজও তাকে ভুলিয়ে আনতে পারলি না।

লালু। পারি নি মানে? এ কি তুমি লেটো পেয়েছ? কাল রাত্রে এনে খাঁচায় পূরে রেখেছি।

মধু। এনেছিস্? পণ্ডিতের মেয়েকে!

লালু। হ্যাঁ মোশা, হাঁ। ট্যাকা ছাড়, ট্যাকা ছাড়।

মধু। এই নে। যা তুই চেয়েছিলি, তার চারগুণ দিলুম। [কণ্ঠহার দিল] বিল্বমঙ্গলকে যদি খতম করতে পারিস, দশগুণ দেব। তুই না পারিস, নটবরকে—

লালু। অ্যাও,—লেটোকে যদি লাগাও, তাহলে মনে রেখো,—লালু তোমার দুশমন। ফের যাচ্ছি আমি। এবার যদি মাথা না আনতে পারি, মাথা দিয়ে আসব, হাঁ।

[প্রস্থান।

মধু। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দে।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। আমায় ডেকেছ কেন?

মধু। ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজো করব বলে ডেকেছি। আপত্তি আছে?

দুর্য্যোধন। বেশী ফাজলামো করো না বলে দিচ্ছি।

মধু। চিন্তামণি কোথায়?

দুর্য্যোধন। কে জানে কোন্ চুলোয় গেছে?

মধু। তো ব্যাটাকে না বলে এসেছিলাম, শয়তানীকে চোখে চোখে রাখবি, কোথাও যেতে দিবি না।

দুর্য্যোধন। এ কি পাখী যে খাঁচায় পূরে রাখব? রাজা মশায় কি বলল, অমনি দেখি চলল। যত বলি কাঁদে, কার সাধ্যি ঘরে

বাঁধে? ফস ফস করে কি লিখলে, আমার হাতে দিয়ে বললে ;—এই দান-পত্তর মহানন্দকে দিও। আমার সব সম্পত্তি তাকে দিয়ে গেলুম।

মধু। দিলেই হল? মহানন্দ তার দ্বিতীয় পক্ষ বুঝি?

দুর্য্যোধন। এই, যা তা বলো না। হলই বা সে ডাইনী; দুর্য্যোধন মিছে কথা কয় না, অমন মেয়ে হাজারে একটা হয় না। কত হাতে ধরে বারণ করলুম,—হ্যাঁ দে ডাইনী মাসি, তুমি যেও না। গেল গেলই। পেছন ফিরে চাইলে না। আবার কি বলে গেছে জান? তুমি এ বাড়ী ছেড়ে যেও না দুর্য্যোধন ; তোমার বাবা-ঠাকুর হয় ত একদিন ফিরে আসবে। সেই থেকে বসেই আছি, মরণ হলে তবু বাঁচি।

মধু। দানপত্রখানা কোথায়?

দুর্য্যোধন। ঠিক জায়গায়ই আছে।

মধু। নিয়ে এস।

দুর্য্যোধন। কেন বল দেখি?

মধু। অগ্নিদেবকে উপহার দেব। কোথাকার কে মহানন্দ, সে ভোগ করবে আমার ভাইয়ের সম্পত্তি? সে যখন নেই, তখন সব সম্পত্তি আমার। নিয়ে এস দলিল।

দুর্য্যোধন। উটি হবে না।

মধু। হবে না মানে?

দুর্য্যোধন। হবে না মানে হবে না। যার জিনিষ আমি তাকেই দেব। লোকটাকে যে খুঁজে খুঁজে পাচ্ছি না।

মধু। আর খুঁজতে হবে না। আমার হকের জিনিষ তুই আমার হাতে দে।

দুর্য্যোধন। সে আমায় বিশ্বেস করে দিয়ে গেছে, আর আমি তোমাকে দেব? আমি যখন নরকে যাব, তুমি কি যাবে সঙ্গে? যমে যখন মারবে চাবুক, বাজবে কি তোমার অঙ্গে?

মধু। কবিত্ব করিস নি ব্যাটা। বিল্বমঙ্গল আমার ভাই।

দুর্য্যোধন। তোমার বাবাকেলে ভাই, জানতে কিছু বাকি নাই।

মধু। দলিল দিবি নে? তোকে আমি পাঁচশো টাকা দেব।

দুর্য্যোধন। পাঁচ লাখ দিলেও অধম্ম আমি করব না।

মধু। ব্যাটাকে জুতিয়ে সোজা করব।

দুর্য্যোধন। তা তোমার জুতো আছে, জুতোতে পার, কিন্তুন্ সোজা আমি হব না।

মধু। তবে রে ছোটলোকের বাচ্ছা,—[চাবুক বাহির করিল]

দুর্য্যোধন। ছোটলোকের বাচ্ছা তুমি। আমি কি আজকের লোক? না জানি কার কথা, বুকে সব আছে গাথা। রাণীমার সাথে শ্রীবিন্দাবনে আমিও ত গেছলুম। কোন্‌খান থেকে বাবাজি তোমায় নিয়ে এসে রাণীমার কোলে ফেলে দিলে,—দুর্য্যোধন কিছু জানে না? দুধ কলা খেয়ে খুব বিষ ঢেলেছ। বা-ঠাকুরকে তুমিই এমনিধারা করে তুলেছ। ঘর ছেড়ে সে চলে গেছে, তবু তুমি তার পেছনে লেগেছ? ভাল কই ছাড় বিষ, নইলে তুমিই খাবে তোমার বিষ।

মধু। ব্যাটাকে আমি—

মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। আহা, কেন মাচ্ছেন গরীব লোকটাকে?

মধু। এই যে তুমি এসেছ দেখছি।

মহানন্দ। আমায় ডেকেছেন কেন?

মধু। তোমাদের কতগুলো ঘর চিন্তামণি পুড়িয়ে দিয়েছে?

মহানন্দ। কটা ঘর খাড়া আছে, তাই জিজ্ঞাসা করুন।

মধু। আচ্ছা, তোমরা কি মানুষ না মেষ?

মহানন্দ। মেষ না হলে আপনার কাছে আসব কেন?

মধু। বচন ত শিখেছ খুব। একটা বেশ্যা তোমাদের উপর অকথ্য অত্যাচার করলে,—

দুর্য্যোধন। এই, বেশ্যা বলবে না বলে দিচ্ছি।

মধু। না, মা ঠাকরুণ বলব। মা ঠাকরুণের মাথাটা তুমি রেখে দিতে পারলে না?

মহানন্দ। ভেবেছিলাম, তার ঘরেই তাকে পুড়িয়ে মারব। সে শুধু আমাদের ঘরছাড়া করে নি, আমাদের মুখে দুরপনেয় কলঙ্ক মাখিয়ে দিয়েছে। তাকে তিল তিল করে দগ্ধে মারার আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলাম। কাজের সময় কেউ এল না আমার সঙ্গী হতে।

মধু। আমি দেব তোমায় সঙ্গী যতগুলো চাও। তারই জন্যে রাজবংশের মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে, তারই জন্যে মহামান্য যুবরাজ আজ বিরাগী হয়ে চলে গেছে। এ আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না।

দুর্য্যোধন। তোমার যে চোখ ফেটে রক্ত বেরুচ্ছে দেখছি।

মধু। যুবরাজ হয় ত একদিন ফিরে আসবে। কিন্তু এই সর্ব্বনাশী যদি বেঁচে থাকে, আবার তাকে গ্রাস করবে। তার মৃত্যু তোমরাও চাও, আমিও চাই।

দুর্য্যোধন। খবর পাঠাও না, মাথাটা হাতে করে দিয়ে যাবে'খন।

মহানন্দ। কোথায় গেছে সে শয়তানী? একবার যদি তাকে পাই, জীবন্ত দগ্ধ করব।

মধু। খুঁজে নাও মহানন্দ, শুনেছি সে বৃন্দাবনের দিকে গেছে। তুমি আজই যাত্রা কর।

মহানন্দ। আজ কেন? এখনি।

[প্রস্থানোদ্যোগ।

দুর্য্যোধন। ওহে কত্তা, দাঁড়াও দাঁড়াও। তোমারই নাম মহানন্দ? ব্যস ব্যস, তবে ত আজ আমার ছুটি। এই নাও তোমার কাগজ, ঠাণ্ডা হক মগজ।

[দানপত্র দিয়া প্রস্থান।

মহানন্দ। এ কি! চিন্তামণি তার সমস্ত সম্পত্তি আমাকে দিয়ে বলে গেছে,—যার যা ক্ষতি করেছি, তার চারগুণ তাকে ফিরিয়ে দিও।

মধু। আরে তোমাকে বিদ্রূপ করেছে। যুবরাজের সম্পত্তি যুবরাজেরই প্রাপ্য।

মহানন্দ। তার অর্থ?

মধু। অর্থ এই যে ও দলিলের কোন মূল্য নেই। দাও, আমাকে দাও।

মহানন্দ। যার মূল্য নেই, আপনাকে কি তা দিতে পারি কুমার? আপনি এখন মহামান্য যুবরাজ।

মধু। বাচালতা রাখ। কোথাকার কে তুমি যে বিল্বমঙ্গলের সম্পত্তি অধিকার করতে চাও?

মহানন্দ। তুমিই বা কোথাকার কে যে আমাকে চোখ রাঙিয়ে শাসন করতে চাও? আমি ত তোমাদের প্রজা নই।

মধু। এতদিন ছিলে না, এইবার হবে। লেখন দাও।

মহানন্দ। যে ভার সে আমার হাতে তুলে দিয়ে গেছে, আমি তা যার তার হাতে তুলে দেব না।

মধু। যার তার হাতে নয়, যুবরাজের হাতে।

মহানন্দ। যুবরাজের আসনে বসলেই যুবরাজ হওয়া যায় না। আজ আপনি সিংহাসনে বসে আছেন, কাল পথের ধুলোয় গড়াগড়ি যেতে পারেন।

মধু। আমি তোমায় হত্যা করব।

মহানন্দ। বিল্বমঙ্গলের মাথা যে ফাটিয়ে দিয়েছে, মধুমঙ্গলের মাথাও সে উড়িয়ে দিতে পারে।

[প্রস্থান।

মধু। এই, কে আছিস্ এখানে?

নাগার্জ্জুনের প্রবেশ।

নাগার্জ্জুন। তোমার যম আছে। হ্যাঁ হে ছোকরা,—পণ্ডিতের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে কে?

মধু। আগুন?

নাগার্জ্জুন। হ্যাঁ, আগুন। জান, সে ব্রাহ্মণ আগুনের বেড়াজালে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মরেছে?

মধু। বড়ই দুঃখের বিষয়। লোকটি বড় ভাল ছিল, আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করত।

নাগার্জ্জুন। কে তার এ সর্ব্বনাশ করেছে?

মধু। আমি তা কি করে বলব?

নাগার্জ্জুন। তুমি বলবে না ত কি আমি বলব? আমি

বিল্বমঙ্গলের সন্ধানে গিয়েছিলাম, এর মধ্যে তুমি জপিয়ে জপিয়ে মহারাজকে তীর্থভ্রমণে পাঠিয়েছ, রাজকোষের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছ, মানী লোকদের ডেকে এনে অপমান করেছ, গরীবের গলায় সাঁড়াশী দিয়ে নজর আদায় করেছ।

মধু। এ তুমি বলছ কি ঠাকুর?

নাগার্জ্জুন। আমি কোন কথা শুনব না। বল, কেন প্রাসাদে এত অবাঞ্ছিত লোকের আনাগোনা? কে খণ্ডগিরির কুটিরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে? কোথায় আছে তার কন্যা অশ্রুমতী? শীঘ্র বল?'

মধু। সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছ কেন?

নাগার্জ্জুন। এ তোমারই কাজ। তুমি ছাড়া ভোজপুরে এত বড় বুকের পাটা আর কারও হতে পারে না।

মধু। বেরিয়ে যাও মিথ্যাবাদী।

নাগার্জ্জুন। বেরিয়ে যাব আমি? আর তুমি ভোজপুরের বুকের উপর বসে এমনি করে মানুষের সর্ব্বনাশ করবে? তা হবে না। ব্রহ্মহত্যার দণ্ড মহারাজ নিজের হাতেই দেবে। শোন বালক, আমার মনে এক বিন্দু সংশয় নেই যে তুমিই সে বালিকাকে লুকিয়ে রেখেছ। যদি তাকে আক্রোশের বসে হত্যা করে থাক, —দেখিয়ে দাও তার মৃতদেহ; তার উন্মাদিনী জননী তবু একটু সান্ত্বনা পাবে যে তার কন্যার গায়ে কলঙ্ক স্পর্শ করে নি। আর যদি সে জীবিত থাকে, বল কোথায় সে।

মধু। জানি না।

নাগার্জ্জুন। আমি তোমার মাথাটা গুঁড়িয়ে দেব। [যষ্টি উত্তোলন, মধুমঙ্গল বাঁশী বাজাইল]

লালুর প্রবেশ।

মধু। এই বৃদ্ধকে বন্দী করে বুকে পাথর চাপা দিয়ে রাখ্।

লালু। [নাগার্জ্জুনকে শৃঙ্খলিত করিল] চল ঠাকুর।

নাগার্জ্জুন। কি? ভোজপুরের রাজপ্রাসাদে নাগার্জ্জুন বন্দী! ওরে, প্রাসাদে কি আজ মানুষ নেই? যার পায়ে এতদিন ফুল জল দিয়েছি, সেও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? নারায়ণ কি নেই?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। আছে।

নাগার্জ্জুন। তুমি—তুমি কে?

অশ্রু। আমি কুলপতি খণ্ডগিরির কন্যা।

নাগার্জ্জুন। এখানে কেন এলি বেটি?

অশ্রু। এরা আমায় ভুলিয়ে এনেছে, আর বেরিয়ে যেতে দিচ্ছে না।

নাগার্জ্জুন। মধুমঙ্গল!

লালু। আরে চল না ঠাকুর। আজ আর ত রাজা নেই যে তোমার কদর বুঝবে? এতদিন ঠাকুর পূজো করেছ, এবার বৈকুণ্ঠে চল।

নাগার্জ্জুন। মধুমঙ্গল, আমাকে বন্দী করে রাখতে চাও, রাখ। কিন্তু এই নিরপরাধ মেয়েটাকে তুমি ছেড়ে দাও। নইলে এ মহাপাপের প্রতিফল তোমায় কণ্ঠায় কণ্ঠায় ভোগ করতে হবে।

লালু। যখন হবে, তখন হবে। তুমি চল।

নাগার্জ্জুন। নারায়ণকে ডাক মা, নারায়ণকে ডাক। প্রহ্লাদের

ডাকে স্তম্ভের ভেতর থেকে নৃসিংহ বেরিয়ে এসেছিল, তোর ডাকে মাটি ফুঁড়ে নররাক্ষস বেরিয়ে এসে এই কামান্ধ পশুটাকে আস্ত চিবিয়ে খাবে।

[লালুর সহিত প্রস্থান।

অশ্রু। কেন আমাকে নিয়ে এসেছেন ?

মধু। বুঝতে পাচ্ছ না ? টাটে বসিয়ে পূজো করব বলে। সেদিন না তোমাকে বলে এসেছিলাম যে তোমাকে আমি নিশ্চয়ই নিয়ে আসব, তবে প্রাসাদে নয়, প্রমোদ-উদ্যানে ?

অশ্রু। এত নীচ একটা দেশের যুবরাজ ?

মধু। চুপ ; চাবুকের ঘায়ে সভ্যতা শেখাব।

অশ্রু। তোমাকে চাবুক মারবার কি কেউ নেই মনে করেছ ?

মধু। যদি থাকে, ডাক তোমার সেই পরমাত্মীয়কে। বড় অহঙ্কার তোমার। তোমার অহঙ্কারের প্রাসাদ আমি এই মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করব। সেইজন্যেই তোমাকে আজ এখানে নিয়ে এসেছি।

অশ্রু। তাহলে আমাদের ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলে তুমি ?

মধু। আমি নই, আমারই অনুচরেরা।

অশ্রু। কি করেছ তুমি নরাধম ? ওই পাতার ঘরে এক আত্মভোলা মহাদেব চল্লিশ বছর ধরে শাস্ত্রানুশীলন করে আসছিল,—ও যে তার সাধনার পীঠস্থান। একটা তুচ্ছ নারীর জন্যে তুমি তাকে ছাই করে দিয়ে এলে ? একখানা পুঁথি পুড়ে গেলে বাবা যে পাগল হয়ে যাবেন।

মধু। পাগল আর তাকে হতে হবে না। অগ্নিদেব তাকে গ্রাস করেছে। সে এখন পরলোকে।

অশ্রু। পরলোকে! বাবা নেই! ওরে কামান্ধ পশু, ওরে রাজকুলের কলঙ্ক,—

মধু। চুপ্। [কশাঘাত]

অশ্রু। মারো, আরও মারো, চাবুক নয়—তরবারি হানো। যার বাগদত্তা বধূ আমি, তুমি না তার ছোট ভাই? আমার জন্যে তুমি একটা নিষ্পাপ মানুষকে হত্যা করলে? কি আছে এ পুরীষ-কর্দ্দমে মাখা মাংসপিণ্ডের মধ্যে? রূপ? কোথায় রূপ? এই কালো কালো দীঘল চুলে? এখনি কেটে দিচ্ছি। এই চোখে? উপড়ে নাও পশু। এই শুভ্র চর্ম্ম, যদি তোমায় মুগ্ধ করে থাকে,—বল আমি আগুনে ঝলসে দিচ্ছি। তারপর চেয়ে দেখ,—আমাতে আর তোমার সব চেয়ে কুৎসিত দাসীতে কোন তফাৎ নেই।

মধু। ও সব তত্ত্বকথা আমি অনেক শুনেছি। কাছে এস।

অশ্রু। হে অশরণের শরণ, হে লজ্জানিবারণ, হে দীনবন্ধু, রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার।

[মধুমঙ্গল তাহার হাত ধরিল; সেই মুহূর্ত্তে দুর্য্যোধনের
লাঠির বাড়ি তাহার উপর পতিত হইল।
মধুমঙ্গল চাবুক তুলিতে গেল, দুর্য্যোধন
অশ্রুকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।]

মধু। আমি তোকে হত্যা করব। চলে গেল! কে আছিস্? লালু, দুর্জ্জন সিং,—কেউ নেই?

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। আমি আছি কুমারবাহাদুর।

মধু। তুমি কে?

সনাতন। চেন না এ মুখ? শোন নি আমার নাম? আমার স্ত্রীকে চিনতে, না?

মধু। কে তোমার স্ত্রী?

সনাতন। আমার স্ত্রী চিন্তামণি।

মধু। চিন্তামণি আবার কে? আমি ত কখনও তার নামও শুনি নি।

সনাতন। নামও শোন নি? ভোজপুরে এমন কোন মেয়ে, এমন কোন সুন্দরী বউ, এমন কোন নারী আছে, যার নাম তুমি শোন নি, যার মুখ তুমি দেখ নি? কে সনাতন গোস্বামীর স্ত্রীর খবর বিল্বমঙ্গলের অনুচরদের দিয়েছিল? কে তাদের অর্থ দিয়ে বশীভূত করে চিন্তামণিকে হরণ করিয়েছিল?

মধু। কি বলছ তুমি ঠাকুর?

সনাতন। কিছুই জান না, কেমন? যারা চিন্তামণিকে আমার বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের একজন আজ মৃত্যুশয্যায়। তার কাছে সবই আমি শুনেছি। দেখবে তাকে?

মধু। কে কোন্ ভাগাড়ে পড়ে মরছে, আমার তাকে দেখবার কোন দরকার নেই।

সনাতন। এখন তা থাকবে কেন? যখন স্বার্থসিদ্ধির জন্য তার হাত দিয়ে বিল্বমঙ্গলের মনুষ্যত্ব একটু একটু করে নিংড়ে নিয়েছিলে, সরলপ্রাণ এক দেবশিশুকে মাতাল দুশ্চরিত্র দানবে পরিণত করেছিলে, তখন তার হাতে মুঠো মুঠো টাকা তুলে দিয়েছিলে।

মধু। তুমি মিথ্যাবাদী।

সনাতন। [পত্র বাহির করিয়া] এই চিঠি কার? কার হাতের এই লেখন? বল কুমার বাহাদুর,—বিল্বমঙ্গলকে মাতাল দুশ্চরিত্র

মানবে পরিণত করে দিতে পারলে কে জলধরকে বিশ হাজার টাকা কবুল করেছিল?

মধু। আমি জানি না।

সনাতন। [আর একটি পত্র দেখাইয়া] এই পত্র? কার লেখা? চিন্তামণিকে নৌকো থেকে চুরি করার কথা কে লিখেছিল তাকে? কোন্ শয়তান এর সঙ্গে তিন হাজার টাকা পাঠিয়েছিল?

মধু। বেরিয়ে যাও তুমি আমার প্রাসাদ থেকে।

সনাতন। যাব কুমার বাহাদুর। বিনাদোষে একটা নারীর জীবন আমি ব্যর্থ করেছি। সে আমার পায়ে ধরে কেঁদেছে, আমি অসার সমাজের মুখ চেয়ে তাকে কলঙ্কিত জীবন বহন করতে দূরে ঠেলে দিয়েছি। আজ সে কথা মনে হলে আমার চোখের জল বাধা মানে না। আর সেই হতভাগ্য যুবক—তারই বা কি অপরাধ ছিল? তোমারই ছলনায় সে লোকচক্ষে নারীহরণকারী দস্যু, পিতারও সে ত্যাজ্যপুত্র। কত সে আমায় মিনতি করেছিল, মাথায় লাঠির ঘা সয়েও সে একটা অঙ্গুলি হেলন করে নি। আমি তার কোন কথা শুনি নি। সংসারের যোগ্য আমি নই। সংসার ত্যাগ করে আমি চলে যাব। কিন্তু তোমাকেও আমি জীবন্ত সমাধি দিয়ে যাব।

মধু। দুর্জ্জন সিং!

সনাতন। চুপ, আমার মাতুলের ঘর পুড়িয়েছে কে?

মধু। আমি জানি না।

সনাতন। তাঁকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে কোন্ শয়তান?

মধু। তুমি শয়তান!

সনাতন। কি করেছিল সে ব্রাহ্মণ যার জন্তে তুমি তাকে এই শোচনীয় মৃত্যু দিয়েছ? জবাব দাও।

মধু। বেরিয়ে যা শয়তানের বাচ্ছা। [কশাঘাত]

সনাতন। কি? আমাকে কশাঘাত! আমার ঘর তুমি শ্মশান করেছ, মাতুলকে অকারণ হত্যা করেছ, আবার—আমারই উপর নির্য্যাতন? ধর্ম্ম কি নেই ভেবেছ? ভগবান্ কি ঘুমিয়ে আছে মনে করেছ? না না, কোন পাপ কখনও বৃথা যায় না।

মধু। লেখনগুলো দাও বলছি।

সনাতন। দেব, তোমাকে নয়, তোমার যমকে।

মধু। সনাতন!

সনাতন। এ কি! এ কঙ্কণ কার? এ যে অশ্রুর হাতে দেখেছিলাম। কোথায় অশ্রু?

মধু। জানি না।

সনাতন। কি করেছ তুমি তার?

মধু। দুর্য্যোধন ব্যাটাকে জিজ্ঞেস কর। ব্যাটা আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে গেছে; আমি ওকে কচুকাটা করব।

সনাতন। সে এখানে নেই?

মধু। না রে ব্যাটা, না। শয়তানী আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয় নি। ভেবেছিলাম, তাকে আমার বাগানবাড়ীর রাণী করব। দুর্য্যোধন শূয়ার অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। যাবে কোথায়? পাতালে লুকিয়ে থাকলেও ঝুঁটি ধরে টেনে আনব। আমার নাম মধুমঙ্গল।

সনাতন। এতদূর উঠেছ তুমি লম্পট? সরলপ্রাণ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিনাদোষে হত্যা করে তার কন্যাকে নিয়ে এসেছ অঙ্কশায়িনী

করতে? ওরে পশু, সে যে তোর বড় ভাইয়ের বাগদত্তা বধূ।

মধু। পশু যখন বললে, তখন তার ল্যাজের ঝাঁপ্‌টা দেখে যাও। [কশাঘাত]

সনাতন। পাপ তোমার ষোলকলায় পূর্ণ হয়েছে মধুমঙ্গল। ভেবেছিলাম, যা জানি, তা বলব না। কিন্তু তোমার উঁচু মাথাটা নামিয়ে না দিলে এ দেশে কারও কাঁধে মাথা থাকবে না। তোমার মাকে দেখবে?

মধু। মা?

সনাতন। হ্যাঁ। সে এখন পথে পথে ভিক্ষে করে। সাত বছর বয়সে সে বিধবা হয়েছিল। তুমি সেই বিধবার ষোল বছর বয়সের পুত্ররত্ন!

মধু। সনাতন!

সনাতন। আর আমি বলব না। বাকীটা ওই লালু গুণ্ডা জানে।

মধু। ব্রাহ্মণ!

সনাতন। বেরিয়ে যা লম্পট। ভদ্র সমাজ তোর জন্যে নয়। তুই তোর বিধবা মায়ের অবৈধ সন্তান।

[প্রস্থান।

মধু। লালু, দুর্জ্জন সিং, কে আছিস্, এই ব্রহ্ম চণ্ডালকে ধর্, ব্রহ্ম চণ্ডালকে ধর্।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

যমুনার তীর।

বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

বিল্ব। কই, কই? বৃক্ষতলে কে বাজাল বাঁশী?
কুঞ্জবনে কে গাহিল গান?
চরণে নূপুর কার
রিনিঝিনি উঠিল বাজিয়া?
করে বাঁশী, গলে মালা, শিরে শিখিচূড়া,
পদতলে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ,—
সজল-জলদঘনসুনীলবরণে
সারানিশি ছিল মোর শিয়রে জাগিয়া
মরি মরি যেন সেই ব্রজের গোপাল!
এই ছিল, এই নাই, আঁধারে মিশালো।
এস প্রিয়, কাছে এস, করো না ছলনা,
দরশপিয়াসে মোর কণ্ঠাগত প্রাণ,
অধমে করুণা কর হে ব্রজদুলাল।

গীতকণ্ঠে কুহকের আবির্ভাব।

কুহক। **গীত।**

ফিরে যা তুই ঘরে,
মিছে আশায় ঘুরিস কেন রৌদ্র বৃষ্টি ঝড়ে?

বিল্ব। মিছে আশা!

কুহক।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

অকূল পাণ্ডে তরী বেয়ে
কি হবে তোর কৃষ্ণ পেয়ে?
ধনপরিজন নারী-রতন সব পাওয়ার উপরে।

বিল্ব। না না, ও আমি চাই না।

কুহক।

পূর্ব্ব গীতাংশ।

ফলে ফুলে গন্ধে ভরা
সুখের খনি বসুন্ধরা,
ভোগ করে নে ও অভাগা, ভোগের থালা শূন্য করে।

বিল্ব। না-না-না। আমি অন্ধ, আমার কাছে জগতের সৌন্দর্য্যের কোন মূল্য নেই।

কুহক। আমি তোমার চোখের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনব।

বিল্ব। চোখের দৃষ্টি ফিরে পেলে কি কৃষ্ণকে দেখতে পাব?

কুহক। না। কৃষ্ণ ছাড়া আর সবই দেখতে পাবে।

বিল্ব। নারীর রূপ, ঐশ্বর্য্যের চাকচিক্য, কুৎসিত সংসার—না-না-না, এ আমি দেখতে চাই না। আবার চিন্তামণি এসে সম্মুখে দাঁড়াবে, আবার মধুমঙ্গল সুরাপাত্র নিয়ে আসবে, চাটুকারেরা চারিদিকে ঘিরে বসবে—চাই না, চাই না আমি।

কুহক। কতদিন খাও নি বল দেখি? একটু মদ খাবে? খাও না, দুর্ব্বল শরীর চাঙ্গা হয়ে উঠবে।

বিল্ব। সরে যাও।

কুহক। কেন যৌবনে যোগী সেজেছ? চিন্তামণি কটু কথা বলেছে? দূর হক চিন্তামণি। তোমার চারিদিকে উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা ঘৃতাচী এসে দাঁড়িয়েছে, কাকে চাও তুমি?

বিল্ব। আমি কৃষ্ণকে চাই, আর কাউকে নয়। আমায় তোমরা আশীর্ব্বাদ কর যেন কৃষ্ণকে আমি পাই।

কুহক। দূর হতভাগা বামুন।

[প্রস্থান।

বিল্ব। বাঁশী কেন আর বাজে না? বাতাস কেন বয় না? পৃথিবীর গতি কি স্তব্ধ হয়ে গেল? কার এই উত্তপ্ত নিঃশ্বাস? কে তুমি?

গীতকণ্ঠে করালের প্রবেশ।

করাল। **গীত।**

যাচ্ছ কোথায় ও পাতকি, নদীর পারে বৃন্দাবন;
তোমার মত পাপীর তরে ও স্বর্গে ত নেই আসন।

বিল্ব। বৃন্দাবন! আমি তবে যমুনার তীরে এসেছি? ওই যে ওপারে নূপুর বাজছে। আমি যাব, আমি যাব।

করাল। **পূর্ব্ব গীতাংশ।**

ডুবিয়ে দেব কাল যমুনায়, ওরে মাতাল ভাঙ্গড়,
দেহটা তোর ছিঁড়ে খাবে যত কুমীর হাঙ্গর,
যাসনে ব্যাটা, ভাঙ্গব মাথা,
ঘোরাব বুকের পরে জাতা,
ডাক দেখি কে পরিত্রাতা, কোন্ ব্যাটা তোর আপন জন।

বিল্ব। তুমিই বৃন্দাবনের দ্বারপাল? দয়া কর, পথ ছেড়ে দাও; আমার মন বলছে বৃন্দাবনে গেলেই আমি তাকে পাব। ওই যমুনা কুলুকুলু করে আমায় ডাকছে। ওই কদম্বের ডালে বসে প্রাণকৃষ্ণ বেণু বাজাচ্ছে। যাই যাই।

করাল। খবরদার ব্যাটা, মরবি।

[প্রস্থান।

বিল্ব। মারো মারো, তবু আমি যাব।

লালুর প্রবেশ।

লালু। যাবার আগে মাথাটা দিয়ে দাও।

বিল্ব। কে তুমি? কাছে এস, তুমিই কি আমার প্রাণকৃষ্ণ? [লালুকে আলিঙ্গন]

লালু। ধুত্তোর প্রাণকেষ্টর নিকুচি করেছে। [ধাক্কা দিয়া বিল্বমঙ্গলকে ফেলিয়া দিল] আমি তোমার যম।

বিল্ব। যিনি যমরাজ, তিনিই ত ধর্ম্ম। হে ধর্ম্মরাজ, আমায় আশীর্ব্বাদ কর। [পদধারণ]

লালু। আরে দূর ঠাকুর, পা ছাড়। এখনি আশীর্ব্বাদ কচ্ছি। তলোয়ারের এক কোপ বসিয়ে দিলে আশীর্ব্বাদের ফোয়ারা ছুটবে। সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়ে যাবে।

বিল্ব। কৃষ্ণপ্রাপ্তি হবে? সত্যি বলছ? তুমি বুঝি দেবর্ষি নারদ? দাও দাও, এই আমি মাথা পেতেছি, ভাল করে আশীর্ব্বাদ কর।

লালু। জয় কালি। [তরবারি উত্তোলন]

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। আমাকে মার, আমার মাথা নাও। ওকে রক্ষা কর বাবা।

লালু। সেই মেয়েটা নয়? আরে, তুমি এখানে এলে কি করে?

অশ্রু। কেমন করে এলাম জানি না। কে যেন বাঁশী বাজিয়ে

ডাকলে। পাগল হয়ে ছুটে এসেছি। নদনদী দুভাগ হয়ে পথ করে দিয়েছে, পাহাড় মাথা নীচু করে রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছে, বনজঙ্গল কেউ আমায় বাধা দেয় নি, একখণ্ড মেঘ আমার আগে আগে ছুটে এসেছে। আজ আমার কামনার শেষ, সাধনার সিদ্ধি। এই অন্ধ ব্রাহ্মণকে ছেড়ে দিয়ে তুমি আমার মাথা নাও বাবা।

লালু। চোপরাও হতভাগা মেয়ে। ফস্ করে বাবা বললেই হল? বাবা, কিসের বাবা? সে সব চুকে বুকে গেছে আজ পঁচিশ বছর। ওই বৃন্দাবনে গোবিন্দ দাসের আখড়ার দোরে যখন ছেলেটাকে ফেলে দিয়ে এলুম, হারামজাদা হঠাৎ "বাবা" বলে ডেকে উঠল। সেই থেকে পাঁচ বছর আমি ভাল করে ঘুমোই নি—ইট কাঠ মাটি পাথর সবাই আমায় "বাবা" বলে পাগল করে দিয়েছিল। আবার কি আমি পাগল হব? সরে যাও, জয় মা কালী।

অশ্রু। না-না। [বিল্বমঙ্গলকে জড়াইয়া ধরিল]

বিল্ব। কে? কে? কার এ শীতল স্পর্শ? তুমি কি এলে ঠাকুর, এতদিনে তুমি কি এলে?

অশ্রু। আমি ঠাকুর নই, আমি অশ্রু।

বিল্ব। ঠিক ঠিক, তুমিই ত আসবে। তুমিই ত তার অগ্রদূত। অশ্রু না ঢাললে তাকে ত পাওয়া যায় না। ধ্রুব প্রহ্লাদ তোমাকে দিয়েই তাঁকে পেয়েছিল। আমিও পাব, কি বল ধর্ম্মরাজ? এস অশ্রু, আমার অন্ধ নয়নে বান ডেকে এস। তুমি যখন এসেচ, তখন সে আর বেশী দূরে নেই। আমার মন বলছে, বৃন্দাবনে গেলেই তাকে আমি পাব। কিন্তু আমি যে অন্ধ।

অশ্রু। অন্ধ! তাই ত, চোখে তোমার কটাক্ষ নেই! হা কৃষ্ণ, এ কি করলে? কোন্ নিষ্ঠুর এ সর্ব্বনাশ করলে?

বিল্ব। দেখ ত ধর্ম্মরাজ, যমুনার পারে আমি এসেছি, না? কে আমায় পার করে দেবে?

অশ্রু। আমি দেব, চল।

লালু। থাম্ থাম্; আমি ফ্যাল ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকব, আর তোরা গ্যাট গ্যাট করে পার হয়ে যাবি, না? সে গুড়ে বালি। তোকে না হয় আমি ছেড়ে দিলুম, কিন্তু ওর মাথাটা আমি চাই। এই মাথাটা নিয়ে গেলে আমি বিশ হাজার টাকা পুরস্কার পাব।

বিল্ব। এই তুচ্ছ মাথাটার বিনিময়ে এত পুরস্কার পাবে তুমি? জীবনে শান্তি পাবে?

লালু। নিশ্চয়ই পাব।

বিল্ব। তবে নিয়ে যাও ভাই।

লালু। নিয়ে যাব! তুমি বলছ?

অশ্রু। কুমার!

বিল্ব। দেহটা পাপে জর্জ্জরিত, এ দেহ নিয়ে বুঝি তার দেখা পাব না।, যে জীবনে কৃষ্ণ লাভ হল না, সে জীবনের কোন মূল্য নেই। নাও, মাথা নাও।

অশ্রু। না-না, ওগো তুমি আগে আমাকে হত্যা কর। [বিল্বমঙ্গলকে জড়াইয়া ধরিল]

লালু। এ কি হল? এই লেলো শূয়ার, হাত কাঁপছে কেন রে শালা? যা বাবা, ছোরা এত ভারী! এ যে ধরে রাখতে পাচ্ছি না। হয়ে গেল। লেলো মরেছে, যমের দোসর লালু গুণ্ডা আজ কবরে গেছে। [ছোরা ফেলিয়া দিল]

বিল্ব। কে? তুমি কে? নারী না পুরুষ?

অশ্রু। আমাকে তুমি চেন না? আমি তোমার বাগদত্তা বধূ।

বিল্ব। ও—কুলপতি খণ্ডগিরির কন্যা? কেন এসেছ তুমি? কেন তুমি আমার অপেক্ষায় বসে আছ? আমি তোমায় অবজ্ঞায় প্রত্যাখ্যান করি নি। আমি তোমার উপকার করতেই চেয়েছিলাম দেবি। তুমি ত জান, সবাই জানে, আমি মাতাল, চরিত্রহীন।

অশ্রু। তুমি যাই হও,—আমি দীর্ঘকাল ধরে জানি, তুমিই আমার স্বামী।

বিল্ব। ভুলে যাও। দেখ আমি অন্ধ।

অশ্রু। আমার চোখ দিয়ে তুমি দেখবে।

বিল্ব। আমি যে সর্ব্বত্যাগী ভিখারী।

অশ্রু। আমিও সর্ব্বত্যাগিনী। ভিক্ষা তোমায় করতে হবে না, তোমার হয়ে আমিই ভিক্ষা করব।

লালু। তোমাদের কাউকে ভিক্ষে করতে হবে না। তোমরা গাছতলায় বসে ঠাকুরকে ডাকবে, আমি ভিক্ষে করে এনে তোমাদের খাওয়াব। মেয়েটাকে তুমি লাও ঠাকুর; ও বড় ভাল মেয়ে, তোমার পথে কাঁটা দেবে না।

বিল্ব। এ তুমি কি বলছ? আমার মাথা নেবে না?

লালু। শুধু মাথা লিয়ে আর করব কি? তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই। আমি গোটা মানুষটাকেই চাই। ওই রে, ওই পাগলী বেটী আসছে।

চণ্ডমণির প্রবেশ।

চণ্ড। এই, কোথায় আমার মেয়ে? কোথায় রেখেছিস্ আমার মেয়েকে?

লালু। আরে দূর পাগলি। কে তোর মেয়ে? আমি তার কি জানি?

চণ্ড। তুই-ই ত জানিস? সে ছোঁড়া যে আমায় তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে? সেই থেকে আমি তোর পিছু নিয়েছি। হাঁ করে রইলি কেন? বলি তোর নাম ত লালু গুণ্ডা? তুই-ই ত তাকে নিয়ে গিয়েছিলি? দে, মেয়ে দে বলছি। আমার মেয়েকে আমি বিল্ব-মঙ্গল ছাড়া আর কারও হাতে দেব না।

লালু। শুনছ ঠাকুর?

অশ্রু। কে? কে? তুমি কি আমার মা?

চণ্ড। অ্যাঁ! মা বলছে যে গো? আবছা অন্ধকারে চোখে ভাল দেখতেও ত পাচ্ছি না। ওরে হতভাগা ব্যাটা, একটা আলো নিয়ে আয় না।

অশ্রু। আমায় চিনতে পাচ্ছ না মা? আমি যে তোমার অশ্রু।

চণ্ড। অশ্রু! আমার অশ্রু! আঃ—কতকাল পরে! সে কোথায় জানিস? শুনেছি, এই দিকেই এসেছে। খুঁজে দেখ, তার হাতে তোকে না তুলে দিয়ে আমি যে যেতে পাচ্ছি না। ওই শোন্ বুড়ো মড়া আমায় ডাকছে। ব্যাকরণের আধপোড়া পাতাগুলো আঁচলে বেঁধে এনেছি, তার কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু যাই কি করে? সে কই, বিল্বমঙ্গল?

বিল্ব। কে মা তুমি আমায় ডাকছ? আমিই বিল্বমঙ্গল।

চণ্ড। তুমি! ভালই হয়েছে, ভালই হয়েছে। সব এক জায়গায় এসে জমা হয়েছে। মেয়েটাকে তুমি নাও বাবা, নইলে আমি বুড়ো মড়ার কাছে যেতে পাচ্ছি না। ক্ষিদে পেলে সে চায় না, ঘুম পেলে

বুঝতে পারে না, অসহায় শিশুর মত শূন্যে শূন্যে ঘুরছে, আর আমাকে ডাকছে। নাও বাবা, নাও, আমি তোমার হাতে ওকে তুলে দিয়ে তার কাছে চলে যাই।

বিল্ব। তা হয় না মা।

চণ্ড। হয় না বুঝি? নারী নরকের দ্বার, নয়? তবে আর কি হবে? আচ্ছা, আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ তুমি ওকে দেখো। ওই যমুনা কলকল কচ্ছে না? যমুনার কাণে কাণে একটা কথা বলে আসি। যাব আর আসব। যতক্ষণ না আসি, মেয়েটা তোমার কাছে রইল। কি বল? কথা বল না গো ভাল মানষের ছেলে।

বিল্ব। বল মা কি বলছ।

চণ্ড। আমি যাব?

বিল্ব। যাও মা।

চণ্ড। যাও মা বললেই হল? মেয়েটা চোখের জল ফেলছে দেখছ না? এই নাও, ওর হাতখানা শক্ত করে ধর। আমি যতক্ষণ না ফিরি, ততক্ষণ ওকে ছেড়ে দিও না।

বিল্ব। তাই হবে।

চণ্ড। আমি তবে আসি। যাব আর আসব, আসব আর যাব। এই ত নিয়ম! ওরে ও অশ্রু, চোখ ছলছল কচ্ছে কেন? ভয় কি মা, ভয় কি? বুড়ো বলত শুনিস নি,—একমনে যে যা চায়, তাই সে পায়। তুইও পেয়ে গেছিস্‌, আর কিছু ভাবিস নি। ওর সঙ্গে তুইও কৃষ্ণ নামে তরী ভাসিয়ে দে। [নিজের আঙুল কামড়াইয়া রক্ত দিয়া অশ্রুর ললাট রঞ্জিত করিয়া দিল] এই নে, হয়ে গেল। ওরে লালু, পাখীগুলোকে ডাক না, উলু দিতে বল্‌,

বনের হাতীগুলোকে শাঁখ বাজাতে বল্। আমি যাব আর আসব, যাব আর আসব।

অশ্রু। মা,—

চণ্ড। পিছু ডাকিস নি, যমুনা কথা শুনবে না, বুড়ো একা একা ঘুরবে আর কাঁদবে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম, হরে হরে। [প্রস্থান।

লালু। সর্ব্বনাশ! যমুনায় ঝাঁপ দিলে যে।

অশ্রু। যাও বাবা, যাও—যদি পার—

লালু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি পারি—। যদিও হবে না, পারাও হবে না। ও বুড়ীর মৎলব খারাপ। ওই যে বললে,—যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ওকে ছেড়ো না। ওই হয়ে গেল। জয় প্রজাপতি ঠাকুর, জয় প্রজাপতি ঠাকুর—ওই রে, ওই গোবিন্দ দাস আসছে, আমি পালাই। সুখে থাক মা লক্ষ্মি, সুখে থাক। [প্রস্থান।

বিল্ব। যমুনার জলে কিসের শব্দ অশ্রু?

অশ্রু। সর্ব্বনাশ হয়েছে। মা জলে ঝাঁপ দিয়েছে।

বিল্ব। আর ফিরবে না অশ্রু। আমার সঙ্গে তোমাকে চির-দিনের বন্ধনে বেঁধে রেখে সে চলে গেছে। তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হক। দুঃখ দারিদ্র্য গঞ্জনা সহ্য করতে এতই যখন তোমার সাধ, —তখন আমি আর কি করব? তোমার মায়ের আত্মদান সার্থক হক, আমার মায়ের বাগদান সফল হক। আজ হতে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী।

মাঝীর বেশে রাখালের প্রবেশ।

রাখাল। পারে যাবে কত্তা? নৌকো চাই?

বিল্ব। হ্যাঁ, যাব। ওই যেখান থেকে বাঁশীর স্বর ভেসে আসছে, ওইখানে যাব।

রাখাল। ও ত গোবিন্দ দাসের আখড়া। ঝুলন দেখতে যাবে? বেশ, চল।

বিল্ব। কিন্তু আমাদের ত কড়ি নেই।

রাখাল। কড়ি না থাকে দাসখৎ লিখে দিও।

বিল্ব। তাই দেব মাঝি, আমাদের নিয়ে চল।

অশ্রু। কি নাম তোমার বালক?

রাখাল। আমার নাম গোপাল।

অশ্রু। রাখাল বলে কি কেউ তোমার ছিল?

রাখাল। রাখাল! সে ত আমার ভাই গো।

বিল্ব। চল অশ্রু।

রাখাল। অশ্রু! সে ত রাখালের দিদি। তবে ত তুমি আমারও দিদি। এস, দিদি এস। ও বোনাই, চলে এস।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

পথ।

মহাবল ও বিরূপাক্ষের প্রবেশ।

মহাবল। ওরে বিরূপাক্ষ, আর কতদূর? আমি যে আর চলতে পাচ্ছি না। সারাগায়ে এ কিসের ফসল ফলেছে দেখ্।

বিরূপাক্ষ। দেখেছি কত্তা; আপনার বড় রোগ হয়েছে।

মহাবল। বড় রোগ কি?

বিরূপাক্ষ। জানেন না কত্তা? এরই আর এক নাম কুষ্ঠ।

মহাবল। কুষ্ঠ! আমার কুষ্ঠ হয়েছে ব্যাটা? এত বড় কথা তুই বলিস্? আমি তোর মুখ দেখব না।

বিরূপাক্ষ। আপনার মুখখানাই বা আর কে দেখবে? নিজের মুখখানা নিজে একবার দেখবেন? এই যে আমার সঙ্গে আর্সি আছে। দেখুন কি ছিরি খুলেছে! [আর্সি দিল]

মহাবল। এ কি! এ কার মুখ? কার নাক? কার এ দেহ!

বিরূপাক্ষ। আপনার কত্তা। লোকের ধীরে ধীরে বাড়ে, আপনার লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কাল যা দেখেছি, আজ তার দশগুণ বেড়েছে। পা ফেটে পূঁজ পড়ছে যে গো। ওয়াক, থুঃ।

মহাবল। তুই যে আমাকে বাত হয়েছে বলে বৈদ্যের কাছে নিয়ে এলি? কোথায় তোর বৈদ্য?

বিরূপাক্ষ। বদ্যি আর কি করবে কত্তা? এ রোগের ওষুধ নেই।

মহাবল। ওষুধ নেই!

বিরূপাক্ষ। না। দশটা বন্ডি বেটে খাওয়ালেও এর লয়ও হবে না, ক্ষয়ও হবে না।

মহাবল। তুই বলিস্ কি?

বিরূপাক্ষ। এ রুগী সহজে মরেও না। আমার তালুইয়ের কুষ্ঠ হয়েছিল। একশো আট বছর বেঁচে পচে গলে তবে মলো।

মহাবল। এই রোগ নিয়ে আমায় এতদিন বেঁচে থাকতে হবে?

বিরূপাক্ষ। এখনও ত রোগের কিছুই হয় নি। এর পর ফাটবে।

মহাবল। ফাটবে!

বিরূপাক্ষ। তারপর পোকা পড়বে।

মহাবল। ওরে চুপ কর।

বিরূপাক্ষ। তারপর দুর্গন্ধ হবে।

মহাবল। দুর্গন্ধও হবে!

বিরূপাক্ষ। হাত যাবে, পা যাবে, মুখের চামড়া খসে খসে পড়বে।

মহাবল। আমায় বিষ খাইয়ে মার। ওরে, এ মুখ আমি লোক-সমাজে দেখাব কি করে? কোথা থেকে এ এল?

বিরূপাক্ষ। ভক্ত বামুনের চোখ উপড়ে নিয়েছ কত্তা; সে কি অমনি যাবে?

মহাবল। আমি উপড়ে নিয়েছি শূয়ার? তুই না লোকটাকে ফেলে চোখে ছুঁচ ফুটিয়ে দিলি?

বিরূপাক্ষ। আমি ত হুকুমের চাকর, আমার কি দোষ? কত তোমায় বারণ করলুম,—বামুনের এত বড় সর্ব্বনাশ করো না, নিজের পরিবারকে অবিশ্বেস করো না।

মহাবল। মিছে কথা বলিস নি। তুই-ই ত আমাকে বারবার করে বলেছিস, গিন্নীমার চরিত্র খারাপ,—

বিরূপাক্ষ। অবাক করলে কত্তা। আমি বলেছি গিন্নীমার চরিত্তির খারাপ? এর পর বলবে ভক্ত বামুনকে আমিই বলেছি লম্পট্।

মহাবল। বলিস নি ব্যাটা?

বিরূপাক্ষ। বলা দূরে থাক, মনে মনেও ভাবি নি। গিন্নীমার মত মানুষ কি আছে? আর সেই বামুন—আহা, কি তার চেহারা, গা দিয়ে যেন জ্যোতি বেরুচ্ছে। তুমি তার এমন সর্ব্বনাশ করলে? তোমার কুষ্ঠ হবে না ত হবে কার?

মহাবল। আমি তোকে অভিশাপ দেব।

বিরূপাক্ষ। কুঠের অভিশাপ ফলে না কত্তা, শাপ দিলে আশীর্ব্বাদ হয়ে যায়।

মহাবল। হায়, হায়, আমি এখন কি করব? চল্ বাড়ী ফিরে যাই। সারা গায়ে যন্ত্রণা! পা দুটো অবশ হয়ে আসছে। ধর্ না শূয়ার হাতখানা।

বিরূপাক্ষ। ক্ষেপেছ? কুঠেকে ছুঁয়ে আমিও কি কুঠে হব? ওয়াক থু।

মহাবল। গায়ে থুথু দিলি ব্যাটা?

বিরূপাক্ষ। কিছু মনে করো না। ঠাকুরমা বল ত, কুঠের গায়ে থুথু দিলে আর কুঠ হয় না।

মহাবল। বটে? আমি তোকে এখনি জবাব দিলুম।

বিরূপাক্ষ। তুমি আর কি জবাব দেবে? আমিই তোমাকে জবাব দিলুম। নাও ধরো, এই কাগজখানায় একবার সই মেরে দাও

দেখি। এই নাও দোয়াত, এই নাও কলম। [থলে হইতে দোয়াত কলম বাহির করিয়া দিল।]

মহাবল। কিসে সই করব? এ কি! আমার সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি আমি তোকে দান কচ্ছি?

বিরূপাক্ষ। ও আর তোমার কোন্ কাজে লাগবে? ছেলে নেই যে খাবে, মেয়ে নেই যে বিয়ে দেবে। পরিবারকে ত তাড়িয়েই দিয়েছ। সই কর।

মহাবল। না।

বিরূপাক্ষ। আরে তুমি ঘাবড়াচ্ছ কেন? তোমাকে আমি বৃন্দাবনে রেখে আসব, আর মাসে মাসে মাসোহারা দেব।

মহাবল। আমাকে মাসোহারা দিবি তুই, আমার ফ্যানজল খেয়ে যে মানুষ?

বিরূপাক্ষ। বেশী তেলিও না কত্তা। আমি ছাড়া তোমার বিত্তি-ব্যাসাতের খোঁজ কেউ রাখে না। লিখে পড়ে দাও ভালই; না দাও, তোমাকে এইখানেই খতম করে রেখে যাব।

মহাবল। এত পাপ ধর্ম্মে সইবে না।

বিরূপাক্ষ। ধর্ম্ম! পিঁপড়ের পেট টিপে যে গুড় বার করে, তার আবার ধম্ম। দেবে না সই?

মহাবল। না-না। [কাগজ দূরে ফেলিয়া দিল]

বিরূপাক্ষ। তবে রে বেণের নিকুচি করেছে। [বিরূপাক্ষের বণিককে ছুরিকাঘাতের উদ্যোগ]

অহল্যার প্রবেশ ও বাধাদান।

অহল্যা। কচ্ছিস কি হতভাগা? ওরে, তুই আমাকে খুন কর।

বিরূপাক্ষ। সরে যাও। এ সমাজের শত্তুর, তোমারও শত্তুর।

অহল্যা। শত্রু নয়, স্বামী।

বিরূপাক্ষ। সোয়ামীর বালাই নিয়ে মরি। ধুত্তোর মেয়েমানুষের কাঁথায় আগুন।

[ছোরা ফেলিয়া দিয়া প্রস্থান।

অহল্যা। ওঠ স্বামি, আর কোন ভয় নেই।

মহাবল। আমায় স্পর্শ করো না অহল্যা। দেখ, আমার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধির জয়ডঙ্কা বেজে উঠেছে। একে একে সবাই আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে।

অহল্যা। আমি ত্যাগ করব না স্বামি। নিজের জীবন দিয়েও আমি তোমায় নিরাময় করে তুলব। পারব না? সাবিত্রী মৃত স্বামীর দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিল, আমি পারব না আমার স্বামীর ব্যাধি দূর করতে?

মহাবল। আমি ত তোমাকে ত্যাগ করেছিলাম অহল্যা।

অহল্যা। কি সাধ্য তোমার আমাকে ত্যাগ করার? হিন্দুর বিবাহ ত এক জন্মের বন্ধন নয়। জন্ম জন্ম তুমি আমার স্বামী।

মহাবল। কাকে দেখাব আমি? এই আমাদের দেশের অশিক্ষিতা নারী। আমাকে দেখে তোমার ঘৃণা হচ্ছে না?

অহল্যা। না। আরও বেশী মমতা হচ্ছে। কৃষ্ণ নাম কর স্বামি। বিনাদোষে যার চোখের দৃষ্টি হরণ করেছ, সেই শাপভ্রষ্ট দেবতাকে স্মরণ কর। মনে মনে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা কর। চল যাই বৃন্দাবনে। পতিতের ভগবান্ যিনি, তাঁর পায়ে আমরা কি আশ্রয় পাব না?

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। কে গো, কে তোমরা ওপারে যাচ্ছ? আমাকে সঙ্গে নেবে?

অহল্যা। কে মা তুমি?

চিন্তামণি। আমি সমাজের আবর্জ্জনা, অস্পৃশ্য গণিকা।

মহাবল। আমার চেয়ে কেউ অস্পৃশ্য নয় মা। চেয়ে দেখ, এক শাপভ্রষ্ট ব্রাহ্মণের উপর নির্য্যাতন করে আমার আজ এই দশা!

অহল্যা। শুনেছি, বৃন্দাবনের পথেই তিনি এসেছেন। নিশ্চয়ই আমরা বৃন্দাবনে তাঁর দেখা পাব। আমার মন বলছে, তাঁর পায়ের ধূলো মাথায় দিলেই তোমার ব্যাধি দূর হয়ে যাবে। তুমি জান না, কে সেই মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন ভোজপুরের উদাসী যুবরাজ।

চিন্তামণি। কার কথা বলছ মা? কে ভোজপুরের যুবরাজ?

অহল্যা। শুনেছি তাঁর নাম বিল্বমঙ্গল।

চিন্তামণি। বিল্বমঙ্গল! বল মা, বল, তুমি কি তাকে দেখেছ? কোন্ পথে গেছে আমার গুণনিধি? আমি যে তারই সন্ধানে এসেছি মা।

অহল্যা। তুমি তার কে মা?

চিন্তামণি। কে আমি? কেউ ত নই। বাবা, কি পরিচয় দেব? আমি তার কেউ নই, কিন্তু সে আমার চোখের তারা, বুকের স্পন্দন! আমারই দোষে সে ঘরছাড়া। কোথায় গেল, ওগো, কোন পথে গেল রাজার দুলাল? একি! একি! এ কার পদ-চিহ্ন? এ যে আমার বুকের মধ্যে আঁকা! ওগো, এইখানেই সে

ছিল। এখনও পদচিহ্ন মিলিয়ে যায় নি। পেয়েছি, হারানিধি পেয়েছি। [পদচিহ্ন হইতে ধূলাবালি তুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিল]

অহল্যা। চল মা, আমাদের সঙ্গে ওপারে চল। নিশ্চয়ই তুমি তাঁকে ফিরে পাবে।

মহাবল। কিন্তু সে ত তোমায় চিনতে পারবে না।

চিন্তামণি। কেন? কেন?

মহাবল। সে যে অন্ধ।

চিন্তামণি। অন্ধ!

মহাবল। আমিই তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিয়েছি।

চিন্তামণি। কি করেছ তুমি? অমন পদ্মপলাশের মত চোখ দুটো অন্ধ করে দিলে? কি করেছিল সে? সে যে কাউকে কটু কথা বলতে জানে না। ওগো, সে যে কৃষ্ণপ্রেমে ঘরছাড়া। কি করব আমি তোমাকে? তোমার বুকের রক্ত দিয়ে আমি স্নান করব।

অহল্যা। ক্ষমা কর মা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি।

চিন্তামণি। যাও, চলে যাও। তোমরা মহাপাপী, আমি যাব না তোমাদের সঙ্গে।

মহাবল। নারায়ণ তোমায় শাস্তি দিন। চল অহল্যা।

[পত্নী সহ প্রস্থান।

চিন্তামণি। আর চোখ মেলে চাইবে না? আর কি সে চোখে বিদ্যুৎ খেলবে না? হা কৃষ্ণ, তোমার নামে যে সর্ব্বহারা, তার চোখ দুটো কেড়ে নিলে ঠাকুর?

শিবশঙ্করের প্রবেশ।

শিব। এত তীর্থ ঘুরে এলাম; কোথাও কি মন্দিরে দেবতা

নেই? গয়ায় বাঘ, কাশীতে কুকুর, বৃন্দাবনে কচ্ছপ! কেন তুমি দেখা দিলে না ঠাকুর? কার কাছে কি অপরাধ করেছি?

চিন্তামণি। গুরুতর অপরাধ করেছেন নিজের ছেলের কাছে।

শিব। কে তুমি? চিন্তামণি?

চিন্তামণি। হ্যাঁ রাজাবাহাদুর। বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন, না? ঠাকুর দেখতে পান নি ত? পাবেন না। এত যার আভিজাত্যের অহঙ্কার, তার কাছে ঠাকুর কুকুর হয়ে যায়।

[প্রস্থান।

শিব। সত্য। আবার যাব আমি, দেখি ঠাকুর দেখা দেন কিনা।

নাগার্জ্জুনের প্রবেশ।

নাগার্জ্জুন। আর যেতে হবে না। এখন বাড়ী যাও। অনেক তীর্থ করেছ। আর তীর্থে কাজ নেই।

শিব। এ কি, নাগার্জ্জুন, তুমি এখানে! রাজ্যপাট ফেলে রেখে তুমিও তীর্থের পথে পা বাড়িয়েছ?

নাগার্জ্জুন। তীর্থের মাথায় আমি ঝাঁ্যাটা মারি। আমি এসেছি তোমার খোঁজে।

শিব। কেন, আমি কি পালিয়ে এসেছি?

নাগার্জ্জুন। পালানো আবার কাকে বলে? এতগুলো প্রজার শাসনের ভার একটা অজাতের হাতে ছেড়ে দিয়ে তুমি এলে কি না তীর্থের ঠাকুর দেখতে? ঘরে তোমার ঠাকুর নেই? প্রজারা কি তোমার কাছে কুকুর?

শিব। আমি ত তোমার উপর নির্ভর করে চলে এসেছিলাম। তুমি একটা বছর চালাতে পারলে না?

নাগার্জ্জুন। চালাতে দিলে ত পারব? হতভাগা ব্যাটা আমায় কারাগারে পাথর চাপা দিয়ে ফেলে রেখেছিল। কি করে যে বেরিয়ে এলাম, আমি জানি না। মানুষ দেখলুম না, শুধু দেখলুম একখানা হাত আমায় টেনে নিয়ে এল।

শিব। এ কি তুমি সত্যি বলছ? মধুমঙ্গল তোমায় বন্দী করেছিল? কেন? কি করেছিলে তুমি?

নাগার্জ্জুন। তার কুকর্ম্মে বাধা দিয়েছিলাম।

শিব। কি করেছিল সে?

নাগার্জ্জুন। কি করে নি, তাই বল। খণ্ডগিরিকে পুড়িয়ে মেরেছে।

শিব। সে কি!!

নাগার্জ্জুন। তার মেয়েকে ধরে এনে প্রমোদকক্ষে তুলেছিল।

শিব। এত স্পর্দ্ধা তার?

নাগার্জ্জুন। যাও রাজা, ছুটে যাও। ভোজপুরের প্রজাদের নাভিশ্বাস উঠেছে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে। যুবতী মেয়েরা আর বাইরে বেরুতে সাহস কচ্ছে না।

শিব। চল নাগার্জ্জুন, আমি সে পাপিষ্ঠের শিরশ্ছেদ করব।

নাগার্জ্জুন। তুমি একাই যাও রাজা। আমি বিল্বমঙ্গলের সন্ধানে যাচ্ছি। শুনেছি সে বৃন্দাবনের পথে এসেছে। যদি তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি, তবেই ফিরব, নইলে এই শেষ দেখা।

[প্রস্থান।

শিব। যাও, সবাই চলে যাও। যক্ষের পুরী আগলে থাকব একা আমি জরামরণবিজয়ী দুঃখের হিমালয়।

সনাতনের প্রবেশ।

সনাতন। চিন্তামণি এসেছিল না? কোন্ পথে গেল? ,কোথায় চিন্তামণি?

শিব। সনাতন গোস্বামী নয়?

সনাতন। কে? রাজাবাহাদুর? বাঃ, ভগবানের কি অপার করুণা! সবাইকে এক স্থানে মিলিয়ে দিয়েছেন। রাজাবাহাদুর, কেন আপনি তীর্থে তীর্থে শান্তির আশায় ঘুরে মরছেন? আমার মত শান্তির রাজ্য থেকে আপনিও চিরনির্ব্বাসিত! নিরপরাধ পুত্রকে আপনি কশাঘাত করেছেন।

শিব। নিরপরাধ! সে মদ্যপায়ী,—

সনাতন। সত্য। কিন্তু কে তাকে মদ্যপায়ী করেছে, তা কি আপনি জানেন?

শিব। কে?

সনাতন। আপনার সুযোগ্য ভাইপো মধুমঙ্গল।

শিব। মিথ্যা কথা।

সনাতন। তার এই পত্রখানা পড়ে দেখবেন, তাহলেই জানতে পারবেন, বিল্বমঙ্গলকে মাতাল করেছে কে? [পত্র দান]

শিব। কিন্তু সে তোমার স্ত্রীকে হরণ করেছিল।

সনাতন। হরণ সে করে নি মহারাজ, আমার স্ত্রীকে হরণ করেছিল মধুমঙ্গলের নিয়োজিত চর। এই নিন তার অকাট্য প্রমাণ। [পত্রদান]

শিব। এ কি! এ মধুমঙ্গলের লেখা পত্র!

সনাতন। আরও দশখানা আছে রাজাবাহাদুর। পড়ে দেখবেন,

কেমন করে তিন বছর ধরে একটু একটু করে সে আপনার ছেলের মনুষ্যত্ব চিবিয়ে খেয়েছে। আমি মূর্খ, না বুঝে না বিচার করে ধর্ম্ম-পত্নীকে ত্যাগ করেছি। আপনি আমার চেয়েও মূর্খ, আপনারই রক্তে যার জন্ম, তাকে এতটুকু চিনতে পারেন নি।

শিব। সত্য সনাতন।

সনাতন। ছেলের মাথা অবহেলায় চিবিয়ে খেয়েছেন, প্রজাদের মাথাগুলো আর হাওয়ায় উড়িয়ে দেবেন না রাজা। মধুমঙ্গলের হাতে প্রজাদের নাভিশ্বাস উঠেছে, এখন মরাই শুধু বাকি।

শিব। তুমিও এ কথা বলছ? মধুমঙ্গল এত বড় পাষণ্ড!

সনাতন। তাই হয় রাজা, তাই হয়। যাকে তাকে দত্তক নিলেই হয় না। এই মধুমঙ্গল তার বিধবা মায়ের অবৈধ সন্তান।

শিব। সনাতন! আমি তোমাকে হত্যা করব।

সনাতন। আপনি আর কি হত্যা করবেন? আমিই আমাকে হত্যা করেছি। এ শুধু একটা প্রাণহীন দেহ—চিন্তামণিকে শেষ কথা বলব বলে বয়ে নিয়ে এসেছি। ঘরে যান মহারাজ। আপনার ভোজপুরের পণ্যবীথিতে যে ভিখারিণী গান গেয়ে ভিক্ষে করে, তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন, মধুমঙ্গলের পরিচয়। গোবিন্দ দাসের আখড়ায় যখন তাকে ফেলে এসেছিল, তখন তার একটা কাণ ফুঁড়ে দিয়ে এসেছিল। মিলিয়ে নিন গে যান।

শিব। তোমার কথা যদি সত্য হয়, আমি তাকে বলির পশুর মত হত্যা করব। ওঃ—হেরে গেলাম, নিয়তির কাছে হেরে গেলাম।

[প্রস্থান।

সনাতন। চিন্তামণি, চিন্তামণি,—

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। কে আমার নাম ধরে ডাকছে! এ কি? গোস্বামী ঠাকুর! আমার নাম মুখে আনতে তোমার জিভটা আড়ষ্ট হয়ে গেল না? নরকের ভয় কি জয় করে এসেছ?

সনাতন। চিন্তামণি, না বুঝে তোমার উপর অবিচার করেছি। আমায় ক্ষমা কর চিন্তামণি।

চিন্তামণি। ক্ষমা! নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপণ্ডিত বেশ্যার কাছে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছে! কাকে দেখাব এ দৃশ্য! কে বিশ্বাস করবে এ অসম্ভব ঘটনা! বিল্বমঙ্গল কাছে নেই, মহানন্দ পেছনে রয়ে গেছে, খণ্ডগিরি পরলোকে,—কে দেখবে ঠাকুর, কে দেখবে তোমার অনুতাপের অশ্রুজল?

সনাতন। চিন্তামণি,—

চিন্তামণি। ঘরে যাও ঠাকুর। সীতা সতীর দেশের মেয়ে আমি—ব্রাহ্মণের কন্যা, তোমার পিছে পিছে পতিসেবার আকুল আগ্রহ নিয়ে এসেছিলাম। মনে কোন দাগ ছিল না। তুমি আমার জীবনের সব মাধুর্য্য হরণ করেছ। সীতার হাত ধরে রাবণ তত পাপ করে নি, যত পাপ করেছ তুমি আমার নারীত্বের মর্য্যাদা হরণ করে।

সনাতন। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। অহমিকা আর গুরুর আদেশে আমার দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছিল। মামা মরার সময় তাঁর আদেশ প্রত্যাহার করে গেছেন। চল চিন্তামণি, আমি তোমাকে গ্রহণ করব।

চিন্তামণি। এই অস্পৃশ্যা কুলটাকে!

সনাতন। আমারই জন্যে তুমি লোকচক্ষে কুলটা। চল, ঘরে চল।

চিন্তামণি। সমাজ—?

সনাতন। ত্যাগ করব।

চিন্তামণি। বড় দেরী হয়ে গেছে ঠাকুর। এ কথা যদি সেদিন বলতে, তাহলে আজ একটা মানুষ পাগল হত না, দুটো চোথ অন্ধ হত না, রাজপরিবারে আগুন জ্বলত না। ফিরে যাও ব্রাহ্মণ, আমি আর আমাতে নেই, আমার প্রাণমন সব তাকেই সমর্পণ করেছি যার হাতে তুমিই আমায় তুলে দিয়েছ। শাস্ত্রীয় মন্ত্র তুমি মুখেই উচ্চারণ করেছ, মনে মনে গ্রহণ কর নি। তাই আমি শুধু গাঁটছড়ায় বাধা পড়েছিলাম, প্রাণে প্রাণে বাঁধা পড়ি নি। শাস্ত্র যা বলে বলুক, সমাজ যত পারে নিন্দা করুক, আমি তারস্বরে ঘোষণা কচ্ছি,—আমার প্রভু, আমার গুরু, আমার স্বামী বিল্বমঙ্গল, আর কেউ নয়, আর কেউ নয়।

[প্রস্থান।

সনাতন। তাই হক চিন্তামণি। বিল্বমঙ্গল যে পথে গেছে, তুমিও সেই পথে যাও। আমি বেঁচে থাকলে সমাজ তোমাকে দ্বিচারিণী বলবে। তোমার সে বাধা আমি সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। পূতসলিলা যমুনা, মহাপাপীকে তুমি গ্রহণ কর। হে ঈশ্বর, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর।

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

ভোজপুর রাজপ্রাসাদ।

মধুমঙ্গলের প্রবেশ।

মধু। এত বড় দুঃসাহস একটা কাঁচকলা খেকো বামুনের যে আমার পেয়াদা পাইকগুলোকে প্রহার করে? হাতে মাথা নেব এই মহানন্দ শয়তানের।

দুর্য্যোধনের প্রবেশ।

দুর্য্যোধন। কি যেন শোলোকটা হুজুর? বড় বড় হাতী গেল তল, কাণা ফড়িং উঠে বলে কতখানি জল।

মধু। এই যে তো-ব্যাটাকে ধরে এনেছে দেখছি।

দুর্য্যোধন। ধরে আবার আনবে কোন্ ব্যাটা? বাপের বিয়ে দেখিয়ে দেব না? কে আছে তাই কও না দিকি,—দুর্য্যোধনের ধরবে টিকি। মুচড়ে ভেঙ্গে দেব হাত, দেখিয়ে দেব জগন্নাথ।

মধু। আমার সামনে আসতে তোর সাহস হল?

দুর্য্যোধন। না হবে কেন? কার গরু চুরি করেছি?

মধু। গরু চুরি ত ছোট কথা রে নচ্ছার। মেয়েটা কোথায়?

দুর্য্যোধন। সে কি আছে তোমার পুরে, চলে গেছে অনেক দূরে।

মধু। এত বড় হিম্মৎ তোর, তুই আমার হাত থেকে আমার জিনিষ ছিনিয়ে নিয়ে যাস্?

দুর্য্যোধন। তোমার বাবাকেলে জিনিষ! কেন তাদের আগুন দিয়েছিলে, সেই কথাটা বল।

মধু। বলতে হবে ?

দুর্য্যোধন। হবে না ? কেন তার বাপকে পুড়িয়ে মেরেছ ?

মধু। বেশ করেছি।

দুর্য্যোধন। মেয়েটাকে গুণ্ডা লেলিয়ে দিয়ে ছিনিয়ে এনেছিলে কিসের জন্যে, তার জবাব তৈরী করে রাখ।

মধু। কার কাছে জবাব দেব ? ধর্ম্মের কাছে, না ভগবানের কাছে ?

দুর্য্যোধন। ধুত্তোর, ভগবানের গুষ্ঠীর ছেরাদ্দ করি আমি। জবাব দেবে রাজাবাহাদুরের কাছে।

মধু। কোথায় রাজাবাহাদুর ?

দুর্য্যোধন। আসবে আসবে, আমি বাতাসের মুখে খবর পেয়েছি, মালিক আসছে। পাততাড়ি গুটোও ছোকরা, পাততাড়ি গুটোও। তোমার সব কীর্ত্তি আজ ঢাকে ঢোলে বেজে উঠেছে। একবার এসে পড়লে তোমাকে সোজা শূলে বসিয়ে দেবে।

মধু। মেয়েটাকে নিয়ে আয় বলছি।

দুর্য্যোধন। কোথা থেকে আনব ? সে এতক্ষণ হাওয়া, মিছে তোমার চাওয়া।

মধু। আমি আজ মরিয়া হয়েছি। আমার পথে যে কেউ এসে দাঁড়াবে, তাকে আমি পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেব। বল্, কোথায় অশ্রু।

দুর্য্যোধন। বলব না।

মধু। বলবি না শয়তানের বাচ্চা ?

দুর্য্যোধন। শয়তানের বাচ্চা আমি ! আমার মরা বাপকে তুমি গাল দিলে ব্যাটা ? নিজের কথাটা এখনও শোন নি বুঝি ? সনাতন ঠাকুর বলে নি কিছু ? রাজ্যিময় ঢি-ঢি পড়ে গেছে, আর যার ছেরাদ্দ, সে জানে না ? ওরে লম্পটের ব্যাটা লম্পট্,—

মধু। তবে মৃত্যুই তোকে স্মরণ করেছে। [বুকে ছুরি বিঁধাইয়া দিল]

লালুর প্রবেশ।

লালু। এ তুমি কি করলে কুমার বাহাদুর? বুড়ো মানুষটাকে এমনি করে মারলে? রাজাবাহাদুর শুনতে পেলে তোমার ধড়ে যে মাথা থাকবে না।

মধু। মাথার ভয়ে কারও বেয়াদবি আমি সহ্য করব না।

লালু। তোমার বেয়াদবি ত প্রজারা সহ্য করছে। রাজাবাহাদুর ত তোমার মাথায় এখনও লাঠি মারে নি, ভগবান্ ত এখনও তোমার মাথায় আকাশ ছুঁড়ে মারে নি। ওঠ দুর্য্যোধন,—হতভাগার কাল ঘনিয়ে এসেছে। স্বর্গ্যো থেকে তুমি ওর শাস্তি নিজের চোখেই দেখতে পাবে।

দুর্য্যোধন। আমার বাবাঠাকুরকে দেখেছ?

লালু। দেখেছি দাদা। দেখলে চেনা যায় না। এক বেণে তার চোখ দুটো আন্ধা করে দিয়েছে।

দুর্য্যোধন। আঃ—বাবাঠাকুর, তুমি অন্ধ? এ কথা শোনার আগে আমার মরণ হল না কেন? উঃ—বুকটা ফেটে গেল। হ্যাঁ হে, ভগবান্ কি আছে,—জান?

লালু। আছে।

দুর্য্যোধন। যদি থাক—হে ভগবান,—দুর্য্যোধনকে তুমি জন্ম জন্ম অন্ধ করে রাখ, বাবাঠাকুরের চোখ ফিরিয়ে দাও ঠাকুর, চোখ ফিরিয়ে দাও। [প্রস্থান।

লালু। খুব কীর্ত্তি করেছ।

মধু। চোপরাও ব্যাটা। বিল্বমঙ্গলের দেখা তুই পেয়েছিলি?

লালু। হুঁ।

মধু। এবারও তার মাথাটা আনতে পারলি না?

লালু। আর পারবও না কোনদিন।

মধু। তবে টাকা নিয়েছিলি কেন?

লালু। ট্যাকা ফিরিয়ে দিতেই ত এসেছি। এই লাও। [টাকার থলে ছুঁড়িয়া দিল] তেনার গায়ে আর আমি কাঁটা ফোটাতে পারব না, যে ব্যাটা তার ক্ষেতি করবে, সে আমার শত্তুর।

মধু। বেরিয়ে যা উল্লুকের বাচ্ছা।

লালু। কি বললে? মাথাটা ছিঁড়ে ফেলব। [আগাইয়া গেল] এ কি! তোমার কাণে এ কিসের ফুটো? কে বিঁধলে কাণ? ঠিক সেই জায়গায়। আঃ—সব গোলমাল করে দিলে! সব গোলমাল করে দিলে।

মধু। বেরিয়ে যা বদমায়েস।

লালু। যাচ্ছি, যাচ্ছি। মানীর মানহানি করব না। তুমি পালাও, তুমি এখনি পালিয়ে যাও। রাজাবাহাদুর বাড়ীর দিকে পা বাড়িয়েছে। এলে আর রক্ষে নেই। পালা ব্যাটা, পালা! [প্রস্থান।

মধু। সবাই ধার্ম্মিক হয়ে গেল! চাবুকের ঘায়ে ধর্ম্ম শেখাব।

মহানন্দের প্রবেশ।

মহানন্দ। শিক্ষা ত অনেক দিয়েছেন প্রভু। এবার শেখবার জন্যে তৈরী হন।

মধু। তুমি আমার পাইক বরকন্দাজদের বাগানবাড়ীতে প্রবেশ করতে দাও নি?

মহানন্দ। না দিই নি।

মধু। দলবল নিয়ে তাদের তুমি প্রহার করেছ ?

মহানন্দ। আজ প্রহার করেই ছেড়ে দিয়েছি। এর পর আবার গেলে সংহার করব।

মধু। এত বড় দুঃসাহস তোমার যে আমার পাইকদের প্রহার কর ?

মহানন্দ। কেন তারা বাগানবাড়ীতে অনধিকার প্রবেশ করে ? জানে না, ও বাগানবাড়ী এখন আমাদের ? কেন তারা আমাদেরই ঘরে দাঁড়িয়ে আমাদের গাল দেয় ? মহানন্দ শর্ম্মাকে চেনে না তারা ?

মধু। তুমি চেন না কুমার মধুমঙ্গলকে ?

মহানন্দ। তোমাকে আবার না চেনে কে ? এতদিন মিথ্যাবাদী লম্পট্‌ রাজ্যলোভী বলে জানতুম, আজ তোমার আর একটা পরিচয় পেয়েছি। দুর্ভাগা বিল্বমঙ্গল, কোন দোষ ছিল না তার। তার মাথাটা লাঠির ঘায়ে ফাটিয়ে না দিয়ে যদি তোমার মাথাটা উড়িয়ে দিতাম, তাহলে আমারও পুণ্য হত, আর ভোজপুরের মানুষগুলোও নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত।

মধু। দুর্য্যোধন মরে গিয়ে ঔদ্ধত্যের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তুমিও কি তাই চাও ?

মহানন্দ। দুর্য্যোধনকে মেরেছ তুমি ?

মধু। সে স্বর্গে গেছে, তোমাকেও স্বর্গে পাঠাব।

মহানন্দ। ওঃ—তুমি মানুষ না দানব ? সরল উদার সেই প্রভুভক্ত ভৃত্যকেও তুমি সইতে পারলে না পশু ?

মধু। মহানন্দ !—[ছুরি বাগাইল]

সহসা শিবশঙ্করের প্রবেশ।

শিব। মধুমঙ্গল!

মধু।
মহানন্দ। } মহারাজ!

শিব। তোমার হাতে রাজ্যশক্তির ভার দিয়ে আমি তীর্থ ভ্রমণে গিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম,—যাদের তোমার হাতে রেখে যাচ্ছি, তাদের তুমি নিরাপদে রক্ষা করবে। এমনি করেই তুমি তাদের রক্ষা করেছ, না?

মধু। আজ্ঞে—

শিব। তোমারই চক্রান্তে খণ্ডগিরি পুড়ে মরেছে,—

মহানন্দ। দুর্য্যোধন প্রাণ দিয়েছে,—

শিব। খণ্ডগিরির কন্যার কোন সন্ধান নেই,—

মহানন্দ। নাগার্জ্জুন ছিলেন কারাগারে বন্দী।

মধু। সব মিথ্যা কথা।

শিব। বিল্বমঙ্গলের মনুষ্যত্ব তুমিই গ্রাস করেছ দস্যু।

মহানন্দ। চিন্তামণিকে তুমিই হরণ করেছিলে পশু।

শিব। এতগুলো অপরাধে অপরাধী যে, কি তার শাস্তি?

মহানন্দ। প্রাণদণ্ড।

মধু। বৃথাই আপনি আমাকে দোষারোপ কচ্ছেন। কোন অপরাধে আমি অপরাধী নই। সব এই মহানন্দের ষড়যন্ত্র!

শিব। [কয়েকখানি পত্র বাহির করিয়া] কার লেখা এই পত্র? একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচটা নয়, দশখানা। এ লেখা তোমার নয় মধুমঙ্গল?

মধু। না, এ সব জাল। এ সব কুৎসিত কথা আমি কখনও লিখি নি।

মহানন্দ। পত্রগুলো না পড়েই পত্রের মর্ম্ম তুমি জেনেছ দেখছি।

শিব। মাকালের গাছে কখনও অমৃত ফল ফলে না। তোমার নাম মহানন্দ নয়? পারবে তুমি এই পশুটাকে প্রাণদণ্ড দিতে?

মহানন্দ। পারব মহারাজ।

মধু। মহারাজ!

শিব। তোমাকে বাঁচিয়ে রেখে আমারও লাভ নেই। তোমারও আর বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমার ঘৃণ্য পরিচয় জগতের সম্মুখে আর উদ্ঘাটন করব না। অস্ত্র রাখ, রাখ অস্ত্র। রাখবে না? তাহলে আর এক মুহূর্ত্তও তোমায় বাঁচতে দেব না।

[মহানন্দ মধুমঙ্গলকে ছুরিকা বিদ্ধ করিল]

মধু। আঃ—[পতন]

শিব। ভগবান্, মৃত্যু দিয়ে যে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে, তাকে পরলোকে শাস্তি দিও।

[প্রস্থান।

মহানন্দ। নমস্কার কুমার বাহাদুর, নমস্কার।

[প্রস্থান।

মধু। নিষ্ফল, সব নিষ্ফল!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

বৃন্দাবন।

বিল্বমঙ্গলের হাত ধরিয়া গোবিন্দ দাসের ও অক্রূর হাত ধরিয়া বিল্বমঙ্গলের প্রবেশ।

নেপথ্যে বাঁশী বাজিতেছিল।

গোবিন্দ। এস বাবা,
সাধনার তরী তব পশিয়াছে কূলে।
প্রেমের বাঁধনে প্রেমের ঠাকুর আজ
পড়িয়াছে বাঁধা।

বিল্ব। একি সত্য! প্রেমময় শ্যামচাঁদ
যোগীন্দ্রমানসমণি দুর্লভ রতন
গণিকার দাস এই পাতকীরে
দিবে দরশন?

গোবিন্দ। বৎস, করিও না ক্ষোভ।
জন্মান্তরে করেছিলে গুরু অপরাধ,
তাই তব এ জনমে কলঙ্কে ভরিল দেশ।
দুর্ভাগিনী চিন্তামণি,—
জন্মান্তরে তোমারি বনিতা ছিল।
রূপমুগ্ধ ব্রাহ্মণতনয়
দিনেকের তরে তার চেয়েছিল
স্বামি-অধিকার। দুর্ভাগ্যের বলি
নিষ্কলঙ্ক নারী চিন্তামণি।

অশ্রু। প্রভু, কোথা কৃষ্ণ,
কোথা হতে বাজিছে বাঁশরী?
কভু মনে হয়, আঁখি-আগে দাঁড়ায়ে মাধব,
কভু শুনি পশ্চাতে নূপুরধ্বনি,
আবার মিলায়ে যায়!
কোথা কালা মুরলী-বদন,
পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ,
কবে পাব দরশন তার?

গোবিন্দ। এখনি দেখিবে মাতা নীলকান্তমণি।
বল কৃষ্ণ, ভাব কৃষ্ণ,
স্পন্দনে স্পন্দনে কর
কৃষ্ণনাম গান।
নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ,
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

বিল্ব। } নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ,
অশ্রু। } জগদ্ধিতায় হিতায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

'চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। কই কই, কোথা তুমি প্রাণের ঠাকুর?
ওগো, কে হরিল দৃষ্টিশক্তি তব?
শ্রীমুখপঙ্কজে কে ঢেলেছে
ঘনমসী আজ? ঠাকুর, ঠাকুর,—
[বিল্বমঙ্গলের পদতলে পতন]

অশ্রু। দিদি,—

বিল্ব।　　কে ঢালিছে অশ্রুজল পায়?

অশ্রু।　　চিন্তামণি।

বিল্ব।　　ওঠ চিন্তামণি। কেন তুমি পদতলে?
　　তুমি যে প্রথম গুরু মোর,
　　কর আশীর্ব্বাদ,
　　অখিলের চিন্তামণি
　　করে যেন আমারে করুণা।

[পদতলে পতন]

চিন্তামণি।　　কি কর, কি কর বিপ্র?
　　অপরাধী করো না আমারে।

অহল্যা ও মহাবলের প্রবেশ।

অহল্যা। ঠাকুর, দয়া কর ঠাকুর, তোমাকে চিনতে না পেরে যে তোমার গায়ে হাত তুলেছিল, তোমার দৃষ্টিশক্তি হরণ করেছিল, তাকে তোমার পায়ের তলায় ফেলে দিলাম। রাখতে হয় রাখ, মারতে হয় মার।

বিল্ব। কে এল অশ্রু?

মহাবল। আমি সেই পাষণ্ড বণিক। মহাপাপ আমায় আশ্রয় করেছে। সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠব্যাধি! দয়া কর ঠাকুর, ক্ষমা কর মহাপাপীকে।

বিল্ব। ওঠ বাবা। আমার কোন ক্ষোভ নেই। তুমি আমার উপকারই করেছ। বাইরের চোখ নেই বলেই আমি আমার ঠাকুরকে অন্তরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি। ঘরে যাও বাবা। ঠাকুরের অনুগ্রহে তোমার সর্ব্বরোগ দূর হক। [গায়ে হাত বুলাইয়া দিলেন]

[মহাবল ও অহল্যা বিল্বমঙ্গলকে প্রণাম করিল]

উভয়ে। জয় শ্যামচাঁদ, জয় শ্যামচাঁদ। [প্রস্থান।

বিল্ব। এ কি আলো! স্বর্গ থেকে কি আলোর প্লাবন ছুটে এল?

অশ্রু। ওগো, এত নূপুরধ্বনি কার? আরও কাছে, আরও কাছে।

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব।

শ্রীকৃষ্ণ। বিল্বমঙ্গল, অশ্রুমতি, আমি এসেছি।

অশ্রু। ওগো, এ কি সৌভাগ্য আমাদের! রাধামাধব!

চিন্তামণি। কই দিদি, আমি ত দেখতে পাচ্ছি না। অস্পৃশ্যা গণিকা বলে তুমিও ঘৃণা করবে রাধামাধব? থাক্, থাক্, তোমরা দেখ দিদি, ভাল করে দেখ, আমি শুধু তোমাদের দেখি।

শ্রীকৃষ্ণ। বিল্বমঙ্গল!

বিল্ব। আমি যে অন্ধ ঠাকুর, কেমন করে তোমায় দেখব?

শ্রীকৃষ্ণ। কে বলেছে তুমি অন্ধ? তোমার মত চক্ষুষ্মান আর কেউ নেই। মুখ ফেরাও বিল্বমঙ্গল।

বিল্ব। না ঠাকুর, তুমি ফিরে যাও। আমি তোমায় দেখব না।

শ্রীকৃষ্ণ। কেন রাগ করেছ প্রিয়বর? চেয়ে দেখ আমার বিশ্ব-বিমোহন রূপ।

বিল্ব। যার দয়ায় তোমাকে কাছে পেয়েছি, সে যদি তোমায় না পায়, আমিও তোমায় দেখতে চাই না।

শ্রীকৃষ্ণ। ধন্য তুমি বিল্বমঙ্গল। দুই লীলাসঙ্গিনীকে নিয়ে কৃষ্ণরূপ দর্শন কর।

বিল্বমঙ্গল।
অশ্রুমতী।
চিন্তামণি। } নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ।

যবনিকা।